পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্ ।

আর কিছু নয়, আর কিছু নয়,
শুধুই রঙ্গরস।
আপনার ছবি, আপনি দেখ,
মেজাজ কর বশ॥
আপনার দোষে, আপনি মজ,
সাজ কেবল সঙ্।
স্ব-রূপ জ্ঞান, বুঝ্‌বে তবে,
"পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্"॥

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
সম্পাদিত।

প্রকাশক,
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

Printed and Published

by

DHIRENDRANATH LAHIRI

at the

"Fathabir Prakash" Printing Works,

[illegible] Annoda Prosad Banerji's Lane, Khurtola

Howrah *(Calcutta).*

সূচীপত্র।

* * *

চিত্রসূচী।

পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ।

সূচনা।

রঙ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আনন্দে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। তাই, আমাদের দেশে পাল-পার্ব্বণে সকল সময়েই রস-রঙ্গের আমোদ-আহ্লাদের প্রাচুর্য্য ছিল। দেশের রাজ-রাজরা আমোদ-আনন্দ রস-রঙ্গের জন্য বিশেষ বিশেষ রস-রসিকগণকে পরিপোষণ করিতেন। গোপাল ভাঁড়, রসরাজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার বিষয় স্মরণ করিলে, রস-রঙ্গের জন্য দেশের ধনকুবেরগণ যে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এখন অন্ন-চিন্তাই চমৎকারা। সুতরাং, বিশুদ্ধ আনন্দ-রস-পান—অতি অল্প জনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এখন অল্প লোকেই রসের মাহাত্ম্য বুঝিয়া থাকেন; আবার, অল্প লোকেরই রসাস্বাদের অবসর আছে। ব্যঙ্গ-রঙ্গ-রস-ভাষ এখন তাই অনেক স্থলে বিপরীত অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রস-ভাষে গালি বর্ষণ করিয়াও পুরস্কার লাভ করিয়া গিয়াছেন। আর, এখনকার দিনে, রসের ভাষে মিষ্ট কথা

কহিতে গেলেও লোকে গালি বলিয়া মুদ্গর ধরে। কাল এমনই বিষম দাঁড়াইয়াছে!

ভণ্ডকে ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিলে, তাহাকে গালি দেওয়া হয় না। তাহাতে তাহার চোখের উপর তাহার বিকট চিত্র দেখাইয়া, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে। কিন্তু বোঝে লোকে বিপরীত! কাজেই রঙ্গরস করাও এখন দায় হইয়া পড়িয়াছে!

"পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্"—রঙ্-তামাসা মাত্র। কাহারও স্বরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দেখিলে কেহ বিরক্ত না হন, পরন্তু আপনার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা পান, ইহাই আমাদের আকিঞ্চন। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কদাচার পরিবর্জ্জিত হয়, সুশিক্ষা লাভ হয়,—এই গ্রন্থ-প্রচারের ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই "পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙে" কল্যাণীয় শ্রীমান্ মোহিতগোপাল লাহিড়ীর কয়েকটী রচনাও স্থান পাইয়াছে। পুরাতন "অনুসন্ধান" পত্র হইতেও কয়েকটী রঙ্গরস উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে উদ্দেশ্যে এই "পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

বড় দিন,
১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। } সম্পাদক।

উৎসর্গ।

(১)

বঁধু হে,—

তোমার তরে, যতন ক'রে,
রসের মালা গেঁথেছি।
যেমন তুমি, তেম্‌নি তোমার,
ছবিখানি এঁকেছি॥
পর্‌লে গলে, পড়্‌বে ঢলে,
পরাণ হবে ভর্।
দেখ্‌লে চোখে, আস্‌বে ঝুঁকে,
বাড়িয়ে দেবে কর॥
সেই আশাতে, তোমার দ্বারে,
ধ'রে সুধার ভার।
দাঁড়িয়ে আছি, এসহ বঁধু,
লও হে উপহার॥

(২)

বঁধু হে,—

তোমার যেমন নতুন নতুন ঢঙ্‌।
সেজে আছ বহুরূপী—নিত্য নব রঙ্‌॥
তোমার যেমন ভজন-পূজন-ভাণ্‌।
ভণ্ডামিতে ভরা হৃদি—ভণ্ড মূর্ত্তিমান্‌॥
তোমার যেমন তিন নায়ে তিন ঠ্যাঙ্‌।
দিনে ভজ যীশু-খৃষ্ট রাতেতে গৈরাঙ্‌॥
ঠিক তেমনটি আঁকা হয়তো হয়-নি।
তা না হলেও হবে খুসি দেখে এট্টুখানি॥

(৩)

বঁধু হে,—

(তাই) তোমার ছবি তোমার করে,
করিতেছি দান।
রঙ্গ ভেবে, খোস মেজাজে,
ঠাণ্ডা কর প্রাণ॥
যত্নে তোলা ফটোগ্রাফ, রত্নসম রেখ।
সময়ে সুফল পাবে, হাসিমুখে দেখ॥

* * *

সঙ্ ।

দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে পঞ্চানন দেখে
ঢাকে সেই মুখ—তাহে কালীচুন মেখে ॥
রূপের বিকাশ মরি—অপরূপ ঢঙ
পোড়ামুখে কালীচুন—মূর্ত্তিমান্ সঙ ॥

পঞ্চানন্দের পঞ্চরঙ্‌।

আনন্দ আনন্দ ভাই,
আনন্দ কর সার।
আনন্দ আনন্দ বিনা,
সবই ফক্কিকার॥

* * *

সঙ্‌।

আনন্দে আনন্দ কর ঢঙ্‌।
মুখে মেখে চুন-কালী-রঙ্‌॥
আছ সঙ—সাজিতেছ সঙ্‌।
পঞ্চানন্দে কর পঞ্চ-রঙ॥

* * *

এ সংসার—সঙের আগার।
নর-রূপে—সঙ অবতার॥

যেদিকে ফিরাই আঁখি,
সঙের নাচন দেখি,
ধরমে করমে সঙ আচরণ।

সংসার—সঙের মেলা,
সঙ্-রূপে লীলা-খেলা,
বুঝিয়া না বুঝে কোনজন॥

দর্পণে আপন মুখ,
বানরের অনুরূপ,
মোহে মাখে সেই মুখে রঙ।

হিতে বিপরীত হয়,
ঘুচে সকল সংশয়,
নিতু নবরূপ—বলিহারী সঙ্।

সঙের বাজার।

[দৃশ্য—রাজপথ, সংবাদ-পত্র বগলে 'হকারের' (ফেরিওয়ালার)
প্রবেশ ও পথে নানা লোকের সমাগম।]

হকার ।—"চাই বাবু চাই টাট্‌কা খবর।
নতুন নতুন জবর জবর ॥
বাসিপচা-বাছাই সার।
হরে-হবু তার-বিতার ॥
(আজ্‌কা খবর ! সো বি বাসি !)
বুধে শনি যদি চাও।
এক এক পয়সা, দো দো পয়সা,
আও খদ্দের—চলে আও।"

ক্রেতা ।—"কৈসা খবর, কৈসা কাগজ,
কেৎনা নতুন হ্যায়।"

হকার।—"সব্‌ভি নয়া, সব্‌ভি আচ্ছা,
সব্‌ভি বিকিয়ে যায়।
'ভঙ্গ বাঁশী', 'হিতে বাদী',
'হীন্ জীবনী', 'বসে মুতি,'
জল্‌দি লিয়ে লেও—বাবু নয়া নয়া হ্যায়।
রূপে-গুণে সম নেই,
কারে রেখে কারে দেই,
বিকিয়ে গেলে—দোস্‌রা মেলা দায়॥"

* * *

ক্রেতার দলে ছিলেন যিনি, বড্ডি সমিজ্‌দার;
মুখ বেঁকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, কহেন্ বার বার,—
"ড্যাম ন্যাষ্টি বার্ণাকুলার!
বাঙ্গালায় কি ছাই আছে আর!"
এই না বলে, একটা লম্ফে, হলেন তিনি পগারপার॥

* * *

চকা-ভকা খেয়ে তখন,
হকার ধীরে কয়,—

"মুদী ভায়া, মুদী ভায়া,
নয়া খবর হ্যায় ॥
'ভঙ্গ বাঁশী', 'হিতে বাদী',
'বসে মুতি' লও।
টাট্‌কা টাট্‌কা নয়া নয়া,
সব্‌ভি সমঝ্‌ যাও ॥"

* * *

'ডাহা-জিলার' বাঙ্গাল মুদী,
বিক্রমপুরে ঘর।
সিংহী-গুঁপো, মুস্‌কে জোয়ান,
দাঁড়ি-পাল্লা-ধর ॥
'রামে রাম' কয়, দাঁড়ি দোলায়,
ব্যস্ত কতই কাজে।
উচ্চ-চীৎকার, কথাটা তার
কাণে গিয়ে বাজে ॥
"কি কন্, কি কন মশয়,
'ডাহা-গ্যাজেট' আছে ?

খোঁজ্‌বার লাগি ডাহার কাগজ,
পাবা তোমার কাছে ?
দ্যাশের খপোর, পাবার লাগি,
পরাণ্‌ ক'রে আন্‌চান ;
সহর হ'তে ঘরটা আমার,
অষ্ট-কোশের ব্যবধান।"

* * *

কথা শুনে হকার তখন,
অন্য দিকে ধায় ;
ভাগ্যক্রমে সুমুখেতে,
ঘোষের পোকে পায় ;
ডেকে বলে,—"ও ঘোষের পো,
কাগজ নেবে গো !
'ভঙ্গ বাঁশী', 'হিতে বাদী'
'বসে মুতি' হো ॥"
ভাঙা বাঁশীর নামটী শুনে,
চম্‌কে ওঠে ঘোষ ;

ব্রজের বাঁশী মনের মাঝে,
দিল্ ক'রে তার খোস্।
কহে,—"কোন্ কাঁলাচাঁদ বাজায় বাঁশী !
কোন্ গোপিনীর পাশে !
হোক্না ভাঙা মোহন বাঁশী—
তাতে কি যায় আসে ?"
ঘোষের পোয়ের রকম দেখে,
হকার হেসে খুন,
ব্যঙ্গ বুঝে ঘোষের পোলা
চটে হন আগুন ॥

* * *

হেন কালে উতরিলা বালকের দল
বীরবশে ; হাতে 'বল', মুখে 'বার্ডসাই',—
উগারিছে ধূমরাশি চিম্‌নীর প্রায়।
ঘেরিল 'হকারে' চারিভিতে ; ঘেরে যথা—
কাণামাছিদল মেছুনীর আঁসপূর্ণ
চুপ্‌ড়ীর পাশে ; ঘিরে ফেরুপাল কিম্বা
যথা—ফুকারি ফুকারি উচ্ছিষ্টের ধারে।

তারস্বরে 'হকারে' বালকবৃন্দ কহে,—
"কি আছে সংবাদ, ওহে কি আছে সংবাদ।
এডিটারে এডিটারে আছে গালাগালি?
বিনা বিসংবাদ, ওহে বিনা বিসংবাদ,
কিসে কাগজ জমিবে আজিকালি।
আত্ম-কেলেঙ্কারী, ওহে আত্ম-কেলেঙ্কারী,
দেখিতে শুনিতে মজা বড়।
বাজারে কাগজ, যারা বাজারে কাগজ,
সবাই একাজে দেখি দড়।"

* * *

কাগজ যতেক ছিল, দেখাল 'হকার'।
কোনটাই না হইল পছন্দ কাহার॥
কেহ বলে—"কুঁচ্‌কিটেপা ছবিখানি কই।"
কেহ দেখে—'রুচিবিকার' আছে কি বা নাই!
'হীন-জীবনী' দেখে কহে,—"এ যে পচা মাল।"
অন্যের ব্যবস্থা দেয়—"দরিয়ামে ঢাল।"
সেজেগুজে সাঁজের বেলা যাবার সময়,

সাহেব বাজার ।
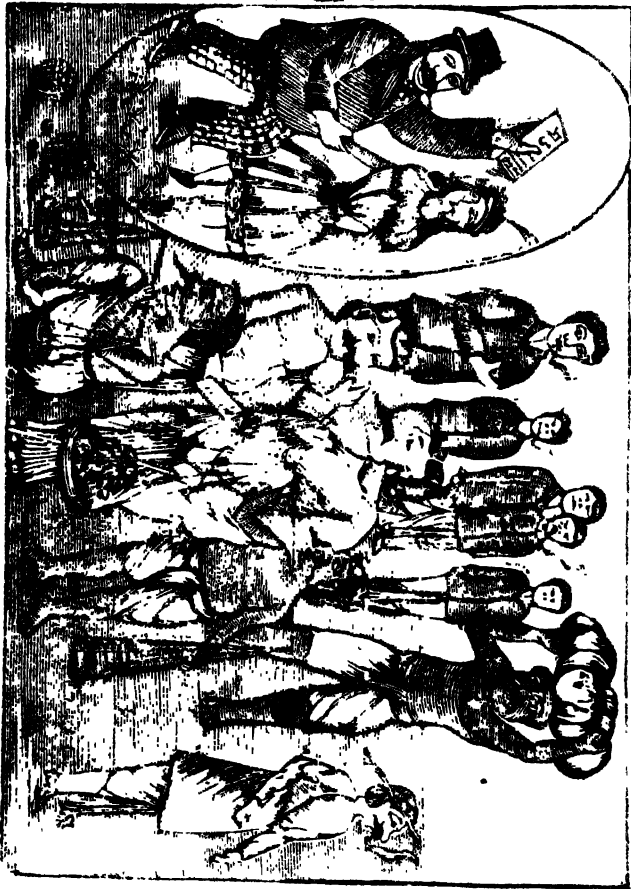
রসিক-নাগর বুড়া মুচ্‌কি হেসে কয় ;—
"ভালমন্দ সকার-বকার
অনেক কথা থাকে ;
এক পয়সায় বড় দেখে,
দেও একখান্ মোকে।"

* * *

সঙ্ বলে—"সঙ্‌নী লো,
এই তো বাজার !
আয় আমরা সঙ্-গিরি
করি এবে সার ॥
ভক্ত যদি থাকে কেহ,
তাতেই হবে মাত।
হেলায় হেরিলে তিনি,
হবেন্ কুপোকাত ॥"

(পট-পরিবর্ত্তন।)

নাচেরে কদম্ব-মূলে নাচেরে কানাই ;
সঙ্ সাথে সঙ্‌নী নাচে দেখুক সবাই।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চানন্দের টিপ্পনী।

বক্তৃতা—ত্বরিতানন্দ।

বক্তৃতা—ত্বরিতানন্দ। বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছেন, অমনি ঘন করতালি! ত্বরিতানন্দ নয় তো কি? বক্তৃতার ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে—'হিয়ার হিয়ার'! ত্বরিতানন্দের আর বাকি কি? বক্তৃতার শেষ হইতে হইতেই বাহবা-লাভ! ত্বরিতানন্দ—পূর্ণমাত্রায়! বিলম্ব একটুও নাই; আনন্দ—সঙ্গে সঙ্গে। লেখক, বই লিখিলেন; বাহবা পাইলেন—বিলম্বে। তাঁহার সিদ্ধির নেশা—জমিয়াও জমে না। লেখকের আনন্দ—দেরিতে। বক্তার আনন্দ—ত্বরিতে। ইহাতেও কি কেহ বক্তা হইবার লোভ ত্যাগ করিয়া করিতে পারে? গবরমেণ্ট গাঁজা-সিদ্ধির আনন্দের উপর লাইসেন বসাইলেন; কিন্তু এমন ত্বরিতা-নন্দের উপর লাইসেন্ না বসান কেন? পঞ্চানন্দ তাই বিষম চিন্তাকুল।

ঈশ্বর নাই

'ঈশ্বরো নাস্তি!' আজ কাল 'ভোটের' রাজত্ব। ভোট লইয়া সভা হয়, ভোট লইয়া বিচার হয়, ভোট লইয়া পার্লামেণ্ট চলে, ভোট লইয়া আইন পাস হয়, ভোট লইয়া রাজ্য শাসন হয়। এই ভোটের রাজত্বে "ঈশ্বর আছেন কি না"—প্রমাণ করা বড়ই সহজ। সভা কর, ভোট লও—ঈশ্বর আছেন কি না! পাঁচ জন বলিলেন—ঈশ্বর আছেন, ছয় জন বলিলেন—ঈশ্বর নাই। সহজেই সপ্রমাণ হইল—ঈশ্বর নাই!

* * *

সাহিত্যসেবী কে?

ভাবনার কথা বটে! পঞ্চানন্দ ভাবিয়া পান না—বাঙ্গালায় সাহিত্যসেবী কে? সকলেই তো সাহিত্যের সেবা করিতেছেন,—ইস্তক বটতলার ফিরিওয়ালা হইতে নাগাইত থ্যাকার কোম্পানী, ইস্তক মোক্তারের মুহুরী নাগাইত ব্যাস-বাল্মীকি—সাহিত্যসেবী নন কে? বাবু যদি বাঙ্গালা ভাষায় চিঠি-পত্র লেখেন, তিনিও সাহিত্য-সেবী; সংবাদ-পত্রে যিনি পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লেখেন, যিনি থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল আঁটেন, যিনি কেতাবের ঝাঁকা মাথায় করিয়া শিয়ালদহের রেলে পৌছিয়া দেন, যিনি স্বীয় চরণপঙ্কজে দলিত করিয়া কেতাবগুলিকে

বাঁধাইয়া প্রকাশের দোকানে হাজির করেন,—তিনিও কি সাহিত্য-সেবী নন ? যিনি বাড়ী বাড়ী সংবাদপত্র বিলি করেন অর্থাৎ পিওন, যিনি অপরের নামের সংবাদপত্রখানির মোড়ক খুলিয়া গোপনে পাঠ করেন অর্থাৎ ডাকঘরের কেরাণী বাবু, যিনি প্রতিদিন নিয়মিত থিয়েটারে যাইয়া নিশিযাপন করেন অর্থাৎ দর্শক,—ইঁহারা কি মা-সাহিত্যের সেবা করেন না ? যাঁহাদের কোন-না-কোন লেখা ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে ; অথবা যাঁহারা কিছু-না-কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারেন নাই ; অথবা যাঁহারা লিখিবার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আজিও লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই ; তাঁহারা কি সাহিত্যসেবী নহেন ? কি জানি—কে সাহিত্য-সেবী ! এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার একটা মীমাংসা করিলেন না—এ বড় দুঃখের কথা। যে কেহ এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে নবরত্নের সার রত্ন উপহার দেওয়া হইবে।

* * *

পূজার বাজার।

বড় লোকের বাড়ী দ্বারে নহবত বসেছে, সাহেবদের নিমন্ত্রণ জন্য কার্ড ছাপা হচ্চে, রংবেরঙের তেলের বিজ্ঞাপনে সহর ছেয়ে ফেলেছে, সংবাদপত্রের উপহার বিতরণ আরম্ভ হয়েছে,—সুতরাং পূজা এসেছে। সন্দেহ হয়, জোড়াসাঁকো যান, চিৎপুরে দেখুন,

বড়বাজারে ঘুরুন, বৌবাজারে বেড়ান,—ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন। সন্দেহ থাকে—গৃহিণীর নিকট গিয়া জিনিসের ফর্দ্দ চান। তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীকে জানিয়া পাঠান—কত গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে। গোল চুকিয়া যাইবে। পূজার বাজার, অনেক খরচ, হিসাবের একটা বরাদ্দ থাকা ভাল। তাই পঞ্চানন্দ ব্যবস্থা দিতেছেন—যিনি এক শত টাকা মাহিনা পান, তিনি দুই শত বা চারি শত বা তদধিক টাকা খরচ করিতে পারেন। অভাব হয়—উত্তমর্ণ আছেন। ফ্যাসান বজায় রাখিতে যিনি না পারিবেন, তাঁহার জন্য পঞ্চানন্দ গলায় দড়ি বা অহিফেন সেবন ব্যবস্থা দিলেন। পঞ্চানন্দের কথা শুনিয়া এ বৎসর পূজায় নিশ্চয় পাঁচটি আত্মহত্যা হইবে। গণনা নির্ভূল।

* * *

হিসাব ভুল।

বঙ্গবাসী দেওয়ালে বাহু ঠুকিয়া বলিলেন,—"কবে মরিব, কেবল এইটিই বলিতে পারি না, নহিলে আমি জানি না কি? আমার গণনা অকাট্য। এক তিলও এদিক ওদিক হইবার যো নাই। এই কলিকাতা সহরে সাড়ে বাহাত্তর হাজার বাস্তুঘুঘু, ৯৯৯টি ল্যাজকাটা বেঁড়ে, ৫১টি ছুঁচো, তিনটি ছিনে-জোঁক, একটি মাত্র দু'কান কাটা আছে। আমার এই গণনায় যদি কেহ ভুল দেখাইতে পারেন, তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

দিতে প্রস্তুত আছি।" পঞ্চানন্দ হিসাবটা নির্ভুল করিয়া দিবার জন্য কয় দিন ধরিয়া কলিকাতার গলিতে গলিতে ঘুরিয়া হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। দেখুন,—সহরে গর্দ্দভ নাই, এমনটা কি হইতে পারে? গর্দ্দভ আছে—নানা জাতীয়; সংখ্যা ২০ হাজার। ছেলেরা তাহার দুধ খাইয়া মস্তিষ্ক মোটা করিতেছে, রজক তাহার পিঠে মোট রাখিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে। মিথ্যা কি? আরও দেখুন,—নেমোখারাম আছেন—দশ জন; অকাল-কুষ্মাণ্ড আছেন—১৭ হাজার; ছুঁচোর সংখ্যা ৫১টি নয়, ৬৩টী; চর্ম্মচটিকা আছেন—১৫টি। চিড়িয়াখানা আর.কি? দু'কান কাটা—একটি নয়, তিনটি। যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, সস্ত্রীক সশরীরে উপস্থিত হউন। ঠিকানা—চুলো।

* * *

দানতত্ত্ব।

ভক্তগণ জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু, দানতত্ত্ব বিষয়ে একটু উপদেশ দিয়া আমাদের পিপাসিত প্রাণকে শান্ত করুন।"

পঞ্চানন্দ অতীব গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বৎসগণ, দেশের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এ বিষয়টী জানিয়া রাখা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা জান, পরোপকার মহাধর্ম। কিন্তু সর্ব্বত্র এ নীতির অনুসরণ করা সঙ্গত নহে। দান করিবার সময় মনে করিবে—বসুধৈব

কুটুম্বকম্ ; কি না, পৃথিবীর সমস্ত লোকই যেন তোমার আপনার জন, পর কেহ নাই। সুতরাং দ্বারে ভিখারী আসিলে, তাহাকে সানুনয়ে কহিবে,—'হে ভিখারী, তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু কি করিব? তুমি আমার আপনার লোক! আমি বসুধৈব কুটুম্বকম্ নীতি অবলম্বন করিয়াছি! সুতরাং তোমার উপকার করিলে তো আর পরোপকার করা হইল না। প্রকারান্তরে নিজেরই উপকার করা হইল। এমন পাতক আমি কখনও করিতে পারিব না। হে ভিখারী বন্ধো, তুমি সত্বর আমার দ্বার হইতে প্রস্থান কর।' বৎসগণ, এই বলিয়া ভিখারীকে বিদায় দিবে।"

পঞ্চানন্দের এই কথা শুনিয়া, ভক্তগণ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"প্রভু, এমন অপূর্ব্ব উপদেশ তো কখনও শুনি নাই। আপনি সত্যই ভূভার হরণ জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

* * *

সমালোচনা-তত্ত্ব।

প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু, আমাকে সংবাদপত্রে পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে হয়। সুখ্যাতি না করিলে গ্রন্থকারগণ খড়্গহস্ত হন। সুতরাং আমার উদ্ধারের উপায় কি প্রভু?"

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—“বৎসগণ, জানিয়া রাখ, কেমন ভাবে পুস্তকের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে হয়। মনে কর, পুস্তকখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাহার নাম—শ্রীমতী বিরহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পুস্তকের সমালোচনায় তোমাকে এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে লিখিবে—পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কোন্ জাতীয়;—স্ত্রী, কি পুরুষ? তাঁহার বাড়ী কোথায়, বয়স কত, তাঁহার সন্তান সন্ততি কয়টা, তিনি দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিৎ, তাঁহার নাসিকাটী সদাই ঊর্দ্ধমুখ থাকে কি না! লেখিকা রূপবতী হইলে, তাঁহার রূপের বর্ণনাও কিছু করিবে। তাহা হইলেই গ্রন্থের সমালোচনা করা হইল। যাঁহার পুস্তক, তিনি নিশ্চয়ই ইহাতে খুসী হইবেন। কেমন, বুঝিলে বৎসগণ?”

বৎসগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন,—“প্রভু, আপনার প্রসাদে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়া গেল। এখন আজ আমরা গৃহে গিয়া আনন্দ-উৎসব করিগে।”

* * *

নূতন নাটক।

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—“বৎসগণ, সবুর কর, আরও গোটাকতক কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিই। তোমরা যে আনন্দ-উৎসব করিবে, তাহাতে কোনও ভাল নাটকের অভিনয় করিবে না?”

রামদাস।—“প্রভু, আপনি তো সবই জানেন! দেশে আর

ভাল নাটক কোথায়? বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র,' 'বিবিধ প্রবন্ধ' পর্য্যন্ত নাটক হইয়া গিয়াছে। এখন আর নাটক করিবার বই কোথয় প্রভু?"

পঞ্চানন্দ।—"বৎস রামদাস, একটু দীর্ঘজীবী হও। ভাল কথাটা আজ আজ আমায় স্মরণ করাইয়া দিলে। বাঙ্গালায় এখনও বহু পুস্তক আছে, যাহা হইতে এক্ষণে ভাল নাটক হইতে পারে।"

রামদাস।—"এমন কি পুস্তক প্রভু?"

পঞ্চানন্দ।—"বৎস, ধারাপাত দেখিয়াছ তো? অঙ্কশাস্ত্র হইলেও উহাকে নাটক করা অতীব সহজ। আর 'মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ' দেখ নাই বোধ হয়? আহা, তাহা হইতেও কেমন সুন্দর নাটক হইতে পারে। অভাবে 'বোধোদয়' পুস্তকখানিকেও সুন্দর নাটকে পরিণত করিতে পারো।"

রামদাস।—"প্রভু, বড় বিস্ময় বাড়িতেছে। এ সকল নাটক হইবে কিরূপে?"

পঞ্চানন্দ।—"নাটকে কি কি প্রয়োজন জান? প্রথম বিবেচনা কর—'নাটক' শব্দের অর্থ কি? না+টক=নাটক। অর্থাৎ, যাহা 'টক' নহে। তবে কি? তিক্ত হইলে হানি নাই। কিঞ্চিৎ কষায় হয়—সেও ভাল। তবে মধু একেবারেই বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, মধু অম্ল-পরিবর্দ্ধক; অম্লগ্রস্ত

বহু বাঙ্গালী। অতএব, টক বা মিষ্ট ভিন্ন অন্য যে কোনও রসের অর্থাৎ কটু কষায় তিক্ত প্রভৃতি রসের পরিপাকে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই এখনকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাটক। নাট্যাঙ্গ বুঝিতে হইলে, ইহাই প্রথম বুঝা আবশ্যক।"

রামদাস।—"নাট্যাঙ্গে আর কি কি প্রয়োজন প্রভু?"

পঞ্চানন্দ।—"আর প্রয়োজন—ছন্দ। জ্ঞানোদয়ে ছন্দ কি সুন্দর সহজ হয়, নমুনা দেখ ;—

"আমরা
ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু
দেখিতে পাই, সে সকল-
কে পদার্থ কহে। পদার্থ
তিন——
——প্রকার। —চেতন অ-
চেতন ও উদ্ভিদ।"

কেমন বৎসগণ, এইরূপ করিয়া সাজাইলে, সুন্দর ছন্দ হইতে পারে না কি?"

রামদাস।—"প্রভু, অদ্যই এ তত্ত্বকথা আমি থিয়েটারের ম্যানেজারকে শিখাইয়া দিব। অহো, এমন সুগম পন্থা থাকিতে —হে নটবরগণ, তোমরা ভাবিত হও কেন?"

* * *

সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট কি ?

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—"বৎসগণ, আজ আর অধিক নয়। অনেক রাত্রি হইয়াছে। যাহা হউক, আর একটি কথা আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। বল দেখি—এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টপদার্থ কি ?"

কেহ কহিলেন,—"এই মাঘ মাসের শীতে গব্যঘৃত-সংযুক্ত ভুণিখিচুড়ী ও তাহার সহিত খানকতক পটোলভাজা বড় মিষ্ট পদার্থ।"

কেহ কহিলেন,—"প্রভাতে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া পিষ্টকচর্ব্বণই অধিক মিষ্ট।"

কেহ কহিলেন,—"মজার মুখে 'সার্জ্জনের' গুঁতাই অধিক মিষ্ট।"

কেহ কহিলেন,—"প্রভু, বহুদিন উপবাসের পর কিঞ্চিৎ সিদ্ধ আতপ-তণ্ডুল ও পক্করম্ভা ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধই অধিক মিষ্ট।"

কেহ কহিলেন,—"প্রভু, বিরহ অন্তে কলহই অধিক মিষ্ট।"

ভক্ত রামদাস কহিলেন,—"প্রভু, পরনিন্দাই আমার নিকট অধিক মিষ্ট।"

পঞ্চানন্দ।—"এ কথা খুবই সত্য। তবে বৎস, বিষয়টি বড়ই কঠিন। সংক্ষেপে একটু বলি—শোন। পরনিন্দা ত্রিবিধ ;

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাহার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রশংসাবাদ ছাপাইয়া যে নিন্দা, তাহাই তামসিক নিন্দা। পরিচিত আত্মীয় সম্বন্ধে যে নিন্দা, তাহাই রাজসিক নিন্দা। রাজসিক নিন্দা আবার দ্বিবিধ; (১) সাকুবি, (২) ব্যাকুবি। আসাক্ষাতে নিন্দা সাকুবি, আর সাক্ষাতে নিন্দা ব্যাকুবি। সাত্ত্বিকী নিন্দা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখপ্রদ স্নিগ্ধ ও মুখরোচক। সাত্ত্বিকী নিন্দা—প্রতিপালক পরম হিতৈষীর পক্ষে প্রযোজ্য। যিনি প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, মুখের গ্রাস দিয়া পালন করেন, সময় অসময়ে স্থানে অস্থানে শয়নে স্বপনে, সুযোগে অযোগে তাঁহার নিন্দা-ঘোষণাই পরম সাত্ত্বিকী নিন্দা। তাহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই পরম মঙ্গল লাভ ঘটে। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব বড় কঠিন। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট কি, তাহা বুঝিতে হইলে আরও একটু গবেষণা আবশ্যক।"

রামদাস।—"প্রভু, যদি অনুগ্রহ করে এতটাই চক্ষুদান দিলেন, তবে সে তত্ত্বটুকুও প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

পঞ্চানন্দ কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—"বৎসগণ! আত্মপ্রশংসা কাহাকে বলে, জান? দশ জনের সমক্ষে নিজেই একবার দিব্যচক্ষে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার নিকট কি সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়! নিজের গুণগান করা—কেমন মিষ্ট ও মুখরোচক বল দেখি? আর যখন পরের মুখে

আপনার গুণকাহিনী কীর্ত্তন হয়, তখন তাহা শ্রবণ করা অপেক্ষা মিষ্ট আর কি আছে বৎস! সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট যে আত্মপ্রশংসা—বিশেষ পরের মুখে—তাহা কি জান না বৎসগণ?"

"অহো, কি তত্ত্বকথা! প্রভু আজ আমরা দিব্যচক্ষু লাভ করিলাম।" এই বলিয়া বৎসগণ প্রভুর পদধুলি লইলেন। পঞ্চানন্দ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।

পঞ্চানন্দ বাহিরের অন্ধকার ও কুয়াসাচ্ছন্ন প্রকৃতির পানে তাকাইয়া আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—"বঙ্গের দুঃখনিশি প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিতেছি।"

* * *

রকমভারী।

প্রভু। (চটিয়া)—"দেখ নফ্‌রা, তুই পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দা করে বেড়াস্‌ কেন বল দেখি?"

ভৃত্য।—"আজ্ঞে, আপনি প্রভু। আপনারই খাই-দাই—সবই আপনার। তবে কেবল নিন্দাটা কি করবো অপরের!

* * *

"বলি, হাঁ হে ভট্‌চাজ্‌, তুমি বামুনের ছেলে; এই গঙ্গাজল-তাঁমা-তুলসী ছুঁয়ে, কি ক'রে এমন কথাটা ব'লে এলে বল' দেখি?"

"মহাশয়, বলেন কি? বামুনের ছেলে, গঙ্গাজল ছোঁব না, তাঁমা-তুলসী ছোঁব না, তবে কি নর্দ্দমার জলটা ছুঁয়ে বল্‌তে যাবো!"

* * *

অথ 'মান'-পরিমাণ।

——:*:——

বাঙ্‌লা দেশের সাহিত্যের শূন্য সিংহাসন।
বিসংবাদ গণ্ডগোল—কেবা যোগ্যজন॥
সঙ্‌চন্দ্র বিচারক—তুলাদণ্ডধর।
'গেরোন্থকারের' দল, বেগে অগ্রসর॥

সঙ্‌ কর্‌বেন সুবিচার, কেবা যোগ্য গ্রন্থকার,
তাই জুটেছেন 'অথরের' পাল।
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ, পরস্পর প্রতিপক্ষ,
চৌদিকে উঠেছে রব—"সামাল্‌ সামাল।"

* * *

কাব্য উপন্যাস কিবা সাহিত্য বিজ্ঞান।
সকলেই হ'তে চান স্ব স্ব প্রধান॥
উপন্যাসে বঙ্কিমের সবাই সমান।
হেমচন্দ্র মাইকেল গড়াগড়ি যান॥
সবারে সবাই করে—'ডোন্‌টো কেয়ার'।
নিজে নিজে মূর্ত্তিমান জাম্বু-অবতার॥

সঙের বিচারে তাই হইবে নির্দ্বন্দ্ব।
ব্যক্ত হবে নিজমুখে নিজ-গুণ-ছন্দ॥
কবি ভ্যাবারাম কহে, শুনে পুণ্যবান।
যে না শোনে, হবে তার নরক-বিধান॥

* * *

'অথর' নং ১।

প্রথম 'অথর' কহে—

"আমিই আমিই বঙ্গে আমিই প্রধান।
কেতাব লিখেছি আমি পর্ব্বত-প্রমাণ॥
মুটের মাথায় দেখ প্রমাণ তাহার।
নিজ-মুখে কিবা গুণ প্রকাশিব আর॥
পদ্য গদ্য উপন্যাস সর্ব্ববিধ বই।
আমার মতন আর কই কই কই!॥
ওজোন দরেতে আমি বাজারে বিকাই।
আমার তুলনা আমি—অন্য কেউ নাই॥"

* * *

'অথর' নং ২।

দ্বিতীয় 'অথর' ক্রোধে ফুলাইয়া গুম্ফ।
'ডিফিট' করিল সবে দিয়ে এক লম্ফ॥

বলে—

"আমি—লিখেছি কাব্য,
করেছি ভাব্য,
বুঝিবে নব্য।

আমি—লিখেছি গল্প,
নহেক স্বল্প,
বুঝিবে অল্প।

আমার—কুহু-তান,
উহু ভান,
ভারি মান!

আমার—কুঞ্চিত কেশ,
মঞ্জিত বেশ,
আমি—মিহি-বুলি বলি-রে!

আমি—যোত্রবান্,
ধনী-সন্তান,
টাকায় কিনা হয় রে!
টাকায়—টাকা আসে,
মরা হাসে,
বাঘের দুধ মেলে রে।

আমায়—বুঝেছে যে,

মজেছে সে,

আমার সমান কে আছে রে!"

* * *

'অথর' নং ৩।

"তুমি না আমি, তুমি না আমি!"

বলে অন্যজন।

"নয়কো নকল, নইকো চেলা,

নিজেই মূর্ত্তিমান॥

চোরের বাগানে রই, নইকো কিন্তু চোর,

'অরিজিনাল' সার।

আছে চেহারা-চটক, কিসে বা আটক,

আমি গুণাধার!॥"

* * *

'অথর' নং ৪।

গ্রন্থকার-চূড়ামণি ক্রোধে কম্পমান্।

বিকট হুঙ্কারি কহে,—"কি! মোর সমান!

বাঙ্গালা ভাষার বিশ্বেটা মোর, পেরেছ কি জান্তে;

আবোল-তাবোল কত বকি, একখোলা ধান ভান্তে।

অত্রিমনু নখের কোনায় যাজ্ঞবল্ক্যে ধনুর্দ্ধর।

আমার মতন হয়নি আর, শ্রীরঘুনন্দনের পর॥"

'অথর' নং ৫ ও ৬।

চতুর্থ পঞ্চম দুই নভেলী 'অথর'।
সমস্বরে নিজ-গুণ বাখানে বিস্তর॥
"নভেল লিখেছি দোঁহে 'লভের' তুফান।
নরনারী নিরন্তর হাবুডুবু খান॥
বারনারী মানে হারি সে প্রেম-বাখানে।
ষকার-বকার তেঁহ কেহ নাহি জানে॥
কিবা অপরূপ আহা! বর্ণনা তাহার।
'চাঁদ নিংড়ে', 'সূয্যি ছেঁকে,' ভাষা গড়ি সার॥
জলধরে 'পটল' সংযোগ কোথা করি!
কিবা ভাষা অপরূপ! আমরি—আমরি!॥"
এই না বলে, প্রেমিক 'অথর' প্রেমে গড়াগড়ি।
সঙের আসরে ওঠে—"বল হরি হরি॥"

* * *

'অথর' নং ৭।

"জিঁতিল জিঁতিল" রব উঠিল চৌদিকে।
'অথর'দলের মুখ হয়ে গেল ফিকে॥
নবীন 'অথর' এক অতিব্যস্ত হয়ে।
সম্মুখে দাঁড়ায় গিয়ে 'সার্টিফিকেট্' লয়ে॥

বলে—"দেখুন, দেখুন একবার,
আমার বাণ্ডিল প্রশংসার!
অক্ষয়, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ,
আমার তেলেতে কুপোকাত!
বোস্‌জা তুলেছে মোকে ঠেলে,
দেখো—মেকি চলে কি না চলে!"

* * *

হেনকালে কালো মেঘ উদিল আকাশে।
দলে দলে 'অথর' জুটিল সভ্‌-পাশে॥
কেহ বলে,—"কত লম্ফে সপ্ত-পারাবার।
বিদ্যের জাহাজ নিয়ে, হইয়াছি পার॥
'কোটেসানে' 'সাহিত্যকে' ছেয়ে দিতে পারি।
আমার তুলনা আমি নিজে বলিহারি॥"
কেহ কহে—"পদ্য লিখি চোদ্দ কথা গুণে।
'দেখ কে দাঁড়াতে পারে—পরীক্ষা-আগুনে॥'

* * *

বগল বাজায়ে বলে জোড়াল জনেক,
"আমার বিদ্যের কাছে দাঁড়াতে ক্ষণেক,
মূরখ পণ্ডিত জীব পায় সবে লাজ,
(আমি) সাগরের উপশাখা—বিদ্যের জাহাজ॥

সাহিত্যের সিংহাসন—আমারি দখল।
বিদ্যেয় কি আসে-যায়—মাতামহ-বল॥”

* * *

কুমারী, কুলের ধ্বজা, এমন সময়।
ঘাড় বেঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, মুচ্‌কি হেসে কয়॥
(পুরুষের দল ভ্যাবাচ্যাকা, অবাক হয়ে রয়॥)
“কিসের তোদের জারিজুরি, কিসের অহঙ্কার।
উপন্যাসে, কাব্য-রসে, আমিই সবার সার॥
দেশের রাণী বিক্‌টোরিয়া, ভাষার রাণী আমি।
(লেখায় না হোক)
দেখে আমায়, কে না মজে, জানে অন্তর্য্যামী॥

* * *

সঙের আসরে হয় সঙের বিচার।
উচুনীচু-ভেদাভেদ—গণ্ডগোল সার॥
কেবা বড়, কেবা ছোট—মনেতে দেখুন।
সঙের বিচার সঙ্‌, নিজে হেসে খুন॥

অথ মান-পরিমাণ।

চুট্‌কী-চটক।

—— * ——

কোন বিনয়ী সম্পাদক স্বীয় সংবাদ-স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—"স্থানাভাব-বশতঃ জন্ম-মৃত্যু এ সপ্তাহে বন্ধ রহিল।"

* * *

বন্ধু কহিল,—"ভাই হরি, তোমার স্ত্রী নাকি বড় লক্ষ্মী।"

হরি।—"হাঁ ভাই, লক্ষ্মী বটে! কেবল পরিচ্ছদে।"

* * *

রোগীর বন্ধু বলিলেন,—"তোমার দেখ্‌ছি ডাক্তারের উপর অগাধ বিশ্বাস।"

রোগী।—"ওহে ডাক্তার এত বোকা নয় যে, আমার মত একজন পয়সাওয়ালা রোগীকে সহজে মরিতে দেবে।"

* * *

মা (শিশু কন্যার প্রতি)।—"ও সুশীলে, আর ঘুমুস্‌নে-নে, এখন ওসুদ খাবার সময় হ'য়েছে।"

সুশীলা।—আমি যে ঘুমিয়ে পড়েচি মা, ঘুমুলে ডাক্তার ওষুদ খেতে মানা করেছে।

* * *

বাবু।—ওহে পরামাণিক, তোমার ক্ষুর এমন ভোঁতা কেন? বড় জ্বালা করে যে!

পরামাণিক।—তা করুক মশায়, তাতে এসে যাবে না। ধারাল' ক্ষুর হ'লে এখুনই রক্তারক্তি হ'ত!

* * *

পথিক (জনৈক ভিক্ষুকের প্রতি)।—কি হে, তুমি আবার ভিক্ষে ব্যবসা আরম্ভ করলে কবে?

ভিক্ষুক।—আজ্ঞে, ভিক্ষে আমার ব্যবসা নয়। এ সহরে এক জন ভিক্ষুকের দৈনিক আয় কত হতে পারে, তারই পরীক্ষা করচি।

* * *

"সম্পাদক মহাশয়! এই যে কবিতাটি দিলাম, ইহাতে আমার হৃদয়ের অতি নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত আছে।"

"তা বেশ! আপনি আমায় অবিশ্বাস করবেন না; আমার দ্বারা ইহা কিছুতেই প্রকাশ হ'বে না।"

* * *

শ্যাম (বন্ধুর প্রতি)।—"কি হে রাম! তোমার চুলগুলি সব সাদা হইল, অথচ দাড়ি তো বেশ কাল আছে?"

রাম।—"কি জান ভায়া! দাড়িগুলি অপেক্ষা চুল যে কুড়ি বছর বয়সে বড়।"

* * *

শ্বশুর।—(জামাতার প্রতি) "বাপু হে, আজীবন আমার কন্যার ভার বহন করিতে পারিবে তো ?"

জামাতা।—(নম্রভাবে), "আজ্ঞে, আমি যে দেশবিখ্যাত পালোয়ান।"

* * *

ভৃত্য।—"বাবু বৈঠকখানায় একটী লোক আসিয়াছে। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।"

বাবু।—"তাহাকে একখানা চেয়ার দেওগে। আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য।—"আজ্ঞে, তিনি বৈঠকখানার সকল জিনিষই নিতে চান। তিনি ছোট-আদালতের বিল-সরকার।"

* * *

শ্যাম।—"কি হে ভাই, আজ এত লুচি-কচুরির ধুমধাম কেন ?"

রাম।—"কেন আজ যে একাদশীর উপবাস! তুমি দেখ্‌ছি দু'পাত ইংরেজী পড়ে সাবেকী তিথি-নক্ষত্রটাও সব ভু'লে গিয়েছ। একাদশী কথাটার অর্থ কি জান! একাদশী অর্থাৎ দশের খাদ্য আজ একার ভোজ্য!"

* * *

উপেন বাবু যোগেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে যোগেশ! তোমার স্ত্রী যে পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে এসেছে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে কেন কলহ শুন্‌তে পাই।"

যোগেশ বাবু।—"পাছে চোর ডাকাত আসে, তাই রাত্রিদিন সজাগ থাকে।"

* * *

বিলাতে একাধিক বিবাহ করিলে, আইনানুসারে দণ্ড হয়। একদা এক ব্যক্তি ক্রমে পাঁচটী দার-পরিগ্রহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নীত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট (আসামীর প্রতি)।—"তুমি এরূপ অবৈধ কাজ কেন করিলে?"

আসামী।—"দোহাই হুজুর, একটী ভাল স্ত্রী খুঁজিতে চেষ্টা করিয়া আমি এ কাজ করিয়াছি। আমার অন্য মৎলব কিছুই নাই।"

* * *

হরিদাসী বৈষ্ণবীর নিকট এক হিন্দু কনেষ্টবোল রসিকতা জাহির করিবার জন্য কহিল,—"বাছা, বড় শ্রান্ত হ'য়েছি, একটু তামাক দিতে পার?"

হরিদাসী কলিকাটিতে তামাক সাজিয়া হুকাটী পুলিশ মহাশয়ের হাতে দিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। কনষ্টেবল ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসিল,—"বাছা! তোমরা কি লোক?"

হরিদাসী।—"আজ্ঞে, মেয়ে লোক!"

কনেষ্টবল।—“ওগো তা জিজ্ঞাসা কচ্চিনে। বলি, তোমরা কি বর্ণ?”

হরিদাসী।—(একটু সলজ্জভাবে) “আজ্ঞে, গৌরবর্ণ।”

কনেষ্টবল।—“ওগো, তুমি আমাকে বুঝ্‌তে পাচ্চো না। বলি, তুমি কি জাতি?”

হরিদাসী।—“আজ্ঞে, আমরা মেয়ে-মানুষের জাতি!”

কনেষ্টবল নিতান্ত বিরক্ত হইল। ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসিল,—“বলি, তোদের জল-চল আছে তো?”

হরিদাসী আরও বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—“আজ্ঞে জল চল, কি অচল, আমি মেয়েমানুষ, কি ক’রে জান্‌ব? আপনার হুকায় তো দেখ্‌ছি দিব্বি চল্‌ছে।”

* * *

যদু।—কি হে হরি, থিয়েটারের এক্টর হয়েছ দেখ্‌চি। মাইনে-টাইনে কি বন্দোবস্ত হ’লো?

হরি।—সেদিকে অষ্টরম্ভা। কিন্তু হনুমানের অংশ অভিনয় কর্‌বার সময় কাঁদিকে কাঁদি পার করে দিই!

সম্পাদকের পাঠশালা।

মঙ্গলাচরণ।

পূজার ছুটির পর অপূর্ব্ব বাহার।
সম্পাদকের পাঠ্‌শালা পুনঃ গুল্‌জার॥
সঙ্‌ করে গুরুগিরি, শিক্ষা সঙাচার।
সঙ্‌-পাশে শিক্ষাপ্রার্থী কতই এডিটার॥
হবচন্দ্র গবচন্দ্র বোক্‌চন্দ্র যত।
রামা শ্যামা হরে মেধো জুটিয়াছে কত॥
থেঁউড়-গানের পাশা, পড়েছে যেমন।
শিক্ষা-লাভে সমুৎসুক সবাই তেমন॥
সঙ্‌চন্দ্র বেত্র-হস্তে করে গুরুগিরি।
'এডিটার' যতেক, বগলে পাত-তাড়ি॥

দৃশ্য অপরূপ কিবা, আ-মরি আ-মরি।
সঙের আসরে সবে—বল হরি হরি॥

* * *

অথ শিক্ষা-পরিচয়।

সঙ্ বলে—"বল বল 'এডিটার-পাল।
কিবা শিক্ষা শিখিয়াছ এতাবত কাল॥"
উত্তরে কেহ বা কহে,—"শিখেছি ভাঁড়ামি।"
কেহ বলে—"শিখিয়াছি গালাগালি আমি॥"
কেহ কয়,—"সত্য মিথ্যা সবে সম-জ্ঞান।"
কেহ করে অহঙ্কারে পাণ্ডিত্য-বাখান॥

* * *

অথ সন্তোষে নবশিক্ষা-দান।

উত্তরে সন্তুষ্ট মন, কহে সঙ্ সুবচন,
"ভাল শিক্ষা শিখিলে বাছনি।
শিখিয়াছ সবে যাহা, কাজ চলিবারে তাহা,
উপযুক্ত—মনে অনুমানি॥

তথাপি সানন্দ-চিতে, নব-পাঠ শিক্ষা দিতে,
করিয়াছি একান্ত বাসনা।
ক-কারাদি ক্রমে এবে, কণ্ঠস্থ করহ সবে,
এ পাঠের নাহিক তুলনা।
ক-কারাদি শিক্ষা-সার, চতুর্ব্বর্গ-মূলাধার,
সম্পাদকের এই শিক্ষা সার॥
তোমাদের শিক্ষা-তরে, সমুদ্র-মন্থন ক'রে,
করিয়াছি লুপ্ত রত্নোদ্ধার॥
এক প্রাণে এক মনে, দৃঢ়তা-স্থিরতা-সনে,
এই পাঠ করহ অভ্যাস।
ঘুচিবে দুর্দ্দশা-দৈন্য, হইবে দশের গণ্য,
সুযশ-সুনাম সুপ্রকাশ।"

* * *

অথ শিক্ষা-প্রণালী।

'ক'য়েতে কুবাক্য-কথা নিয়ত কহিবে।
'খ'য়ে খোসামোদে পুনঃ ত্রুটি না করিবে॥
'গ'য়ে গালাগালি দিবে লঘু-গুরু সবে।
'ঘ'য়ে ঘুষ দিলে কেহ, বাড়াইবে তবে॥

সম্পাদকের পাঠশালা।

'ঙ'কারে সাজিবে 'সঙ্', মেখে চূণ-কালি।
'চ'য়ে চুরি করিবে, পরের লেখা খালি॥
'ছ'য়ে ছুঁচ হয়ে পরগৃহে করিবে প্রবেশ।
'জ'য়ে জ্বালাইয়া তারে করিবেক শেষ॥
'ঝ'য়ে ঝাঁটা খাইবেক অন্দরে বাহিরে।
'ঞ'য়ে 'মিঞা মিঞা' ব'লো, পড়িলে বিঘোরে॥
'ট'য়ে টটাটটী শিখে হবে 'এডিটার'।
'ঠ'কারে ঠেকারে পৃথ্বী, ক'রে তোলপাড়॥
'ণ'য়ে ণত্ব জ্ঞান বিনা ব্যাকরণবিৎ।
'ত'য়ে তর্কে করিবেক, হিতে বিপরীত॥
'থ'য়ে থরথর হবে, শুনে 'সিডিসন্'।
'দ'য়ে দন্ত বিকাশিবে হইলে দমন॥
'ধ'য়ে ধর্ম্ম-প্রচারক নিজে ধর্ম্মহীন।
'ন'য়ে নরাধম, নিত্য কদাচার লীন॥
'প'য়ে প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন-বল।
'ফ'কারে ফণির বিষ ক্ষরে অবিরল॥
'ব'কারে বেজায় বকা, কাজে শূন্য তায়।
'ভ'য়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাবে কাজের সময়॥

'ম'কারে কলুষ মন, রাখিবে সদাই।
'য'য়ে যষ্টি দেখিলেই, স্থির সব ঠাঁই॥
'র'য়ে রঙ্ করিবেক গুরুজন-সনে।
'ল'য়ে লজ্জা পরিত্যাগ করো সর্ব্বক্ষণে॥
'ব'য়ে বাক্য সুমধুর অন্তরে গরল।
'শ'য়ে শাস্তি পাইলে সাজিবে সরল॥
'ষ'য়ে ষণ্ড পরিচয়, দিবে যত্ন-জ্ঞানে॥
'স'ভা মাঝে হেয়, দড়—গৃহিণী-তাড়নে॥
'শ' 'ষ' 'স' 'হ' 'ক্ষ', শিক্ষায় খতম।
পড় বাবা আত্মারাম্, বক্‌বকম্ কম্॥

* * *

অথ পালা-সমাপন।

দৈব-বাণী সম নীতি জগতে প্রচার।
নব শিক্ষা লভিল, কতেক 'এডিটার'॥
সঙ্ বলে—সার্থক আমার গুরুগিরি।
পালা সাঙ্গ হলো, সবে বল হরি হরি॥

বংশীবাবুর বন্ধুত্ব।

—— * ——

বংশীবাবু বি-এ.পাস। বয়স বত্রিশ বৎসর। রসময় বাবুও সুশিক্ষিত। বংশীবাবুর চোখে সোণার চসমা, পকেটে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, মাথায় টেড়ী, বদনে বিড়ি। এ হেন বংশীবাবু, রসময় বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। পরস্পর দর্শন মাত্রেই উভয়েরই বদনমণ্ডলে দশনপংক্তি-বিকাশে আহ্লাদের বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল। বংশীধর বাবু, রসময় বাবুর হাত ধরিয়া ঘনঘন মর্দ্দন আরম্ভ করিলেন এবং মুখে ফোয়ারা ছুটিল —"গুড্‌মর্ণিং! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!"

রসময় বাবুও সেই কঠিন হস্তমর্দ্দনের বেগ সামলাইতে সামলাইতে কহিলেন,—"গুড্ ইভিনিং—গুড্ ইভিনিং—হাডু ডুডু! সুসন্ধ্যা—সুসন্ধ্যা—হাডু-ডুডু!"

এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। উভয়ে উপবেশনান্তর নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল,—"কেমন আছেন? দেশের কি দুর্দ্দিন! বন্ধুত্ব নাই! সহানুভূতি নাই! স্বার্থত্যাগ নাই!"

বংশীবাবু।—"আমরা সবাই ভাই এবং বন্ধু। আপনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু, আমি আপনার অকৃত্রিম বন্ধু। সমস্ত জগৎবাসীই আমার ভাই। সকলের জন্যই আমার স্বার্থত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ—আজ আপনার ও আমার বন্ধুত্ব দেখিয়া লউক।"

রসময়।—"আপনার ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ জগতে এই প্রথম আবির্ভূত হইয়াছেন।"

বংশীবাবু।—"কিছু নয়, কিছু নয়!"

বারংবার এই বলিতে বলিতে বংশীধর হাতের ছড়ি-গাছটি ঘুরাইতে লাগিলেন। ছড়ি-গাছটি দেখিতে সুন্দর সরু সুগোল। ব্রজের বংশীধরের মোহন বাঁশরীর মতনই ছড়িগাটি বংশী বাবুর হাতে মানাইয়াছিল। রসময় কথায় কথায় ছড়ি-গাছটি হাতে লইয়া কহিলেন,—"বা চমৎকার ষ্টিক! ছড়িগাছটি আজ আমার কাছেই থাক। আমি এইরূপ একগাছি কিনেই ফেরত দেবো।"

বংশীবাবু।—"বেশ—বেশ! রাখবেন বৈ কি—রাখবেন বৈ কি? আমার জিনিষ, আপনার জিনিষ—একই! রাখুন, রাখুন, আমার মাথা খান—একবারেই রাখুন।"

রসময়।—"ধন্য আপনার উদারতা! ধন্য স্বার্থত্যাগ!"

বংশীবাবু।—"দেখ্‌বেন—সব বিষয়েই আমার এই রকম।

ত্যাগ—ত্যাগ—শুধুই ত্যাগ! বন্ধুর জন্য—দেশের জন্য আমি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।”

কিছুক্ষণ উভয়ে কথাবার্ত্তার পর বংশীবাবু হঠাৎ চেনসংলগ্ন ঘড়িটি পকেট হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—“আর না, এখন আসি। গুড্ নাইট।”

রসময়।—“আচ্ছা আসুন। সু-রাত্রি—সু-রাত্রি!”

বংশীবাবু কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। “হালো, ছড়ি-গাছটি ফেলে গিয়েছি। দেন তো রসময় বাবু!”

রসময়।—“এটি থাক, আজ আমার কাছে থাক।”

বংশীবাবু।—“না—না, থেকে আর কি হবে? দেন—দেন।”

রসময়।—“থাকুকই না আজ!”

বংশীবাবু।—“পথে বাঘ ঘোষ আছে। শুধু হাতে যবো?”

রসময়।—“তা থাক—ওটা থাক—আমি একটা লগুড় দিচ্ছি।

বংশীবাবু।—“নেন—নেন—আর রহস্য কর্‌বেন না—দেন!”

রসময়।—“এই যে আপনি ত্যাগস্বীকার করে একরাত্রের জন্য আমার কাছে রাখ্‌লেন। থাকুকই না আজ।”

বংশীবাবু।—“না না, তা হবে না। ত্যাগ-ফ্যাগ এখন হবে না। দেন—শীঘ্র দেন।”

রসময়।—“ব্যস্ত হচ্চেন কেন? না হয় কালই নেবেন! সামান্য ছড়িগাছটা—আজ থাক না কেন আমার কাছে! আমরা

সবাই ভাই বন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরে এইটুকু ত্যাগস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না ?”

বংশীবাবু।—“কিসের বন্ধুত্ব!—কিসের খাতির! শীঘ্র ছড়ি দেও। নয় তো এখনই খুনোখুনি হবে—পুলিশ ডাক্‌বো। পুলিশ—পুলিশ পুলিশ (চীৎকার)!”

রসময়।—“বলেন কি ? আমিও তবে পুলিশ ডাকি। ফুলিশ—ফুলিশ—ফুলিশ!”

বংশীধর।—“কি আমাকে গালাগালি! ইউ ড্যাম, ইউ শুয়ার, ইউ পাজী নচ্ছার।”

বলিতে বলিতে ছড়িগাছটি কাড়িয়া লইয়া বংশীধর রসময়কে দু’এক ঘা বসাইয়া দিলেন। ছড়িগাছটিও স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহার বীর প্রভুর জন্য মহা-সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুত্বের রস আদালতে গড়াইল। আদালতের কর্ম্মচারীরা সে রস পান করিয়া মোটা হইয়া উঠিল। পঞ্চানন্দ সংবাদটি পত্রস্থ করিয়া টিপ্পনি লিখিলেন,—“বাঙ্গলায় এরূপ স্বার্থত্যাগী বন্ধুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের সুদিন নিকবর্ত্তী হইতে থাকিবে।”

সঙের ৵ পূজার উপহার।

বিনামূল্যে! বিনামূল্যে!!

সঙের গ্রাহকগণকে প্রতি বৎসরই বলা হয়,—"এবার যেরূপ সারবান উপহার দেওয়া হইবে, কস্মিন্ কালে এমন উপহার আর কখনও প্রদত্ত হয় নাই।" সুতরাং এ বৎসরও সেই পুরাতন সুর বজায় রাখিলাম।

"যাহা কেহ স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই, কল্পনাতেও আনা অসম্ভব, গ্রাহকগণকে তাহাই উপহার দিতে বসিয়াছি।" এ বৎসর উপহার—অন্যান্য উপহারদাতার মতন অচেতন পুস্তকাদি নহে। গ্রাহকগণের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য, এবার সঙের উপহার—সমস্তই চেতন পদার্থ। উপহারের ব্যাপারটা একবার দেখুন—বুঝুন—শুনুন!

উপহারের তালিকা।

প্রথম দফার উপহার—হস্তী। ইহা জমীদারবাবুর কাছারীর সম্মুখে অশ্বত্থ-বৃক্ষে বাঁধা শীর্ণকায় হস্তী নহে। ইহা পটে-আঁকা

মার্কামারা অচেতন হস্তী নহে। ইহা আসল ঐরাবত হস্তী। ঘোরতর স্থূলকায়, শ্বেতবর্ণ, নাদুশ-নুদুশ দেহ। এ হস্তী—অন্য হস্তীর মত হস্তীমূর্খ নহে, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, বিদ্বান বলিয়া বাজারে রাষ্ট্র, আপনার কবলে পাইলে গুরুদেবকে ছাড়ে না, জগতে সমস্ত স্বার্থ পদদলিত করিয়া আপনার স্বার্থ ও উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। এহেন হস্তী—এবার সঙের উপহার!

কি জানি কেন, মনের এখনও তৃপ্তি হইতেছে না যে! বিনামূল্যে এমন স্থূলকায় ঐরাবত শ্বেতহস্তী উপহার দিয়াও, হৃদয় এখনও সেরূপ সন্তুষ্টি-লাভ করিতে পারিতেছে না কেন? যেন এখনও কিছু অভাব আছে বলিয়া বোধ হইতেছে! অতএব, যাহা বীরের আদরের বস্তু, এই বীর-প্রসবিনী বঙ্গভূমিতে আমরা তাহাই উপহার দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমাদের দ্বিতীয় দফার উপহার—অশ্ব। ইহা আরব বা অষ্ট্রেলিয়া দেশের অশ্ব নহে। ইহা খাঁটি বাঙ্গালা দেশের অশ্ব। চাটি-মারণ-তৎপর, লঘুগুরুজ্ঞানশূন্য, একগুঁয়ে,—এমন আর দ্বিতীয় নাই!

উহুঁ! উপহার দিয়া এখনও যে মনের শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না! আমরা ইহার উপর আরও একটী উপহার দিব। বাঙ্গালা দেশে সে উপহার দুষ্প্রাপ্য না হইলেও, এবার অধিক আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই! আমরা সবে মাত্র ২ লক্ষ, ৫৭ হাজার, ৭ শত, ২৭টির আয়োজন করিয়াছি।

সুতরাং সকলে তৎপর হউন—আর কালবিলম্ব করিবেন না। বিলম্বে এ উপহার দিতে অক্ষম হইব।

আমাদের তৃতীয় দফার উপহার—সেই পশুকুল-ধুরন্ধর গর্দ্দভ। ইহা তোমার রজক-কুলপালিত ভারবাহী গর্দ্দভ নহে; ইহা শীর্ণ-কায়—এমন কি নিরাকার বলিলেও বলা যায়; নিরীহ, গো-বেচারী, অন্নজলহীন।

কি গ্রাহক! মুখে আর হাসি ধরে না যে! কিন্তু এ হাসিতেও তোমার মুখচন্দ্র যে ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বোধ হইতেছে না তো!

আচ্ছা, ইহার উপর দক্ষিণা-স্বরূপ আরও কিছু উপহার দিতেছি। আমাদের সে—

চতুর্থ দফার উপহার—মাংসাসী-কুলভূষণ মার্জ্জার। এও তোমার যে-সে মার্জ্জার নহে; অন্যের মুখের শিকার কাড়িয়া লইতে, এমন আর দ্বিতীয় নাই। হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি অপেক্ষায় মূল্যে কম হইলেও, এ মার্জ্জার, অনেক ক্রূর-খলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে।

কি গ্রাহক! আহ্লাদে আটখানা যে! ব'স—সবুর—এখনও মেওয়া আছে। আহারের পর যেমন মিষ্টান্ন, জীবন্ত উপহার-রাশির মধ্যে শেষ বা—

পঞ্চম দফার উপহার তদ্রূপ 'ছুঁচো'! কেমন এইবার

তোমার মুখচন্দ্রের অর্দ্ধকলা পূর্ণ হইল তো! এইবার তোমার উপযুক্ত সহচরকে উপহার পাইলে তো! মধুরেণ সমাপয়েৎ।

এ কি! কোনও কোনও গ্রাহকের এরূপ পার্থিব উপহার মনোনীত হইতেছে না যে! তবে আমরা এই উপহারের উপর এক অপার্থিব ফাউ দিব। সে ফাউ—নির্ম্মল আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ! কেমন!—এখন সকলের মনস্তুষ্টি হইল তো?

উপহারের সকলই প্রস্তুত। কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে না। ঐ দেখ—স্তরে স্তরে সকল সজ্জিত রহিয়াছে। তবে রাজনৈতিক জগতে যেমন বিষমার্ক, এ উপহার-জগতেও তদ্রূপ মার্জ্জার—সকলের ঘাড়ে উঠিয়াছে। মার্জ্জারের ঘাড়ে যে উঠিতে যাইবে, সে 'ছুঁচো' ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

* * *

পট পরিবর্ত্তন।

(১)

লাগ্ লাগ্ লাগ্—লাগ্ ভেল্কি লাগ্।
উপহারের চটকখানা দেখ্!!
কিছুতে যে তুষ্ট নয়,
সঙ তাকে ডেকে কয়—
"আয় নিবি আয় যোগ্য উপহার।"

এই না বলে হেসে সঙ,
দেখায় রম্ভা রঙ্-বেরঙ—
ফুরিয়ে গেলে গেলে দোস্‌রা মেলা ভার।

(২)

লাগ্ ভেল্কি লাগ্—লাগ্ ভেল্কি লাগ্।
হাড়ি-ঝি চণ্ডীকের আজ্ঞে—লাগ্ লাগ্ লাগ্।
উপযুক্ত দেখে উপহার,
ব্যতিব্যস্ত গ্রাহক এবার,
পালে পালে ছোটে সঙ-পাশে।
লম্ফ ঝম্ফ অপরূপ,
মুখে রব 'উপ উপ'
(দূরেতে) দেখায়ে রম্ভা, ঐ সঙ হাসে।

(৩)

পাছেতে এক বেঙ সাহেব,
থুপুর থুপুর আসে।
হাতে লাঠি, মুখে হাসি,
কহে মিষ্টভাষে ;—

"সঙ দাদা, সঙ দাদা,
সব রম্ভা দিও না।
এক বছরে ফুরিয়ে দিলে,
আর গ্রাহক মিল্‌বে না।।
উপহার বছরে নয়,
দিতে হবে দু'তিন বার!
সব কলা ফুরিয়ো না দাদা,
ফুরুলে কলা—কাগজ রাখা ভার।।"

(৪)

কাঁদি কাঁদি ঝোলে কলা,
পূর্ণ হলো ষোল কলা
গ্রাহকের বড় কলায় অনুরাগ।
লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌—
লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌!
হাড়ি-ঝি চণ্ডাকের আজ্ঞে—
লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌!!
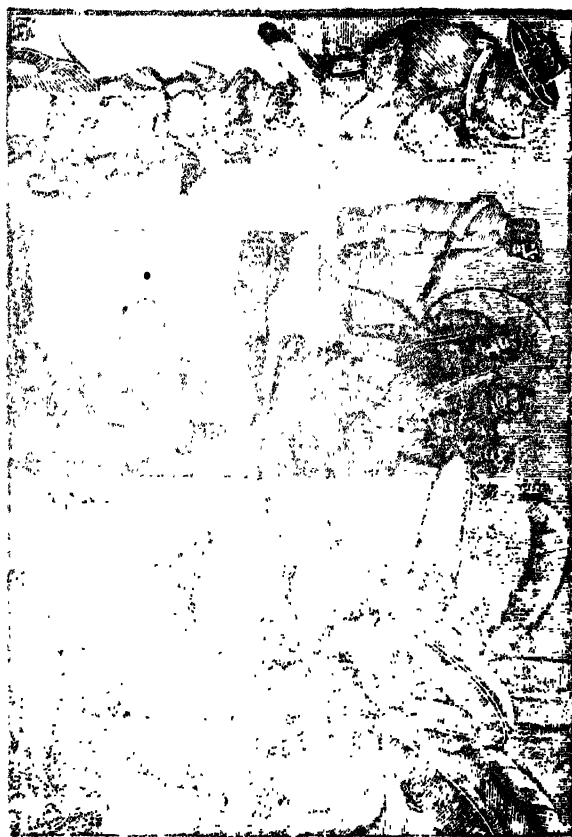
পঞ্চানন্দের মীমাংসা।

প্রভাতে পঞ্চানন্দের পরমভক্ত রামদাস আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম ঠুকিয়া কহিল—"প্রভু, আজ আমার একটি মোকদ্দমা আছে। তাহার মীমাংসা আপনাকে করিতেই হইবে।"

প্রভু জিজ্ঞাসিলেন—"বৎস, তোমার আবার এমন কি মোকদ্দমা উপস্থিত হইল যে, তুমি এই শীতের প্রত্যূষে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়া হাজির হইয়াছ?"

রামদাস।—"আপনি তো জানেন, আমার বাড়ীর পাশে নিধিরামের একটা পতিত জমী ছিল।"

প্রভু।—"হাঁ জানি বৈ কি! তোমার বাড়ীর পাশের জমী, তা আর জান্‌বো না।"

রাম।—"সেই জমিটাতে আমি চাষ করেছিলাম।"

প্রভু।—"তা কর্‌বে বৈ কি? জমী তো চাষের জন্যই বটে!"

রাম।—"কিন্তু নিধিরামের বিধবা পত্নী একদিন আমায় বল্‌লে—চাষের দরুণ তাকে কিছু দিতে হবে।"

প্রভু।—"তা বল্‌তে পারে। তার জমী, তুমি চাষ কর্‌বার কে?"

রাম।—"আমি তাকে কিছু দিতে স্বীকার হই। সে দরিদ্র।"

প্রভু।—"তুমি অতি উপযুক্ত কাজই করেছিলে। সে অনাথা, দরিদ্র—তাকে দেবে বৈ কি ?"

রাম।—"জমীটা আমি ভাল করে খুঁড়ে খুব জল দিয়ে এ বছর বেগুন লাগিয়েছিলাম।"

প্রভু।—"তা ভাল করে খুঁড়বে বৈ কি! জমি ভাল কর্‌তে হলে এমন করেই যত্ন করা চাই!"

রাম।—"সে জমিটাতে অনেক সার দিয়েছিলাম।"

প্রভু।—"তা সার দেবে বৈ কি? সার না দিলে কি জমি ভাল হয়?"

রাম।—"সেই জমিতে এবার যে বেগুন হয়েছিলো, যেন এক একটা লাউ।"

প্রভু।—"তা আর হবে না! এমন করে কষ্ট করে চাষ করেছ, কত সার দিয়েছ, তা অমন বেগুন হবে বৈ কি?"

রাম।—"সে বগুন বড় ভাল।"

প্রভু।—"ভাল হবে বৈ কি! ঝোলে দেবে, অম্বলে দেব, এমন তরকারী কি আর আছে?"

রাম।—"সেই বগুনগুলাকে আমি হাটে নিয়ে বেচে আস্‌তাম।"

প্রভু।—"তা বেচ্‌বে বৈ কি? শোর পেটে খেলেই কি হলো? না বেচ্‌লে লাভ হবে কেমন ক'রে।"

রাম।—"হাটের গোমস্তা আমার কাছে তোলা চায়।"

প্রভু।—"তা চাইবে বৈ কি? ঐ তোলা নিয়েই তো তাদের হাটের খরচ চলে!"

রাম।—"হাটের গোমস্তাকে আমি তোলা দিলাম না।"

প্রভু।—"কেন দেবে তুমি? তুমি জমি চাষ কর্‌লে, বেগুন বুন্‌লে, বেগুন হোলো, হাটে নিয়ে বিক্রী কর্‌লে, পয়সা রোজগার কর্‌লে;—তাতে আবার তোলা দেবে কেন?"

রাম।—"একদিন গোমস্তা হুকুম দিল, হাটের লোকেরা আমায় অনেক ধম্‌কা-ধম্‌কী কর্‌লে, আর হাটে বেচ্‌তে দেবে না—বল্‌লে।"

প্রভু।—"তা বল্‌বেই তো। তুমি হাটে গিয়ে বেগুন বেচ্‌বে, তোলা দেবে না; তারা ধম্‌কাবে না!"

রাম।—"আমারও রাগ হ'লো। আমি তাদের এক জনকে মার-পিট কর্‌লাম।"

প্রভু।—"তা আর রাগ হবে না? রক্ত-মাংসের শরীর তো!"

রাম।—"তার পর, নিধিরামের পরিবারকে এক পয়সাও না দিয়ে তার জমিটা বে-দখল করেছি বলে, গাঁয়ের লোকেরা আমাকে গালাগালি কর্‌লে।"

প্রভু।—"তা করবেই তো বাপু! তুমি বিধবার জমিটা ফাঁকি দিয়ে বে-দখল কর্‌লে—এক পয়সাও তাকে দিলে না, লোকে কি তোমায় কোলে করে নাচ্‌বে।"

রাম।—"এই নিয়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। রাগের মাথায় আমি একজনকে বেদম প্রহার করেছি।"

প্রভু।—"তা বেশ করেছো বাপু! রাগের মাথায় যে তুমি কাউকে খুন করে ফেল নাই—এই ভাল। তুমি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ।"

রাম।—"এখন শুন্‌চি—সবাই আমার নামে নালিশ করেছে। জেলার হাকিম তাই আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।"

প্রভু।—"তা নালিশ কর্‌বেই তো বাপু! তুমি মার-পিট করেছ, জমী বে-দখল করেছ, পয়সা ফাঁকি দিয়েছ, তা আর নালিশটাও তারা কর্‌বে না?

রাম।—"তবে এখন আমি কি করি প্রভু! কেউ যে আমার হয়ে সাক্ষী দিতে চায় না!"

প্রভু।—"বৎস, তোমার কথায় আমি বড়ই প্রীত হইলাম। তোমার ন্যায় ভক্তের দ্বারাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল হবে। ইংরেজ বাহাদুর তোমার ন্যায় ভক্তের জন্য এক অতি মনোহর আশ্রম তৈয়ার করেছেন। তাহার নাম—জেলখানা। তুমি যত সত্বর পারো, তাহাতে প্রবেশ করো। তোমার উদ্ধার হবে।"

এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পঞ্চানন্দ প্রস্থান করিলেন।

মরণ-মারণ-বিধি

মরণ-মারণ-বিধি

রাজপথে ঢেঁড়া-পিটাইতে পিটাইতে ঢুলি-সঙ্গে পেয়াদার প্রবেশ এবং উচ্চৈঃস্বরে বোর্ড-বিলম্বিত ইস্তাহার-পাঠ।

ইস্তাহার।—যে-হেতু 'বাই-ল' পাশ হইতে বা হইবার অথবা হওনের সম্ভাবনা বিধায় এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ সহর ও সহরতলি-বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গো-ছাগাদি শৃগাল কুক্কুর বা কুক্কুট প্রভৃতি সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে,—

১। যখন-তখন ইচ্ছা করিলেই কেহ মরিতে পাইবে না।

২। সকাল ৮টা পর্য্যন্ত কিম্বা সন্ধ্যা ৮টা হইতে সকাল ৮টা পর্য্যন্ত কেহ মরিতে পাইবে না। দিবাভাগে কিম্বা রাত্রিকালে, দ্বি-প্রহরে কিম্বা প্রাতে, সন্ধ্যাকালে কিম্বা শেষ রাত্রে, কেহই মরিতে পাইবে না।

৩। জলে কিম্বা স্থলে, শূন্যমার্গে কিম্বা ব্যোম-পথে, রেলে কিম্বা ষ্টীমারে, অন্দরে কিম্বা বাহিরে, পথে কিম্বা ঘাটে—কেহই মরিতে পাইবে না।

৪। পীড়ায় বা অপীড়ায়, পদাঘাতে কি অপঘাতে, অথবা সর্পাঘাতে বা কোন ঘাতে কেহ ঘাত হইতে পারিবে না।

অতএব, আইনোক্ত সময় বা আইনোক্ত স্থানসমূহে যদি কেহ মর বা মরিতে চাও অথবা মরিতে প্রার্থনা কর, তবে তাহাকে আইনবিধান অনুসারে দণ্ডবিধির ০০০০০৩ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অতএব, সাবধান—সাবধান—সাবধান!

(ঢেঁড়া দেওন।)

* * *

বহু আব্দার-আবেদনের পর অথ বর্জ্জিত-বিধি।

'ক' ধারা।—তবে যদি ঐ সময়ের মধ্যে নিতান্তই কাহারও মরণ প্রয়োজন হয়, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা এই রহিল যে, তিনি গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পারিবেন, অথবা আফিং খাইয়া মরিতে পারিবেন, অথবা গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পারিবেন, অথবা বিরহ-বিকারে মরিতে পারিবেন।

'খ' ধারা।—পত্নীর পদাঘাতে মৃত্যু শ্রেয় বটে। তবে সে পত্নী উপ-উপসর্গ-বিশিষ্ট হইলে সশরীরে স্বর্গলাভ সুনিশ্চয়। 'উপ'র পদাঘাতে সে মৃত্যু ঘটিলে প্রায়শ্চিত্তের পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইবে না।
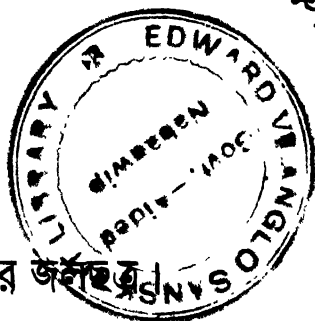
মুন্সীপালের জলছত্র।

পালবংশ জলদানের জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত। নানা স্থানে নানা 'পালের দীঘি' আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু এখনকার মুন্সীপাল তদ্বংশীয় বলিয়া জাহির হইবার জন্য, বোধ হয়, 'পাল' উপাধি দ্বারা পরিচিত। তবে সত্য সত্য তিনি সে বংশীয় কিনা, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করিতে পারেন। কিন্তু মুন্সীপালের জলদান-ব্রত দেখিয়া তাঁহাকে পালবংশীয় মহাত্মা বলিয়া সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই। ভক্ত ভোক্তাগণ তো চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষই করিতেছেন।

* * *

দেখ দেখ নূতন বিধান !
মুন্সীপালের ব্রত—জলদান !!
নির্ব্বোধ সহরবাসী জল নষ্ট করে।
সহরে আইন দশ, জল-রক্ষা তরে ॥

কলসে রাখিতে জল, নিষেধ বিধান।
ছিদ্রে চোঁয়াইতে পারে, তাই সাবধান॥
মাথা যেন নাহি ভিজে, স্নানের সময়।
কাপড় ভিজালে, তাহে আছে দণ্ড-ভয়॥
হস্তমুখ প্রক্ষালন, জলশৌচ আদি।
বিনা জলে সারিতে হইবে নিরবধি॥
বিনা জলে উননেতে ফুটাইবে ভাত।
মুখে নাহি দিবে জল, হ'লে কুঁপোকাত॥
বিনা জলে করিবে, সবার তৃষ্ণা দূর।
বারি বিনা বায়ুপানে ক'রো পেট পূর॥
রাত্রিদিন বাদ আর সকল সময়।
পাইবে কলের জল বিনা পয়সায়॥
এইরূপ—মুন্সীপালের ব্রত জলদান।
সহরবাসীরা কর ফোটা ফোটা পান॥

* * *

অতঃপর টাউনহলের সভায় করদাতাদিগের কান্নাকাটির পর বর্জ্জিত-বিধি।

যত পার দুধে জল ঢালিবে গয়লানী।
যত পার সবে মিলে ফেলো চক্ষুপানি॥

এই তুই এক্সেপ্সন বহু সুপারিসে।
ঘোষিত হইল, সবে শুন সবিশেষে॥

পাদ-টীকা।—বহুমূত্র রোগীর পক্ষে জলের অপব্যবহার দণ্ডনীয়। জল-ধারণে অনেকের তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে।

* * *

পঞ্চানন্দের সলা।

যেহেতু নারিকেল বৃক্ষগণ নীরবে নিভৃতে জলদান করেন, মুন্সীপালের প্রতিবাদী বিধায় তাঁহাদিগকে আইনের আমলে আনা কর্ত্তব্য।

* * *

আইন-আমলে।

পঞ্চানন্দের সলা-অনুসারে নারিকেল গাছ গ্রেপ্তার হইয়া মুন্সীপাল আদালতে আইন-আমলে আসিলেন। তখন বিবাদীর পক্ষের উকীল নজীর দাখিল করিয়া কহিলেন,—"এরূপ নীরবে নিভৃতে অনেকেই জল দেয়। নারিকেল-বৃক্ষের সম্বন্ধী তালখর্জ্জুরাদি বৃক্ষ, শাঁসের মধ্যে, রসের প্রস্রবণে, তাড়ির আকারে, সলিল সরবরাহ করেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোনও লাইসেন লন নাই। নজিরে তাঁহাদের অব্যাহতি দেখা যাইতেছে। সেই নজিরে আমার মক্কেল বেকসুর খালাস পাইতে পারেন।"

কিন্তু মুন্সীপাল-আদালত প্রতিবাদীর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাল-খর্জ্জুরাদিকেও ধরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। সুতরাং মুন্সীপালের অধিকার-ভুক্ত সহরে, এখন সর্ব্ববিধ রসেরই অভাব ঘটিয়াছে।

* * *

ব্রহ্মার বিপত্তি।

মুন্সীপালের বিচারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইল। ' ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলেন। রস ভিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ কিরূপে চলিবে? বিনা রসে সকলই শুকাইয়া ছাই হইয়া যাইবে। সুতরাং মহেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি রসের অন্যরূপ প্রবাহের সঞ্চারণ করিলেন।

* * *

ষড়বিধ নবরসের সঞ্চার।

তাহাতে সহরে নব-আকারে ষড়বিধ রসের সৃষ্টি হইল। যথা,—

১। আস্থক্ষেত্রে আদিরস। সে রসের ব্যাপ্তি—রঙ্গমঞ্চে।

২। বোতল-ক্ষেত্রে সুধারস। সে রসের ব্যাপ্তি—সুঁড়ি-মামার দোকানে, কেল্‌নারের হোটেলে, আর প্যাটেণ্টের মিক্‌চারে।

৩। পুলীশ কোর্টে—ফৌজদারী প্রেমে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

৪। পরনিন্দায় পরচর্চ্চায়—যাহার ব্যাপ্তি সংবাদপত্রে।

৫। দাম্পত্য-কলহে। অভিব্যক্তি—তথাকথিত শিক্ষিত মহিলা-মহলে, বিশেষতঃ আদালতে গড়াইলে।

৬। মানহানির মামলায়। পরিব্যাপ্তি—কেলেঙ্কারী-বিকাশে, হরিণবাড়ীর জেলে।

নববিধানে ব্রহ্মার সৃষ্টি রক্ষা পাইল। রসের ফোয়ারায় সহর গুলজার হইয়া উঠিল। মুন্সীপালের জলছত্রেই জয় জয়-কার পড়িল। অন্নরসে সে জলের অভাব পরিপূর্ণ হইল।

উকীলের পশার।

উকীল বাবু কিছুতেই পশার জমাইতে পারিতেছেন না। মুহুরীও ভাবিত। এক দিন প্রাতে উকীল বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মুহুরী দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া পথে তাঁহাকে খবর দিল,—"বাবু, আজ এক মক্কেল পেয়েছি।" উকীল বাবু,—"বটে তবে তুমি তাকে ফেলে চলে এলে কেন? সে হয় ত এতক্ষণ চলে গিয়েছে।" মুহুরী কহিল,—"না বাবু, সেই ভেবেই আমি তাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দরজায় কুলুপ দিয়ে এসেছি।" উকীল বাবু তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন--সে এক জন পাওনাদার।

উপাধি-তত্ত্ব।

শিষ্য রামদাস, পঞ্চানন্দ-সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল,—"প্রভো! আমার একটা উপাধি চাই। কেহ রাজা হইতেছেন, কেহ মহারাজা হইতেছেন, কেহ বাৰ্দ্ধিকোও কুমার হইতেছেন, কেহ সি-আই-ই, কেহ রায় বাহাদুর—আরও কত জন কত কি হইতেছেন! আমি কি একটা কিছু হইব না?"

পঞ্চানন্দ।—"এর আর ভাবনা কি? উপাধির স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি কর। অতি সহজেই উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

রামদাস।—"স্বরূপ-তত্ত্বটা কি প্রভু? অকিঞ্চনকে একটু বুঝাইয়া দিয়া যদি কৃতার্থ করেন।"

পঞ্চানন্দ।—"বৎস! তোমাকে আমার অদেয় অবুঝেয় কি আছে? অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি উপাধির স্বরূপ-তত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতেছি।"

রামদাস।—"বলিতে আজ্ঞা হউক। আমি নয়ন মুদিয়া যোগাসনে বসিয়া শ্রবণ করিতেছি।"

পঞ্চানন্দ।—"উপাধি ত্রিজাতীয়; (১) স্বকীয়, (২)

পরকীয়, (৩) রাজকীয়। এই ত্রিজাতীয় উপাধির মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ রাজকীয় উপাধি-প্রাপ্তির পন্থা বড় কণ্টকাকীর্ণ। বহু সাধনা ভিন্ন সে উপাধি লাভ ঘটে না। পরীক্ষা-পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া যে উপাধি পাওয়া যায় (যথা, ইউনিভারসিটির উপাধি) তাহাও প্রকারান্তরে রাজকীয় উপাধিরই অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং সে উপাধি লাভও আয়াস-সাধ্য। অতএব তদ্বিধ উপাধি প্রাপ্তির পক্ষেও চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ! দ্বিতীয়োক্ত উপাধি অর্থাৎ পরকীয় উপাধি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বটে; কিন্তু তাহাতেও কিঞ্চিৎ আয়াস-স্বীকার আবশ্যক। সে উপাধি-লাভে সময় অসময় তোষামোদাদি প্রয়োজন; আবার স্থানে অস্থানে পরীক্ষা-প্রণালীও পার হইতে হয়। সুতরাং সেটাও মধ্যবর্ত্তী আপেক্ষিক ব্যাপার। সর্ব্বাপেক্ষা সুগম সুলভ সহজ সরল সুন্দর সুকোমল —উপাধি-লাভের তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ স্বকীয় উপাধি-লাভ-প্রথা। কাহারও দ্বারে প্রার্থী হইতে হইবে না, কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতে হইবে না, কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না; চক্ষু মুদিত করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনই উপাধি গ্রহণ করিবে। কোনও দ্বিধাভাব মনে আসিবে না, গায়ে কোনও আঁচ লাগিবে না, ভয় করিবে না, আপনা-আপনি উপাধি লইয়া আপনা-আপনিই উপভোগ করিয়া, আপনা-আপনি কৃতার্থ হইবে। এ অপেক্ষা উপাধি-লাভের সুলভ সুগম পন্থা আর কি হইতে পারে?"

রামদাস।—"প্রভু, আপনার উপদেশে আমার নয়ন উন্মীলিত হইল। আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এমন উপায় থাকিতে মূঢ় মানব কেন উপাধির জন্য পরের দ্বারে ঘুরিয়া মরে।"

পঞ্চানন্দ মনে মনে কহিলেন,—"এই উপাধি-তত্ত্ব যে দিন মানুষের হৃদয়ঙ্গম হইবে, সে দিন সংসারে সকল অভাব অন্ধকার দূরীভূত হইবে।"

* * *

চুরুট্ বাবু।

—— * ——

দেখ!—বাবুর বাহার।

বাবু—চুরুট্ অবতার।

হাতে ছড়ি 'ফান্সি ষ্টিক্', মুখে ধূম ফিক্ ফিক্;

সাজে—পূজার বাজার।

দেখ!—বাবুর বাহার!!

চুরুটের ধূম খেয়ে, চুরুট্ আকার পেয়ে,

সজ্ঞানে পগার পাড়।

দেখ!—বাবুর বাহার!!

চুরুট্ বাবু

মান ভঞ্জন।

মানভঞ্জন !

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং ।

অভিমান ত্যজ প্রিয়ে! কর প্রাণদানং ॥

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং ।

দেহি মুখকমলমধুপানং ।

মদন-অনলে মোর, সদা দহে প্রাণং ।

মুখ-কমল-মধু করাও মোরে পানং ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ।

তুমিই ভূষণ মোর, তুমি মম জীবনং ।

সংসার-সাগর মাঝে তুমি মণিরত্নং ॥

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরশিমণ্ডণং

দেহি পদপল্লবমুদারং ।

কাম-বিষ-নাশ করি, মম শির-ভূষণং ।

চরণপঙ্কজ তব, কর শিরে স্থাপনং ॥

কর প্রিয়ে চারুশীলে! চন্দ্রহার-গ্রহণং ।

দেহি—দেহি পদপল্লবমুদারং ।

রকমওয়ারী।

এক পাদরী সাহেব বক্তৃতা করিতে করিতে কেবলই সম্বোধন করিতেছেন—"প্রিয় ভাই সকল।" তাহাতে বিবি-শ্রোতাদলের মধ্য হইতে বিরক্তভাবে এক জন জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন না কেন?" পাদরী সাহেব কহিলেন,—"প্রিয় মহোদয়ে! ঐ কথার মধ্যে আপনাকেও ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে।" বিবি লজ্জিতা হইয়া কহিলেন,—"ভাবের কথা সভাস্থলে কেন?"

* * *

গুরুদেবের কিছু বাঁশের দরকার। শিষ্য রামনিধির অনেক বাঁশের ঝাড় আছে। সুতরাং, রামনিধির বাড়ী উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে কহিলেন,—"বাপু, শাস্ত্রে কয় "সর্ব্বস্ব গুরুপদে।" চতুর রামনিধি সে কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলিল,—"গুরুদেব কেবল ঐ বাঁশের ঝাড় বাদে।"

* * *

"মহাশয়, বেতন না দিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?"

"কি জানেন, চাকর, পুত্রের তুল্য, তাই শাসন করেছি মাত্র।"

* * *

গুণধর, বাপের একই ছেলে। বাপের অসুখ করিয়াছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ তোমার বাবা কেমন আছেন? কোনও মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে কি?" গুণধর ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল,—"মন্দ বৈ আর কি বল্‌বো—ডাক্তার বাবু! তিনি আজ বিছানায় উঠে বস্‌তে পেরেছেন। আমার আর আশা নেই।"

* * *

'প্রাইভেট টিউটর' (গুপ্ত শিক্ষক) ছাত্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, বল দেখি—'রমণীমোহন বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছেন'—এখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া কে?" ছাত্র কহিল,—"এখানে কর্ত্তা দু'জন। আমার বাবা বিবাহ দিয়েছেন, তিনি বরকর্ত্তা—এক কর্ত্তা; আর বিনোদিনী—আর এক কর্ত্তা; কারণ, রমণীমোহন বিনোদিনীর অধীন। রমণীমোহনই কর্ম্ম, আর বিবাহটা ক্রিয়া মাত্র।"

* * *

শ্রীমতী তোষামোদ-কারিণী,—"আহা! খাসা মেয়েটি, এটি কি তোমার?" শ্রীমতী মানিনী,—"না গো, ওটি ওপাড়ার

বোসেদের মেয়ে !” তোষামোদকারিণী,—“তাও তো বটে। কটা কটা চোখ দেখেই তা বুঝেছি।” মানিনী, (সহাস্যে)—“না দিদি, ও আমারই মেয়ে।” তোষামোদ-কারিণী, (সাশ্চর্য্যে)—“তাই তো বলি ! এমন চোখ না হলে কি এমন মুখের মানান হয় ?”

* * *

বুরযুদ্ধে এক সৈনিক, তাহার এক আহত বন্ধুকে পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা গোলা আসিয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে, আহত বন্ধুর মস্তকটি উড়াইয়া লইয়া গেল। সৈনিকের ভ্রূক্ষেপ নাই, সেইরূপই চলিয়াছে। পথে অপর এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“এই মস্তকহীন শবটিকে কেন বহন করিতেছ ?” পৃষ্ঠ হইতে শবটিকে মাটিতে ফেলিয়া, সে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। পরে আপনা-আপনিই কহিতে লাগিল,—“বেটার কথায় আমার কথনই বিশ্বাস হইত না। কেবল পা’খানা ভেঙ্গেছে ব’লে ফাঁকি দিয়ে কাঁধে চ’ড়ে নিলো ! আগে যদি মাথা নেই বল্‌তো, তবে কি আর বয়ে আনি !”

* * *

বন্ধু কহিল,—“ভাই রাম, তোমার স্ত্রী আসাতে বাড়ীটা যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাচ্চে।”

রাম।—তিনি যে সরস্বতীর বরপুত্রী।

উকীল বাবু।—তুমি যত বয়স বলিতেছ, তাহা অপেক্ষা তোমায় কম দেখায়।

সাক্ষী।—আজ্ঞে, আমার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীও তাই বলেন।

* * *

গোপাল।—সতীশ বাবু তোমার অসময়ের বন্ধু নয়?

নেপাল।—তা নিশ্চয়। কারণ, আমার হাতে যেদিন একটি পয়সাও না থাকে, সেইদিনই তিনি আমার কাছে টাকা ধার কর্‌তে আসেন।

* * *

পিতা (পুত্রের প্রতি)।—আমার উইল প্রস্তুত হয়েছে; যা কিছু আছে, সবই তোমায় দিয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার শ্বশুরকে ট্রাষ্টি কর্‌লাম।

পুত্র।—তার চেয়ে, সমস্ত বিষয় শ্বশুরকে দিয়ে, আমাকে ট্রাষ্টি করুন না কেন?

* * *

প্রভু।—আমি তোমায় এ চাকরী নিশ্চয়ই দিতাম; কিন্তু তুমি যখন অবিবাহিত, তখন তোমায় আমি কোনমতেই দিতে পারি না।

দরখাস্তকারী।—হুজুর, আমি কুলীনের ছেলে। বিয়ের তো অভাব নাই! চাক্‌রীরই অভাব। একদিন অপেক্ষা করুন।

* * *

রাম।—কি হে, তোমার স্ত্রী কেমন আছে?

শ্যাম।—আরে ভাই, সে তো মাথা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!

রাম।—কেন, 'আধ-কপালে' ধরেছে, না জ্বরে মাথার বেদনা?

শ্যাম।—সে সব কিছু নয়। নূতন ফ্যাসানের টুপি—তাঁর আর পছন্দ হ'চ্চে না; কেবলই ফেরত দিচ্চেন। মাথা নিয়েই তাই ব্যতিব্যস্ত!

* * *

নিমন্ত্রণকারী।—মহাশয়দের আহারের একপ্রকার আয়োজন করেছি; কিন্তু আহারান্তে আমোদের কিছু আয়োজন কর্‌তে পারি নাই।

জনৈক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।—আপনার সে বিষয়ে কোনই চিন্তা নাই। এক আয়োজনেই দুই আয়োজন হ'য়ে গিয়েছে। সে আয়োজনের সমালোচনা করেই যথেষ্ট আমোদ পাবো।

* * *

ভৃত্য (বড়লোক প্রভুর প্রতি)—হুজুর, একজন সংবাদ-পত্রের 'রিপোর্টার' আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন।

বড়লোক।—তুই তাকে বল্‌লিনে কেন যে, আমার স্বরভঙ্গ হয়ে গেছে, এখন আমি কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পার্‌বো না।

ভৃত্য।—আজ্ঞে, সে কথা বলেছিলাম। তাতে তিনি বল্‌লেন,

—এমন প্রশ্ন কর্‌বেন যে, কেবল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেই চল্‌বে।

বড়লোক।—এবার বল্‌গে যা, হঠাৎ আমার ঘাড় ভঙ্গ হয়েছে।

* * *

একখানি পাওনাদারের বিল ঘূরিয়া বেড়াইতেছিল। মাষ্টারের কাছে আসিলে, মাষ্টার বলিলেন,—"পরীক্ষা ব্যতীত আমি উহা পাশ করিতে পারি না।' সম্পাদকের কাছে আসিলে, তিনি বলিলেন,—'উহা সাধারণের অপাঠ্য, ছাপাইতে পারি না।' পণ্ডিতের নিকট আসিলে, পণ্ডিত কহিলেন,—'উহাতে ব্যাকরণ-দোষ আছে, সংশোধন আবশ্যক।' উকীলের কাছে আসিলে উকীল কহিলেন,—'উহাতে মোকদ্দমা চলিতে পারে; বাবুকে আসিতে বলিও।'

* * *

ট্রেণে এক ব্যক্তি তামাক টানিতে টানিতে সগর্ব্বে কহিলেন,—"আমার ঠাকুরদাদা, পাকা বুড়ো বয়সে, ১০২ বছরে মরে-ছিলেন।" সম্মুখের আসন হইতে আর এক ব্যক্তি নাকে নস্য টিপিয়া কহিলেন,—"আমার বাবা ২০২ তে মরেছেন।" সকলের বিস্ময় দেখিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন,—"আশ্চর্য্য কিছুই নয়! ২০২নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে।"

* * *

কৌতূহলপরবশ পুত্র, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! ঐ পাদ্‌রী সাহেবের গাড়ী ঘোড়ায় না টানিয়া, মানুষে টানে কেন? উহার কি ঘোড়া নাই?"

পিতা।—"না, বৎস! ঐ সাহেব পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার সভাপতি। উনি চতুষ্পদকে কষ্ট দেন না।"

* * *

যুবতী।—"লোকে বলে, বিপরীত-গুণবিশিষ্ট লোকের বিবাহে দাম্পত্য-প্রণয় অধিক হয়।"

যুবক।—"সেই জন্যই তো তোমার দুয়ারে আমার উম্মেদারী।"

* * *

ভিখারী।—"বাবু, আমার রুগ্না-স্ত্রীর জন্য ঔষধ কিন্‌বো, আমায় কিছু সাহায্য করুন।"

দাতা।—"সে কি হে! সেদিন না তুমি তোমার মৃতা-স্ত্রীর সদ্‌গতির জন্য টাকা নিয়েছিলে?"

ভিখারী।—"আজ্ঞে হাঁ! এটী দ্বিতীয় পক্ষের।"

* * *

পাগ্‌লা-গারদে দর্শক যাইয়া কোনও পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বাপু, তুমি এখানে এলে কি করে?"

পাগল।—"আজ্ঞে, বিবাদ করে।"

দর্শক।—"সে কি?"

পাগল।—"লোকে বলে—আমি পাগল। আমি বলি—পৃথিবী শুদ্ধ সব পাগল। ভোটে অধিকাংশের মতই গ্রাহ্য হ'ল।"

* * *

রাম।—"কি বল শ্যাম! চন্দ্রকলা একজন বিদূষী রমণী—বি-এ পাশ করেছে?"

শ্যাম।—"ও! তাই বুঝি ওঁর এত কাল বি-এ হ'য়-নি।"

* * *

মাসকাবারে স্বামী মাহিনা লইয়া আসিলে, স্ত্রী ব্যস্ততা-সহকারে বলিল,—"এস, আজ অনেক পরামর্শ আছে, গৃহস্থালীর অনেক জিনিষের অভাব।"

স্বামী (ব্যগ্রভাবে)।—"কি কি নাই, বল, এখনই আনিব।"

স্ত্রী।—(ঈষৎ স্মিতমুখে) "এই আপাততঃ আমার একছড়া ১০ ভরির সাতনলির বড়ই প্রয়োজন।"

স্বামী, স্ত্রীর গৃহস্থালীর অর্ডারের কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

* * *

ডাক্তার।—"আপনার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিবেন বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্‌রোধ হইবে।"

পীড়িতার স্বামী।—"ভগবান কি এতটা করুণা কর্‌বেন?"

* * *

কলিকাতার কোনও বিদ্যালয়ে একদা একটী প্রশ্ন উত্থিত হইল,—"সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন অস্ত্র কি?"

উত্তর।—"পেন!"

আবার প্রশ্ন হইল,—"ক্ষমতাশালী পেন্‌-হোল্ডার কে?"

উত্তর।—"পেনেল।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"শেষ পরিণাম কি?"

উত্তর।—"পেন্‌-আল্‌টি।"

* * *

কর্ত্তা।—"যাহা শুনি, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

গিন্নী।—"তা আর বেশী কি! আমি যা বলি, তার ষোল আনাই!"

* * *

ফেরিওয়ালা পুস্তক-বিক্রেতা।—এই পুস্তকখানি নেবেন কি? ইহার নাম—"সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধক"।

যুবতী।—নেই মাংতা, নিকালো হিঁয়াসে।

ফেরিওয়ালা।—ক্ষমা করুন, ভুল হ'য়েছে। পুস্তকের নাম—"সৌন্দর্য্যসংরক্ষক।"

যুবতী।—বটে, দাম কত? আমায় একখানা দিয়ে যাও।

* * *

ডাক্তার।—মহাশয়, আজ আপনি কেমন আছেন?

কর্ত্তা।—ভালই আছি।

ডাক্তার।—আমার ব্যবস্থা-মতেই ঔষধ সেবন করিতে-ছেন তো?

কর্ত্তা।—আমি ঔষধ স্পর্শও করি নাই।

ডাক্তার।—বটে! ও ব্যবস্থায় যখন উপকার পেয়েছেন, তখন ঐ চলুক।

* * *

মাজিষ্ট্রেট।—তুমি ভয়ানক বেগে গাড়ি চালাইয়াছ বলিয়া, তোমার জরিমানা হইল।

ঠিকা-গাড়োয়ান।—হুজুর! আমার খোঁড়া ঘোঁড়া এবার খোসামোদ-প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি! এমন প্রশংসা তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই!

* * *

"আপনার ছেলে কি এখন আইন অনুসরণ কচ্চেন?"

"না মহাশয়, এখন আইনই তাঁকে অনুসরণ কচ্চে!"

* * *

ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ ঘুমাও।"

রোগী।—"আজ্ঞে, বিছানায় লম্বা হইয়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাই।"

* * *

মা।—ঘরের ভিতর টেবেলের উপর থেকে রুটিখানা নিয়ে এসো তো বাবা।

ছেলে।—ঘরে যে অন্ধকার, আমি যেতে পার্‌বো না।

মা।—এখুনি যা—বল্‌ছি। নইলে, আমি বেত আন্‌চি, রস'।

ছেলে।—(কাতর-কণ্ঠে)—যদি বেত আন্‌তেই যাও, ঐ সঙ্গে রু-টি-খা-নাও এনো।

* * *

কন্যাকর্ত্তা।—আমার কন্যাকে আপনার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছে হয়েছে। ছেলেটি শুনেছি ভাল।

বরকর্ত্তা।—আহা! আপনার কৃপায় এবার আমি ঋণদায় হ'তে মুক্ত হ'লেম তা' হ'লে?

* * *

জজ।—তুমি দুই বিবাহ করায় অপরাধ করিয়াছ। ইহার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে কি?

আসামী সাহেব।—না হুজুর, আমি এমন নির্ব্বোধ নই যে, দুইটি স্ত্রীলোকের বিপক্ষে কিছু বলি!

* * *

"তুমি কি আমায় বল্‌তে চাও, আমি সত্য কথা বল্‌তে পারি না?"

"তা না দেখ্‌লে কি করে বিশ্বাস করি।"

* * *

সম্পাদক।—(নূতন সভ্যের প্রতি) "তুমি এমন কি লিখেছ যে, যাতে সাহিত্য-সভার মেম্বর হ'লে?"

সভ্যপদপ্রার্থী।—"আজ্ঞে, আমি সভ্যপদ-প্রাপ্তির ফারম-খানিতে স্বহস্তে সহি করিয়াছি?"

* * *

"তাঁর গল্প শুনে তুমি এত হাস্‌লে কেন? তাতে তো হাস্‌বার কিছু নাই!"

"তিনি যে আমাদের আফিসের বড় বাবু!"

* * *

মাণিক মণ্ডল রতনপুরের এক মাতব্বর প্রজা। পানখাবার জন্য কিছু চাহিয়া না পাওয়ায়, জমীদারের সিপাহী আসিয়া একদিন মাণিক মণ্ডলকে প্রহার করে। সেইজন্য বিচারপ্রার্থী হইয়া মাণিক, প্রতাপশালী জমিদারের সমক্ষে সেলাম করিয়া হাজির হইল। জমিদার হুকুম দিলেন,—"এক শত টাকা জরিমানা ও পঞ্চাশ জুতা লাগাও।" মাণিক মণ্ডল হুকুম শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে জমিদার জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাবছ কি? জরিমানা দাখিল কর, আর পিঠ হাজির কর।" মাণিক মণ্ডল কহিল,—"হুজুর ভাব্‌বো আর কি? কেবল এই ভাবছি—হুজুর মারা গেলে এমন সুবিচার আর কর্‌বে কে?"

দাদা বড় কি আমি বড়।

—:•:—

'দাদা বড় কি আমি বড়',—

বিষম সমস্যা !

সঙের বিচারে হয়—

বিভ্রম মীমাংসা।

দাদা বলে—'আমি বড় ;

দেখ পেটে ফেঁপেছি।'

ভায়া বলে—'আয়তনে,

আমি বেড়ে উঠেছি ॥'

এঙ্‌ যায়, বেঙ্‌ যায়,

খলিসা ছিল জলে।

দাদা বড় কি আমি বড়।

'আমি বড়—আমি বড়'

সেও উচ্চে ব'লে॥

সভা-মাঝে ঘনঘন,

উঠে গণ্ডগোল।

'আমি বড়—আমি বড়!'

এই মাত্র রোল।

সবে কয় সমস্বরে—

'বেড়ে উঠেছি—

আমি বেড়ে উঠেছি—

ওগো বেড়ে উঠেছি,॥'

* * *

সঙ্ বলে—

খুঁড়িয়ে বাড়া—বাড়া নয়, লোকে ক'রে—ছি-ছি-ছি।
ঘাড়-মোড় ভেঙে পড়্‌তে তায় দেখেছি—দেখেছি॥
কেবা বড়, কেবা ছোট—গুণাগুণে বুঝা যায়।
গায়ের জোরে খুঁড়িয়ে বাড়া, তারে বলি—বাড়া নয়॥

সম্পাদকের দারোগাগিরি।

অনেক লেখালেখি করিয়া কয়েকজন সম্পাদক পুলিশের চাকরিতে বাহাল হইলেন। সম্পাদক মহাশয়েরা, পুলিশ অতি জঘন্য চাকরি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, (তাঁহাদেরই মুখে) তাই স্বয়ং সম্রাট তাঁহাদিগকে অনুরোধ করায় তাঁহারা অগত্যা স্বীকৃত হইয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থানায় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হারাধন বাবু হরিপুর থানার দারোগা। একদা প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, এলাকাস্থিত হিরণপুর গ্রামে ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছে। এক পক্ষে হিন্দু, অপর পক্ষে মুসলমান। দুই পক্ষেই লোক জমায়েৎ হইয়াছে।

হারাধন বাবু সংবাদ পাইবা মাত্র তাড়াতাড়ি থানায় ডাইরি লিখিতে বসিলেন। সংবাদদাতা চৌকিদারকে কহিলেন,—"দূত, তুমি মেঘনাদ-বধের ভগ্নদূতের ন্যায় পা বাঁকা করিয়া হাতজোড় করিয়া ঘটনার বিবরণ বলিতে থাক ; আমি লিখিয়া লইতেছি। তোমার পৃষ্ঠে কোনও অস্ত্রলেখা আছে কি ? দেখি।"

চৌকিদার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। হারাধন বাবু লিখিতে লাগিলেন—

"২৫ শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, বেলা অনুমান ৬টা বাজে (হায় দুর্ভাগ্য, থানার ঘড়িটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)। অকস্মাৎ সমরক্ষেত্র হইতে ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিতেছে। প্রভাতের তরুণ-তপন এখনও জগৎ-সংসার অলোকিত করেন নাই। এখনও ধেনু-বৎস হাম্বারবে গোষ্ঠে যায় নাই। এখনও গৃহস্থের কুলবধূরা শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করেন নাই। এখনও দিগম্বরী ঠাক্রুণ কোমর বাঁধিয়া পাড়ায় কোন্দল করিতে বাহির হন নাই। এখনও বাঙ্গালী বীরবৃন্দের চা-এর দুধ লইয়া গোয়ালা হাজির হয় নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ অশনিসম্পাত! দূতমুখে একি কথা শুনি!"

লিখিতে লিখিতে হারাধন বাবু চৌকীদারকে জিজ্ঞাসিলেন,—"অতঃপর কিবা হৈল কহ বিবরণ?"

বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া, চৌকিদার হতভম্ব হইয়া গেল। চৌকিদার কহিল,—"হুজুর, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। শীঘ্র সিপাই দেন। এতক্ষণ হয় তো কত মাথা ফাটাফাটি হইয়া গেল!

হারাধন।—"কি? কাহার মাথা ফাটিল? বাঙ্গালীর! আহা! —বাঙ্গালীর একটা মাথার দাম লক্ষ মুদ্রারও অধিক। আহা!—সেই মাথা ফাটিল? তবে কে আর রাজনীতি চর্চ্চা করিবে? তবে কে আর সমাজ সংস্করণ করিবে? তবে কে আর ইংরাজকে সুমন্ত্রণা দিবে? বাঙ্গালীর মত মাথা পৃথিবীর আর কোনও জাতির নাই! সেই বাঙ্গালীর মাথা—ফাটা!"

চৌকিদার।—"হুজুর, আপনি একবার অকুস্থানে চলুন। দেখ্‌বেন, দুপক্ষে এতক্ষণ ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে।"

হারাধন বাবু পুনরায় ডাইরি লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। তার পর উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বৈকালে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেক লোক জমায়েৎ হইয়াছে। কাহারও মাথা ফাটিয়াছে—রক্তাক্ত দেহ। কাহারও বা হাত পা ভাঙ্গিয়াছে। তিন চারিটি মৃত দেহ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।

হারাধন বাবু দেখিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, বেশ হয়েছে! ডাইরিটা ভাল ক'রে লেখা চল্‌বে।"

তিনি পুনরায় ডাইরি বই লইয়া লিখিতে বসিলেন। যথা,—

"দিন যায়, দিন আসে। এমন শুভদিন কি আর আসিবে? ভাগ্যে আমি সময়-মত ঘটনাস্থলে যাই নাই! তাহা হইলে এই সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় আমি দেখ্‌তে পেতাম না।"—ইত্যাদি।

এই ডাইরির কিয়দংশ পড়িয়া পুলিশ-সাহেব আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং সসম্মানে হারাধনকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু পঞ্চানন্দ ইহা যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছেন। যিনি দেখিতে চান, পত্র লিখিলেই পাইবেন।

তত্ত্ব-কথা।

---*---

"হীরকই সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত দ্রব্য, নয় কি?"

"হাঁ, শক্ত বটে—পাওয়ার পক্ষে!"

* * *

"দেখ ভাই, যদু সর্ব্বদা আমার কাছে টাকা ধারের জন্য আসে। বল' দেখি, এখন কি করে তার আসা বন্ধ করি?"

"এক কাজ কর। তাকে গোটা-কতক টাকা ধার দাও—তা' হ'লে তার আশা একদম বন্ধ!"

* * *

রায়-গৃহিণী, শ্রীমতী ব্যয়সংক্ষেপ-সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা দিদি, ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিয়ে, রান্না-বাড়ীতে কিছু সাশ্রয় দেখ্‌ছ কি?"

শ্রীমতী ব্যয়সংক্ষেপ-সুন্দরী, তখন মাথা নাড়িয়া বাহু দুলাইয়া উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই, এই দেখ না কেন—ঠাকুর থাক্‌তে আমার স্বামী যা খেতে পার্‌তেন, এখন তার অর্দ্ধেকও পারেন না! এ কি একটা কম সাশ্রয়?"

* * *

জজ।—(কয়েদির প্রতি) "তোমার পূর্ব্ব অপরাধ-সমূহের তালিকা এখন পাঠ করিতেছি—তুমি শোন।"

কয়েদি।—(অতি বিনীতভাবে) হুজুর, বোধ হয়, এই সময় আমায় একটু বসিবার হুকুম দেবেন। উহা না শুনিলেও চলিতে পারে। কারণ, আমার মনের অগোচর তো আর পাপ নাই!

* * *

ভিক্ষুক।—"মহাশয়, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে; আমায় দু'টি খেতে দেন।"

ধনাঢ্য কৃপণ গৃহস্থ।—(গম্ভীরভাবে) "তবে দেখ্‌ছি, তোমার শরীর খুব ভাল আছে। আমার প্রায় বৎসরাবধি পেটের গোল-মাল যাচ্ছে; ভাল ক্ষুধাই হয় না। তোমার শরীর খুব ভাল আছে; তুমি খেটে খাওগে!"

* * *

তাড়াতাড়ি একটি বাবু আসিয়া "হ্যাণ্ড-সেক" (হস্ত-সম্ভাষণ) করতঃ প্রশ্ন করিলেন,—"ভাল আছেন তো!"

ভদ্রলোকটি কিঞ্চিৎ কাতর-স্বরে উত্তর করিলেন,—"হাঁ, এই এক মিনিট পূর্ব্বে ভাল ছিলাম বটে; কিন্তু আপনার এই হাত ধরার পর হইতেই যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে।"
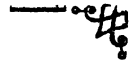
ষোড়শী চমৎকারিণী, পঞ্চদশী বিরহিণীকে সগর্ব্বে কহিলেন,—"দেখ ভাই, সংসারে আমাদের যে কিছু ঘটনা ঘটে, আমি সব আমার স্বামীকে না বলে থাক্‌তে পারি না।"

পঞ্চদশী বিরহিণীও হটিবার পাত্র নহেন। তিনিও তখন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"বেশ, এই বুঝি তোমার বুদ্ধি! আমি ভাই, স্বামীকে এমন অনেক কথা লাগাই—যা ভাই, কখনও আমাদের সংসারে ঘটে না। তা নইলে কি ভাই, আজকালকার স্বামীদের সঙ্গে পারা যায়?"

* * *

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইতেছেন,—"আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ।"

ছাত্র জিজ্ঞাসিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! তা'হলে পৃথিবীর বাকি সবাই অধম পুরুষ?"

* * *

বাড়ীওয়ালা।—"কেমন,—বাড়ীর উপরতলায় আজকাল জল পাচ্ছেন তো?"

ভাড়াটে।—"হাঁ, বৃষ্টির সময় যথেষ্ট।"
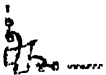
ঠান্‌দিদির বিয়ে।

ঘোর কলিকাল! দেখ্‌বো কত আর!
কালের বসে ঠান্‌দিদির বিয়ে যে আবার॥
বর-মহাশয় শিব-শম্ভূ বয়স সবে ষাট্।
ঠান্‌দিদিরও কাছাকাছি—আন্‌লেই হয় থাট॥
বিয়ের তাই বড়ই রগড়—নূতন বিধান তাতে।
ভূত-পেত্নী-শাঁকচুন্নীর বরণ-ডালা হাতে॥
শ্মশান হ'লো বাসর-ঘর, চিতাশয্যা খাট।
দৈত্য-দনু ছোটে তাই মাথায় লয়ে কাট॥

চাঁদদিদির বিয়ে
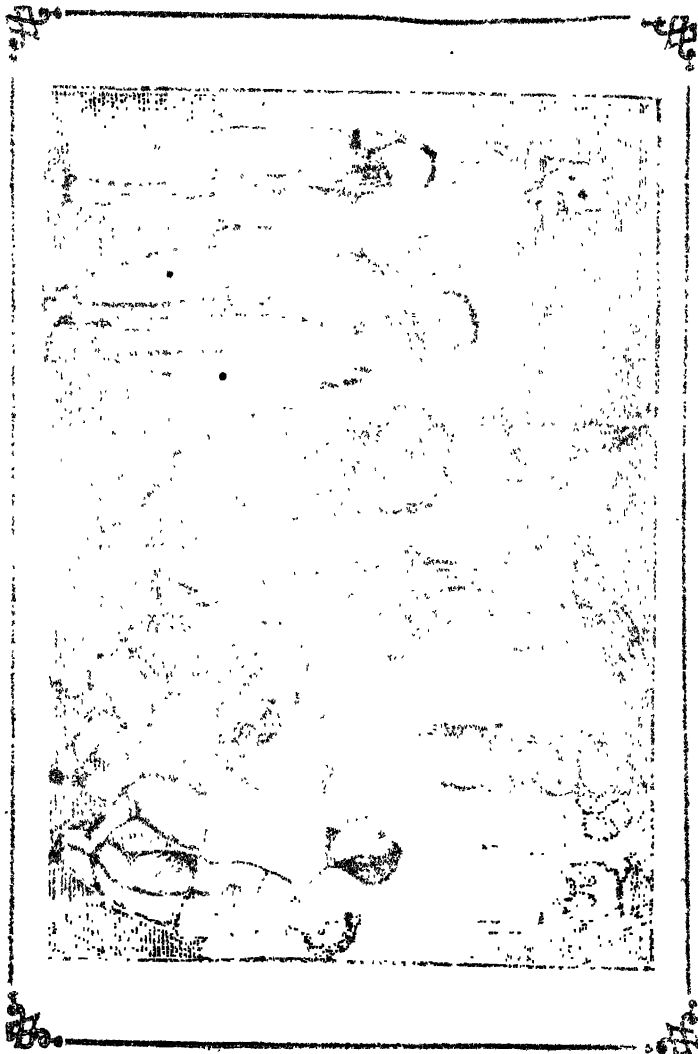
হুলুধ্বনি নাইকো—তা'য় 'হরিবোল হরি!'
রূপের বাহার অপরূপ—কিবা বলিহারি॥
আর পক্ষের ছেলে তিন্‌টা কেঁদেই হয় সারা।
"কোথা যাস্ তুই" বলে, কাপড় ধরে তারা॥
ঠান্‌দি বলে—"ভয় কি, বাপু-বাছা!
যেই বাপ্ মলো, নতুন পেলে,
পর্‌তে হলো না কাচা॥"
বিয়ের যাঁরা ঘটক-ম'শায় তাঁরাও বলেন তাই।
"কাঁদ কেন, নতুন বাবা পেলে তোমরা ভাই।"
এমনি কলির কারখানাটা বুঝে উঠা ভার।
কালের বসে ঠান্‌দিদির বিয়ে হয় আবার॥

চারি পয়সার গল্প।

—— * ——

একজন লোক গল্প বলিয়া সকলের নিকট পয়সা আদায় করিতেন। তাঁহার গল্পের বাঁধা দর ছিল; অর্থাৎ, যে যেমন পয়সা দিত, তিনি তাহাকে সেই প্রকার গল্প বলিতেন। এমন কি, তিনি এক আনা হইতে ষোল টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের গল্প বলিতে পারিতেন।

একদিন একজন আসিয়া কহিল,—"মহাশয়, আমার নিকট চারিটী মাত্র পয়সা আছে। আমায় এক আনার উপযুক্ত একটা গল্প বলুন।"

গল্পকার, এক আনার পয়সা হস্তগত করিয়া, একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রকাণ্ড রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় থাম, বড় বড় সিংহদ্বার, ইন্দ্রভবনও তাহার কাছে হারি মানিয়া যায়। রাজা ষষ্টিসহস্র মহিষী লইয়া তথায় বাস করেন। হঠাৎ একদিন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র (Royal tiger) আসিয়া নগরের বহু লোক হত্যা করিয়া, রাজবাটীর মধ্যে

প্রবেশ করিল। রাজার মা ভয়ে তাঁহার নিজ-কক্ষের আগড় বন্ধ করিলেন।”

যিনি গল্প শুনিতেছিলেন,—তিনি ‘আগড়’ কথাটী শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“এ কি রকমের গল্প মহাশয়! ‘রাজার মা’ ‘আগড়’ দিলেন কি প্রকার? এই বলিলেন, ‘প্রকাণ্ড বাড়ী’—‘ইন্দ্রভবনও তাহার সমতুল্য নহে’; আবার বলিতেছেন, —‘রাজার মা’ ‘আগড়’ দিলেন।’ এ কেমন কথা!”

গল্পকার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,--“তা, চার পয়সায় কি আর প্যানেল্ওয়ালা দরজা, জানালা, খড়খড়ি হবে? যা’ বলেছি, চার পয়সায় ঐ পাওয়া যায় না! যেমন দেবে, তেমনি তো পাবে! রাগ কর্‌লে চলবে কেন, বাপু!” যে লোকটী গল্প শুনিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ব্যাপার বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন।

ফুরুৎ

ঠাকুর-দা গল্প বলিতেছেন,—"দেখ ভায়ারা, গল্প বলিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি থামিলেই 'তার পর কি হইল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

ভায়ারা বলিল,—'তা'র আর বেশী কথা কি? আপনি থামিলেই আমরা জিজ্ঞাসা করিব—'তার পর'।

ঠাকুর-দা' গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এক ভয়ানক অজগর বন। সহজে মানুষ তা'র ভেতর ঢুক্‌তেই পারে না। কেবল ব্যাধেরা শিকারের জন্য অতি কষ্টে যা' দু'একবার যায়।"

ঠাকুর দা' থামিলেন। ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

ভায়ারা।—তার পর?

ঠাকুর-দা' আহ্লাদিত হইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সেই বনে এক বৃহৎ ঝাঁকড়া সেওড়া গাছ। সেই গাছে, ঠিক সন্ধ্যার কিছু আগে, প্রায় হাজার-দু'হাজার পাখী

এসে বসে আছে। একজন ব্যাধ এই সময় সেই গাছে এক জাল চাপা দিল। জালের এক জায়গায় একটু ছেঁড়া ছিল। প্রথমেই সেইখান দিয়ে একটা ছোট পাখী 'ফুরুৎ' করিয়া উড়িয়া গেল।"

এই বলিয়া, ঠাকুরদা', কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া, তাঁহার থেলো হুঁকোয় 'ফুরুৎ' 'ফুরুৎ' করিয়া টান দিতে লাগিলেন।

ভায়ারা জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর?"

ঠাকুর-দা' বলিলেন,—"ফুরুৎ।" অমনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-দা'র মুখ-বিবর দিয়া একরাশি ধূম বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই আবার হুঁকায় প্রতিধ্বনি—ফুরুৎ! ফুরুৎ!!

ভায়ারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর!" ঠাকুর-দা'ও উত্তর দিলেন, "ফুরুৎ।"

এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা 'ফুরুৎ' 'ফুরুৎ' শুনিয়া ভায়ারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। সে 'ফুরুৎ'ও আর ফুরাইল না, গল্পও আর শেষ হইল না।

কলির গোপাল।

—— * ——

ঘোর কলিকাল! আরো কত, দেখ্‌বো কেলেঙ্কারী।
কালের বশে, দার্জিলিঙ্গে, একদিন হ'ল ব্রজপুরী॥

কালো গোপাল, লাল হ'তে চায়, বিবি রাইকিশোরী।
ঘোষজা আয়ান, সাহেব এখন, পিস্তল পাঁচন-বাড়ী॥

কালার বাঁশী ভোঁতা এখন, রাই ভোলে না তায়।
এখন, ভুলিয়ে কালায়, রঙ্গিনী রাই, খপ্পরে ঢোকায়॥

রাধায় ছেড়ে, কালায় আয়ান, মারে পিস্তল-বাড়ী।
রঙ্গিনী রাই, রগড় দেখে, হেসেই গড়াগড়ি॥

কলির গোপাল।

তখন কালা, আয়ানে ভুলায়, দেখায়ে কৃষ্ণ-কালী।
এখন কিন্তু, ভুল্‌লো আয়ান, পেয়ে টাকার থলি ॥

অপরূপ, দেখে রূপ, ঘোযজা আয়ান,
তখন কালায় পূজ্‌লো পায়ে ধরি।
এখন কলির উল্টো ছবি, কালা গড়াগড়ি ॥

সাহেব আয়ান, তাই তার পায়ে, প্রাণের দায়ে,
গোপাল গড়াগড়ি।
ঘোর কলিকাল! আরও কত, দেখ্‌বো কেলেঙ্কারী ॥

কবি বলে :—

খেতে কুল শীল, গিয়ে এখন, খাইয়ে আসো পরে।
দূর্‌ দুঃশীল, কলির গোপাল, ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ॥

চাট্‌নি।

পৃথিবীর আকার গোল। 'ভূগোলে' আর একটি নূতন প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইবে। যথা—সে দিন প্রাতঃকালে দুই মাতাল বাটী ফিরিবার সময় বলাবলি করিতেছিল—"সন্ধ্যার সময় আমরা যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম, এখন আবার ঠিক সেইখানেই ফিরে যাচ্চি। পৃথিবীটা যে গোল, ইহাই তাহার প্রমাণ!"

* * *

"হাঁ রে কেষ্টা, এখানে যে দুটো সন্দেশ রেখে গিয়েছিলাম, একটা রয়েছে দেখ্‌ছি যে?"

কেষ্ট, নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য কহিল,—"তাই তো দিদি, ঘর অন্ধকার! আরও যে একটা আছে, তা আমি দেখ্‌তে পাই-নি।"

* * *

অন্ধ, মনকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—"পার্থিব অর্থ, আমায় কষ্ট দেয় না। সার ধন, আমি স্বর্গে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।"

বন্ধু, ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—ঠিক আমার পিসিমার মত। জিনিষ-পত্র তিনি এমনই যায়গায়ই লুকাইয়া রাখেন যে, শেষে নিজেই খুঁজিয়া পান না।"

* * *

শিক্ষক, ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তিদায়ক কে?" একজন প্রত্যুৎপন্নমতি বালক বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে, ক্লোরোফরম।"

* * *

নব্য-দাতা—তুমি প্রতারক; আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি 'অন্ধ'।

ভিক্ষার্থী।—যদি আমি অন্ধই না হইব, তবে আপনার ন্যায় দাতার কাছেই বা ভিক্ষা চাহিতে আসিব কেন?

গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ প্রভু ভৃত্যকে বলিলেন,—"আজকার গরমে যে সব গ'লে যাবে।' সুচতুর ভৃত্য অমনি বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে হাঁ! কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি কাপড় কিনিবার জন্য যে পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন, তাহা গলিয়া পাঁচটা দুয়ানী হয়ে গিয়েছে।"

* * *

কোনও গুরুতর অপরাধে এক আসামীর চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের হুকুম শুনিয়া, আসামী কাতরকণ্ঠে স্বীয় উকীলকে বলিল,—"মহাশয়! দীর্ঘকালের জন্য শাস্তি—কি ভয়ানক?" উকীল, আসামীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"শাস্তি, বাস্তবিক দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তুমি অত কাল বাঁচ্‌বে না; সুতরাং তোমায় অত শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে না।"

* * *

"আচ্ছা ভাই, তুমি কেন রাম বাবুর নিকট টাকা ধার চাহিলে? তোমার তো টাকার অভাব নাই!"

"অভাব নাই সত্য, কিন্তু পাছে উনি আবার ধার চান—তাই সে পথ বন্ধ কর্‌লাম।"

* * *

"ভাই, বন্ধ্যা-রমণী কি কখনও গর্ভবতী হয় না?"

"হয় বৈ কি! যখন তাহার স্বামীকে রাত্রে শব-দাহের জন্য কেহ ডাকে।"

* * *

রমণীমোহনের স্ত্রী বিনোদিনী এবার বিশেষ অনুরোধ করিয়া স্বামীকে লিখিয়াছেন—পূজার বাজারে কলিকাতা হইতে নূতন জিনিষ কিনিয়া আনিও। চির-অনুগত স্বামী, বহু সন্ধানেও কোনও নূতন দ্রব্য না পাইয়া, শেষ একখানি 'নূতন পঞ্জিকা' লইয়া গেলেন।

স্ত্রী চটিয়া বলিলেন—'তোমার এই বিদ্যা!"

স্বামী উত্তর দিলেন,—"নূতন জিনিষ আন্‌তে বলেছ ; এই দেখ না কেন ; লেখা রয়েছে—নূতন!"

* * *

কর্ত্তা মানহানির নালিশ করিয়া বুকে ফুল গুঁজিয়া, বুক ফুলাইয়া শ্বশুরালয়ে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্ত্রী তাড়াতাড়ি এক মুঠা ছাই হাতে করিয়া স্বামী-সম্ভাষণে গেলেন! স্বামী অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিলেন—'কি জান, পূজার বাজারে মানটা পাছে পচে যায়, তাই গোড়ার চাট্টি ছাই দিচ্চি!' স্বামী সেইদিনই মানহানির মকদ্দমা তুলিয়া লইলেন।

* * *

পূজার বাজারে গুরুদেব শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। পরমভক্ত শিষ্যের আদর-যত্নের ত্রুটি নাই। শিষ্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন,—'প্রভু আজ পায়েসান্ন খান, আর এ দাসকেও একটু প্রসাদ দিন।' প্রসাদ দিবার ভয়ে গুরুদেব বলিলেন,— 'বৎস, পায়েসটা ঠাকুরবাড়ী দিয়া আসিয়াছি ; পায়েস খাইব না। তবে ভাল দুগ্ধ ও সন্দেশ লইয়া আইস। দুটি নিরামিশ অন্ন আজ ভক্ষণ করিব।' শিষ্য সমস্তই যোগাড় করিল। গুরুদেব দুধ-ভাত ও মিষ্টান্ন একত্র করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ভক্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। দেখিয়া শিষ্য বলিল,—'প্রভু, দুধভাত চিনি সবই খান; তবে কি কেবল ঝালটাই ঠাকুরবাড়ী দিয়ে এসেছেন!"

* * *

জননী (কন্যার হস্তে সচ্চরিত্রতার রৌপ্য পদক দেখিয়া)।—"তুই এত দুষ্ট মেয়ে; তুই সচ্চরিত্রতার জন্য রৌপ্যপদক পেয়েছিস্? কর্ত্তা দেখ্‌লে কতই আনন্দিত হ'বেন। তাঁকে তুই বলিস্—কি ক'রে রৌপ্যপদক পেয়েছিস্?"

কন্যা।—"কি করে পেয়েছি, শুন্‌বে? শিক্ষকেরা, আমায় রৌপ্যপদক দেন-নি, কেষ্টাকে দিয়েছিলেন; রাস্তায় আমি, তার হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে নিয়েছি।"

কন্যার সচ্চরিত্রতায় জননীর আর সন্দেহ মাত্র রহিল না।

* * *

প্রশ্ন।—মানের বাড়্ কত দিন?

উত্তর।—যত দিন না ঠেকে!

* *

জজ।—তুমি উহার (কৃপণের) যথাসর্ব্বস্ব ধন অপহরণ করিয়াছ কেন?

কয়েদী।—আজ্ঞে হস্তান্তরিত হইলে কিছু উপকার দর্শিবে ভাবিয়াছিলাম।

* * *

"যোগের মধ্যে কোন্ যোগ শ্রেষ্ঠ ?

"আজ্ঞে, জলযোগ।"

"হাঁ, তা না হলে কি চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, বাবা!"

* * *

'রস কয় প্রকার?'—উত্তর সহজ—নয় প্রকার। কিন্তু রমাকান্ত ভাবিয়া আকুল হন কেন? নবরসের কথা কে না জানেন? রমাকান্ত দেখিলেন,—তাল, খেজুর, আক প্রভৃতির রসই বা বাদ দিবেন কোন্ সূত্রে? রসিক নহিলে রস বুঝেই বা কে?

* * *

হেড পণ্ডিত নিম্নশ্রেণী পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন—শিক্ষক নিদ্রিত। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয় ঘুমাইতেছেন।

শিক্ষক।—উঁ হুঁ।

হেড পণ্ডিত।—দেখ্ছি ঘুমাচ্ছেন, আবার মিথ্যা কথা বল্ছেন!

শিক্ষক।—মিথ্যা কথাও কহি নাই; 'না-ও বলি নাই। বলেছি—"উঁ হুঁ। আপনি ডাকিলেন,—"মহাশয়"; আমি উত্তর দিলাম—"উঁ"। আপনি জিজ্ঞাসিলেন,—"ঘুমাচ্ছেন;" আমার উত্তর—"হুঁ।" আপনিও দুটী প্রশ্ন একেবারে করিয়াছেন; আমিও দুটীরই উত্তর একত্রে দিয়াছি।

হেডপণ্ডিত অবাক।

* * *

এক সাহেব, উপর্য্যুপরি দুই-তিন বার বাঙ্গালা পরীক্ষায় ফেল হইয়া, রাগিয়া বলিয়াছিলেন—"কেবল বাঙ্গালী বাবু নহে, তাহাদের অক্ষর-গুলাও বাবু। কেতাব খুলিয়া দেখ—কোনও অক্ষর ছাতা মাথায় দিয়া আছেন, কেহ আর একটীর স্কন্ধে উঠিয়াছেন, কেহ অন্যের পা টিপিতেছেন, কেহ অন্যের কাঁধে হাত দিয়া গমন করিতেছেন, কেহ পাল্কীতে বসিয়া আছেন।" সাহেব বড় দুঃখেই কথাটা বলিয়াছিলেন।

* * *

হরিঘোষের বাড়ী পূর্ব্বে একবার সিঁদচুরী হয়। হরিঘোষ আপন গ্রামের পুলিশে এত্তেলা দেয়; দারোগা তদারক করেন। কিন্তু তদন্তে চোরের কোনই সন্ধান হয় না। লাভের মধ্যে দারোগার নজর, কনেষ্টবলের বক্‌সিস ও আহারাদিতে হরিঘোষের প্রায় আট দশ টাকা ব্যয় হয়। সম্প্রতি আবার হরিঘোষের বাড়ী চুরি হইল। হরিঘোষ এবার থানায় খবর না দিয়া একদম সদরে হাকিমের নিকট হাজির হইল এবং দশটি টাকা হাকিমের নিকট দাখিল করিয়া করযোড়ে কহিল,—"হুজুর, এ গরীবের ঘরে আবার চুরি হয়েছে। দারোগা প্রভৃতির জন্য এই দশ টাকা দাখিল করিলাম। এবার আর আমার বাড়ী যেন তাঁদের পদধূলি না পড়ে।"

ফলে, দারোগা বরখাস্ত হইলেন।

'কলা কয় প্রকার?'—বড় বিষম প্রশ্ন। সুবোধ ছাত্র ভাবিয়া স্থির করিল—কলা অসংখ্য। মর্ত্তমান, কাঁটালী, চাঁপা, কালী-বৌ প্রভৃতি তো আছেই; তার উপর—শিল্পকলা, নাট্য-কলা, সাহিত্যকলা, চাঁদের কলা—একেবারে কলার হাট আর কি? কাহারও বাজরা ষোল কলায় পূর্ণ; কাহারও চৌষট্টি কলায় পূর্ণ। খাইতেছেন অনেকেই, হিসাব রাখেন কে?

* * *

ছাত্র ব্যাকরণ পড়িতেছে, কিন্তু কিছুই শিখিতে পারিতেছে না। পণ্ডিত মহাশয় একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বাপু তোমার কিছু হইবে না। আজও তদ্ধিত জিনিসটা কি, তোমার মস্তকে প্রবেশ করিল না?" ছাত্র কহিল,—"আপনার 'হিত' কিছুই করিতে পারিলাম না, তা তদ্ধিত!"

* * *

সাহেব, আপিসে আসিয়া দেখিলেন—বড় কেরাণীবাবু নিদ্রিত এবং তাঁহার সহকারী (Assistant) তন্দ্রাভিভূত। বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি করিতেছ?"

বড় বাবু। (থতমত খাইয়া)—"আজ্ঞে ঘুমাচ্ছি।"

সাহেব, সহকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি করিতেছ?"

সহকারী।—আজ্ঞে, বড় বাবুর সাহায্য (assist) করিতেছি।

* * *

"সাহিত্য-দর্পণ" পড়াইতে পড়াইতে অধ্যাপক এক ছাত্রকে কহিলেন,—"বাপু, তুমি শুন্‌বেও না, বুঝ্‌বেও না। মন দেও; বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। অলঙ্কার—বাঘও নয়, ভালুকও নয় যে, ভয় পাচ্ছ!" ছাত্র, তদবধি স্থির হইয়া শুনে। যেদিন সন্দেহ-অলঙ্কার পড়ান হইতেছে, ছাত্র সহসা বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে এইটা আগে পড়ালে আর আমার কোনও গোল হইত না। অলঙ্কার দেখিলেই আমার সন্দেহ হয়। সন্দেহ-অলঙ্কার আমি খুব বুঝিয়াছি।"

* * *

একটী কেরাণী, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আপিসে আসিয়া, আবার তিনটা বাজিতে না বাজিতেই, চেয়ার হইতে চাদর খুলিতে লাগিলেন। দেখিয়া, বড় বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"এলে ১২টার পর; আবার তিনটার আগেই যে চাদর খুল্‌ছ?"

কেরাণী।—একটু সকাল সকাল যাবো।

বড় বাবু।—এলেও দেরীতে, আবার যাবেও সকালে?

কেরাণী।—তা না হ'লে দেরীটা পূরণ হবে কি করে? এলাম দেরীতে, যাবোও দেরীতে—এক দিনে ছু'বার দেরী! মাইনে কাটা যাবে যে?

* * *

মেড়া-অবতার।

কলিকালে মানুষ-মেড়া নব-অবতার।
তাল ধরে তায়, খেলায় কেমন, চতুর খেলোয়াড় ॥
লেজ নেড়ে যেই শিং ঘুরিয়ে মার্‌তে গুতো তেড়ে যায়।
অমনি সে যে পিছন হটে, ঢুঁ লাগে তায় সবার গায় ॥
সামাল সামাল উঠে রব, কেউ পড়ে—
কেউ বা যায় পড়াগড়ি।
ক্ষেপিয়ে মেড়ায়, কাজ বাজিয়ে,
কেউ বা দূরে হাসে হি হি করি ॥
এমনি মেড়ার, বিট্‌কেল গোঁ—থামানো বড় দায়।
ঢুসিয়ে সবায় মাড়িয়ে পায়ে, মায়ের পানে ধায় ॥

ওই ওই ওই! মার্‌লো বুঝি মাকেই ট্যাঁ,
তেড়ে গিয়ে আজ।
এক-মেটেতেই কল্লে মাটি, গেল ধর্ম্ম-কাজ॥
সারাটি বরষ ধরে, কত কি আশার আশায়,
কেটেছে সময়।
সেই আশা আজ মিট্‌বার দিনে, ফাটে যে হৃদয়॥
হায় হায়, এ দুঃখ আর বল্‌বো কারে,
মরমে মরে যাই।
যদি সত্য হও মা! এবার যেন তোমার পূজোয়,
এ মেড়ায় বলি দিতে পাই॥

মেড়া অবতার।

পঞ্চরঙ্।

— * —

মহাবিচার!

যমরাজের সভায় আজ মহা ভিঁড়—ভারি সরগরম্! তিন চারি জন বড় বড় দেবতা বিচারপতি হইয়া বসিয়াছেন; আর, পাঁচ সাত জন ছোটখাট মাঝারি গোছের দেবতা জুরী সাজিয়া বসিয়াছেন। আজ সভায় মহাবিচার—ভারি ব্যাপার! দুই ধারে দুই জন আসামী দণ্ডায়মান। একজন খুনী; আর একজন বটতলার লেখক। সাব্যস্থ করিতে হইবে, কে অধিক দোষী!

অনেক তর্কবিতর্কের পর, জুরীদিগের মতামত জানিয়া, যমরাজ বিচার করিলেন—"যে খুনী, তাহাকে সাত বৎসর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর, যে বটতলার লেখক, সে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।"

বটতলার লেখক তখন অন্যায় বিচার হইতেছে ভাবিয়া, যোড়করে ধর্ম্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিল,—"হুজুর! যে খুনী,

তাহাকে আপনি সামান্য দণ্ড দিলেন। আর আমি নির্দ্দোষ; আজীবন বটতলায় ।০ চারি আনা ।/০ পাঁচ আনায় এক এক বৃহৎ ফর্ম্মা লিখে, অতি কষ্টে দিনপাত ক'রেছি; আমার কি অপরাধ ধর্ম্মাবতার, যে, অনন্তকাল আমায় নরকে থাকিতে হইবে?"

যমরাজ উত্তর করিলেন—"দেখ, যে খুনী, সে কেবল একটাই খুন করিয়াছে। কিন্তু তুমি এক এক খানি বই লিখিয়াছ, আর বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র নর-নারীকে খুন করিয়াছ। তোমার মত মহাপাতকী কি আর আছে?"

তখন, ইঙ্গিতমাত্র যমদূতগণ বটতলার লেখককে গুঁতা দিতে দিতে নরকে লইয়া গেল।

* * *

বরযাত্রী Vrs. কন্যাযাত্রী।

একজনদের বাড়ীতে বিবাহ—ভারি ধুম! আসর সরগরম! তখন নানারূপ প্রশ্নোত্তরের পর, বরপক্ষীয় একজন, কন্যাপক্ষীয় অপর একজনকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, বাপু! তোমার বাড়ী কোথায়?"

কন্যাপক্ষীয়—বাঁশবেড়ে।"

বরপক্ষীয় তাহাতে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'আরে ছ্যা! তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো কি? এমন স্থানের নাম কল্লে যে, কেউ চিন্‌তেই পাল্লে না!"

এমন সময়ই লুচির ডাক্! সকলেই গোলমাল করিয়া উঠিয়া পড়িল। কাজেই তখনকারমত কন্যাযাত্রীর হার বজায় রহিল।

কিন্তু আহারের সময় সেই কন্যাযাত্রী, কি এক ফন্দী ঠাওরাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা মহাশয়ের নাম ?"

বরযাত্রী—"নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

কন্যাযাত্রী।—"মহাশয়ের পিতার নাম ?"

বরযাত্রী।—"৺ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

কন্যাযাত্রী।—(ঈষৎ হাসিয়া) "আরে ছ্যা! তোমার সঙ্গে আর কথা কইবোই বা কি ? বাপের এমন নাম বোল্লে যে, কেউ চিন্‌তেই পাল্লে না! রামমোহন রায় বল, কেশবসেন বল, রাধাকান্ত দেব বল, কেষ্টদাস পাল বল, শিবনাথ শাস্ত্রী বল; তবে তো লোকে চিন্‌বে! কিন্তু তা না ব'লে, কি একটা বল্লে যে, কেউ চিন্‌তেই পাল্লে না!"

* * *

শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সুতো বেরুচ্চে!

রামসদয় বড় তুখোর ইয়ার! নেশায় ভরপুর!! 'কোনটি বাকি নাই' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিন নেশায় চতুরঙ্গ হইয়া গভীরা রজনীযোগে বাটী আসিয়া উপস্থিত। বাটীতে একমাত্র পিসি-মা বর্ত্তমান। বড় ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে, পিসি-

মার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার যাচ্ঞা করায়, তিনি বিরক্ত চিত্তে উত্তর দিলেন—"তাকের উপর সন্দেশ আছে, গেল্‌-গা!"

রামসদয় মুদিত-নেত্রে সন্দেশ অনুসন্ধান করিতে করিতে, একটি গুলি সূতা পাইয়া সন্দেশ-ভ্রমে তাহাই বদনে দিল। গুলি সূতা গলায় আট্‌কাইয়া যাওয়াতে ও কেমন-কেমন বোধ হওয়াতে, রামসদয় মুখের ভিতর অঙ্গুলি দিয়া সূতার এক থাই ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। যত টানে, সূতা তত বাহির হয়। কাজেকাজেই রামসদয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিসিমাকে বলিল,—"পিসিমা! শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সূতো বেরুচ্চে।"

পিসিমা—"ওমা! বলে কিগা? সর্ব্বনাশ!!" এই বলিয়া পিসিমা প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন,—"সত্যই তো! কি হবে গা?"

রামসদয় তখন কাঁদিয়া অস্থির!—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল—"পিসি-মা শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে সূতো বেরুচ্চে!!"

* * *

ভদ্রলোকের এক কথা।

মাষ্টার।—কেমন, এবার পড়েছো কেমন?

ছাত্র।—তার কসুর কিছু হয় নাই। সময় সময় উঠ্‌তে পারি নাই, এই দুঃখ। আমার পরীক্ষার 'ফী'টে জমা করে নেন। কাগজখানা fill up করে দিই।

মাষ্টার।—সে কি হে!—তিন বার পরীক্ষা দিলে, তিন বারই এক বয়স লিখ্‌ছ যে? এবার কিছু বাড়িয়ে দাও।

ছাত্র।—আজ্ঞে তা পার্‌বো না। সেই পড়া, সেই পরীক্ষা, সেই স্কুল, সেই আমি ছাত্র, সেই আপনি মাষ্টার ম'শাই; সবই যখন ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, বয়সের বেলায় উল্টাপাল্টা কর্‌লে যে গোল হ'বে! বিশেষতঃ, একবার যাহা লিখিয়া দিয়াছি, তাহা বদলাইব কি করিয়া? আমি ভদ্রলোকের ছেলে, ম'শাই! ভদ্রলোকের এক কথা।

* * *

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

তারহীন তাড়িত-বার্ত্তার ব্যাখ্যা শুনিয়া সুরেশ বাবু কহিলেন,—"এ আর নূতন আবিষ্কার কি? ও তো চিরকালই আছে—আমাদের ঘরেই আছে। আমার স্ত্রীর নিকট কোনও কথা গোপন রাখিতে বলিলে, তাহা মুহূর্ত্তে এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় প্রচারিত হইয়া পড়ে। এর চেয়ে তারহীন তাড়িত-বার্ত্তা আর কি হ'তে পারে!"

নবরঙ্গ।

---*---

আমরা আট রকমের আট্‌টী সঙ্।
আমাদের নবরঙ্গে নূতন ঢঙ্॥
আত্ম-পরিচয়ে করি গুণের বড়াই।
নীচু কেহ নই মোরা, প্রধান সবাই॥

প্রথম।

হিদে জোলার নাতি আমি, গোড়ায় জেতে হাড়ি,
নামটী আমার পতিতপাবন, এখন মিষ্টার হ্যারি।
ছেঁড়া কপ্‌নী ছেড়ে কেমন, হ্যাট্‌কোট ধ'রেছি;
হিপ্-হিপ্ হুর্‌রে—আমি সায়েব বনেছি॥
কালা ব'লে চিন্‌বে কেডা, পাউডার মেখেছি;
জাত ভাই সব ভয়ে পালায়,
হো-হো-হো—সায়েব বনেছি।

দেখ আমার কতই মান,

দুই হাতে মুই বিলাই মান,

'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস' হও আগুয়ান,

আমি পতিত-উদ্ধারকারী।

দ্বিতীয়।

এস বঁধু—এস ভাই, কোলাকুলি করি,—

জেতে আমি চর্ম্মকার পেশা রোজ-মজুরী।

প্রথম।

সেই তো কথা—তাই তো চাই,

আমরা সবাই ভাই ভাই;

হাতটী বাড়াও ভেদভাব নাই,

সেকহ্যাণ্ড ক'রে সারি।

মুটে ভাই—মুটে ভাই!

এস দোঁহে কোলাকুলি করি।

আমি পতিত-উদ্ধারকারী॥

দ্বিতীয়।

মোট নয় মোর মাথায় এ যে প্রেমের পশরা।

কোঁকড় কোঁকড় কোঁ—এ যে বড় মনোহরা॥

হেঁদুয়ানী ছাড় ভাই ধর আমার ধারা,
ছোট বড় রইবে না তায় ধন্য হবে ধরা।
সমানে সমানে হবে সমানে সমান ;
তত্ত্ব-কথা শোন ভাই, মুই মিঞাজান ॥

তৃতীয়।

কি কাজ কি কাজ আর সমাজ তেজিয়া,
ক'রেছি বিধান বা'র—শাস্ত্র বিচারিয়া।
এই দেখ পুঁথি-পাতি, আনহ দক্ষিণা ;
পাতিতে তরাতে আর কেবা আমা বিনা।

প্রথম।

নেই মাঙ্‌তা শাস্ত্র আর শাস্ত্রের বিধান।
লাঠির জোরেতে হবে পতিতে উত্থান ॥

* * *

এত বলি লাঠি ধরি ঘুরায় মিষ্টার হ্যারি।
পণ্ডিত-প্রধান যান ভূমে গড়াগড়ি ॥
চারি দিকে উঠে তবে ঘোর গণ্ডগোল।
নানা জনে নানা ভাবে কহে নিজ বোল ॥

কেহ বলে সব ছেড়ে হও কেরেস্তান।
কেহ কহে কাজ কি তায়, সমাজে লহ স্থান ॥
ঘুচিল না বিসম্বাদ বাড়িল জঞ্জাল।
চতুর্থ উঠিল তবে বাজাইয়া গাল।

* * *

চতুর্থ।

আমি দেশোদ্ধারকারী।
দুনিয়ার মাঝে কেবা আর
আমার সমান ধনুর্দ্ধার ?
আমি বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার করি।
হো—হো—হো!
আমি দেশোদ্ধারকারী!
অস্ত্রবল বাহুবল—সবুসে হ্যায় সেরা,
মুখের বলে বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার করা।
ভূ-ভারতে আমার মত কেবা গলাবাজ,
গোলাগুলি হারি মানে শুন্‌লে সে আওয়াজ।

বক্তৃতা-বাজারে পাছে ওঠে গালাগালি,
পিচে চেপে রাখি চেলা দিতে করতালি।
এ সংসারে আমার মত কার বাহাদুরি ?
আমি বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার করি।

পঞ্চম।

আমি বেজায় কলমবাজ।
আমার দাপে
ভুবন কাঁপে
হৃদয় ফাটে
প্রাণে বাজে বিষম বাজ।
আমি বড্ডি কলমবাজ ॥
আমার কলমের খোঁচায়,
রাজারাজ্য উল্‌টে যায়,
বাঁকা সিদে হ'য়ে ধায়,
নারী অন্দরে লুকায়,
পেয়ে বিষম লাজ।
আমি বড্ডি কলমবাজ ॥

আমি হয়কে করি নয়,
আবার নয়কে করি হয়,
লেখার আমার কতই কারদানি।
ঘরে ব'সে তামাক ফুকি,
বাইরের খবর থোরাই রাখি,
(কিন্তু) আমি,
সব জানি গো—সব জানি।
আমার লেখার চোটে ফাটে মাটি
বিনা মেঘে পড়ে বাজ।
আমি বড্ডি কলমবাজ।
হো—হো—হো !
আমি বড্ডি কলমবাজ ॥

* * *

ষষ্ঠ।

আমি নই তো কেবা আর,
আমিই লিডার—আমিই লিজ্জার।

হি—হি—হি !—আহা মরি,
দুনিয়াটা তো আমারি ! !
আমি দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা
সকল গুণের গুণী ;
ওকালতী পেশা আমার,
আমি দেশের চূড়ামণি !
(আমি) নিজে সাফাই, পরকে মজাই,
আমার এতই কারসাজি।
(আমি) ঝোপ বুঝে কোপ মারি,
আপনি সরে পড়ি
আমি কত সাজেই সাজি ॥

আমার মত আছে কেবা দেশ-উদ্ধারকারী।
পরের ছেলে লেলিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়ি ॥

আমার মত কেবা আর,
হো—হো—হো !
আমিই লিডার—আমিই লিডার !

সপ্তম।

ভূমিশূন্য রাজা আমি—মস্ত জমীদার।
ভুঁড়ির ভরে কাঁপে ধরা, ধনে ফক্কিকার ॥

নামের জন্য নাচি আমি,
তাল মান না জানি।
যে যখন নাচাতে পারে,
তারেই তখন মানি ॥

উপরের চাপ খেয়ে যখন ভূমে গড়াগড়ি।
টাকার তোড়া ধরে তখন পায়ের নীচে পড়ি ॥

* * *

অষ্টম।

আমি স্বাধীন পশারী।
কারু ধার না ধারি—করি ডাক্তারী ॥

আমার ডাক ভারি,
ভাঙ্গি সব জারি,
আমি বেজযাই রোজগারী।

হাঁকাই জুড়িগাড়ী,
পড়ি না পড়ি,
কাগজ কেতাব নাড়িচারি ॥
যারে ধরি একবার,
ফেরে নাকো আর,
তার ছেড়ে যায় নাড়ী ॥
সব জানি অসার,
ভিজিট বুঝি সার,
কাজে আমি নইকো আনাড়ি ॥
গ্রাটিসে দিয়ে এড্‌ভাইস,
প্রেটিয়ট সাজি।
চাঁদা দিয়ে চিড়িয়া পুষি,
(আমার) কতই কারসাজি ॥
(তারা) সবাই গায় জয় আমার,
বলে বলিহারি।
আমি হই এক রকমের দেশ-উদ্ধারকারী ॥
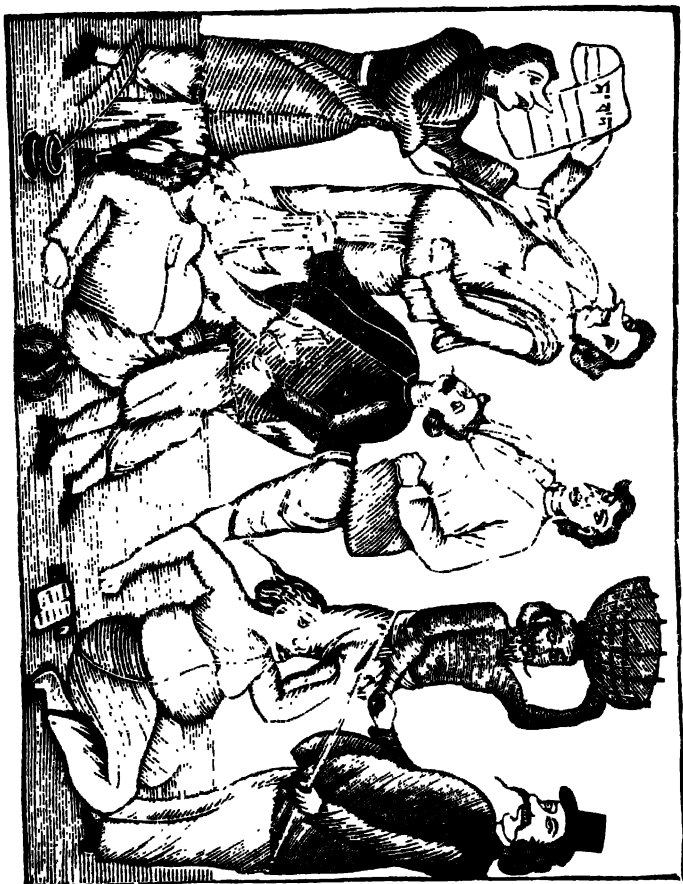
ত্রি-তত্ত্ব।

—— * ——

চোরের শাস্তি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইমাত্র নিমন্ত্রণ হইতে আসিয়া শুইয়াছেন। আফিংএর ঝোঁকে নিদ্রাটা এখনও সম্পূর্ণ আসে নাই। এই অবসরে, এক চোর সিঁদ কাটিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চক্ষু মেলিয়া চোরকে দেখিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। চোর তখন ঘরের চারি ধার খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু অপর কোনও জিনিসই সে দেখিতে পাইল না; দেখিল—কেবল এক জালা চাল রহিয়াছে।

"চাল চালই সই!"—এই ভাবিয়া, অবশেষে চোর তাহার গাত্রের চাদরখানিকেই ভূমে পাতিয়া, সেই জালা হইতে দুই হাতে চাল তুলিয়া সেই চাদরে ঢালিতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও তখন আর নেশার ঝোঁক নাই! তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন,—"বেটা যেমনি পাজি, তেমনিই মজা হবে!" এই ভাবিয়া, আস্তে আস্তে অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দিয়া, তিনি চোরের সেই চাদরখানিকে মেজে হইতে তুলিয়া লইলেন। চোর কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অবশেষে সে জালা হইতে চালগুলি তুলিয়াই চাদরে বাঁধিতে গেল। কিন্তু কি বিপদ!—চাদর কই?. চোরের তো চক্ষু স্থির! চোর তখন সকলই বুঝিল; এবং লাভের মধ্যে চাদরখানাই যায় দেখিয়া, চোর সেই ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর! আর কোন্ শালা আপনার ঘরে চুরি কর্‌তে আস্‌বে? এখন দয়া ক'রে চাদরখানা দেন। আমার নাকে-কাণে খৎ!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন—যেন কিছুই জানেন না! উঠিয়াই, সম্মুখে চোরকে দেখিয়া—"চোর চোর" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। চাদর চাহিবে কি, চোর তখন পলাইতে পারিলেই বাঁচে।

* * *

বিষম সমস্যা!

বিষম সমস্যা—কিন্তু Solve হইল।

গুরুজী শিষ্যবাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা, বল দেখি বাবা গুরু! হনুমান—পবনপুত্র: পবনের ল্যাজ নাই, কিন্তু হনুমানের ল্যাজ কেন? গুরু! এ question যদ্যপি তুমি answer ক'রে দিতে পার, তা'হলে আমি এখনি তোমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব। বিশেষতঃ, এ বড় ফ্যালাসাটী question নয়; এটা শাস্ত্রসঙ্গত প্রশ্ন—তোমার পুরাণেরই কথা!"

গুরু তো বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। মনে মনে কতই দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন ;—এখন মানে মানে এ শিষ্যবাড়ী হইতে পলা-ইতে পারিলে বাঁচি! এমন সময়, গুরুদেবের জন্মান্তরের পুণ্য যে, খুড়ো আসিয়া হাজির! খুড়োই সমস্যা ভাঙ্গিয়া দিলেন,—"কি জান বাবা, হনুমান হচ্ছে এখনও বাচ্ছা কিনা ;—আর পবন হলো গিয়ে ধাড়ি। অর্থাৎ, হনুমান হচ্ছে গিয়ে ব্যাঙ্গাচি, আর পবন হচ্ছেন গিয়ে ব্যাং। হনুমানও যখন পবনের মত কোলা ব্যাং হয়ে দাঁড়াবে,. তখন ব্যাঙ্গাচিরও ল্যাজ খসে যাবে—বুল ফ্রগ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

তখন চারিদিকে করতালি পড়িল, আকাশে কোলাহল-ধ্বনি উঠিল ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গুরুও বাঁচিলেন।

* * *

পণ্ডিত ও ছাত্র।

ছাত্র।—আচ্ছা, পণ্ডিত মহাশয়! সম্বন্ধী বলিতেই বা শ্যালককে বুঝায় কেন?

পণ্ডিত।—যেমন হনুমান। হনু (চোয়াল) সকলেরই আছে। কিন্তু হনুমান বলিলে বানরকেই বুঝায় ;—হনু প্রশস্ত বলিয়া। সেইরূপ সম্বন্ধ সকলের সহিতই আছে বটে ; কিন্তু শালার সঙ্গেই সে সম্বন্ধ বেশী। সুতরাং সম্বন্ধী বলিতে শালাকেই বুঝাইয়া থাকে।

পঞ্চানন্দের ধর্ম্মনষ্ট।

জ্যৈষ্ঠ মাস। পূর্ণিমার রাত্রি। উপলক্ষ—চন্দ্রগ্রহণ। শ্রীমান্ পঞ্চানন্দ শর্ম্মা গঙ্গাস্নানের মনস্থ করিলেন। ভাবিলেন,—"এ যাবৎ কাল বহু লোকের স্কন্ধে চাপিয়া, বহু লোককে বহুরূপে ভোগাইয়াছি, বহু পাপও অর্জ্জন করিয়াছি। অতএব, এই সুযোগে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লই।"

নানা কারণে যানারোহণে যাইবার সখ হইল। ঠাকুর প্রথমে একখানা পাল্কী ডাকাইলেন। কিন্তু তাহাতে ভুঁড়িটার স্থানাভাব! ভুঁড়িটাকে গৃহে রাখিয়া যাওয়াও বিষম দায়! কারণ, ঠাকুরের বিদ্যাবুদ্ধির সকল সম্বল তারই মধ্যে! অগত্যা ঠাকুর একখানি ঘোড়গাড়ী ডাকাইলেন।

কিন্তু—মূঢ় গাড়োয়ান, ঠাকুরকে দেখিয়াই ফিরিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল,—"ঠাকুরের যে বেজায় ভুঁড়ি! এ ভুঁড়ি বইতে হলে, আমার গাড়ীও চুরমার হবে, ঘোড়াও খোঁড়া হয়ে যাবে।"

নিরুপায়! অগত্যা ঠাকুরকে ভুঁড়ি উদরে ধরিয়া পদব্রজে চলিতে হইল।

ঠাকুর বহু বার বহু জনের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন। সুতরাং ঠাকুরের শত্রুও বহু। একে রাত্রিকাল, তায় একা। ঠাকুরকে একেলা পাইয়া এক দল শত্রুপক্ষ এইবার পথিমধ্যে ঠাকুরকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

ঠাকুর কথায় কথায় ধর্ম্মের দোহাই দেন। ধর্ম্মই তাঁহার বল—তাঁহার একমাত্র সম্বল!—এই বলিয়া তিনি যথা তথা ঘোষণা করেন। অতএব, এখন তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করাই বিপক্ষ-দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল।

ঠাকুরের ধর্ম্ম কোথায়, তখন তাহারই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কেহ দেখিল—ঠাকুরের ধর্ম্ম ঠাকুরের শিখাবন্ধনে আবদ্ধ। কেহ দেখিল—ঠাকুরের মুণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফে ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত। কেহ দেখিল—ঠাকুরের অপাঙ্গ-ভঙ্গিমায় ধর্ম্ম প্রকটিত। সুতরাং, ঐ তিন স্থান আক্রমণ করিতে পারিলেই ঠাকুরের ধর্ম্ম নষ্ট করা হইবে;—এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। পরে যদি কিছু ছিটছাট্ অবশিষ্ট থাকে, ঠাকুরের ডোরকৌপিন উন্মোচনে তাহা বাহির হইয়া পড়িবে।

যেমন যুক্তি-সিদ্ধান্ত, অমনি লম্ফ-প্রদান। এক জন, কাঁচি লইয়া ঠাকুরের টিকি কাটিতে আরম্ভ করিল। এক জন, চসমা

ধরিয়া ঠাকুরের চক্ষে চাপা দিতে অগ্রসর হইল। একজন, কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ লইয়া ঠাকুরের মুখমণ্ডল আবৃত করিবার চেষ্টা পাইল। কেহ কেহ কহিল,—কাট বেটার টিকি কাট ; কেহ কেহ কহিল,—ঢাক বেটার চোক চসমায় ঢাক। কেহ কেহ কহিল,—দে, বেটার মুখে পরচুলোর দাড়ি-গোঁফ পরিয়ে দে।

"কর কি, কর কি" বলিয়া ঠাকুর বাধা দিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। শেষোক্ত জন চীৎকার করিয়া কহিল,—"বেটার নেড়া মুখে দাড়ি গজাতে এখনও ঢের দেরী। তদ্দিনের জন্য এখন, পর বেটা পরচুলো পর।"

পরদিন পঞ্চানন্দের অভিনব মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। প্রভাতে তাঁহার পত্নী সে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—"ভয় নাই! ধর্ম্মনষ্ট হয় নাই। আমি যে, সেই আছি। কলিতে কেবল একটু মূর্ত্তি বদলাইলাম মাত্র।"

পঞ্চানন্দের ধর্ম্মনষ্ট

শ্রীমতীর মানহানি।

—‡ • ‡—

পঞ্চানন্দের দরবারে শ্রীমতী নালিশ রুজু করিয়াছেন। আসামী—কবিকুল; অভিযোগ—মানহানি।

কবিরা যেখানে সেখানে নানা রকমে শ্রীমতীর মানহানি করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমতি এত কাল সহিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি আস্পর্দ্ধা!—কথায় কথায় টিট্‌কারি!—কথায় কথায় গালাগালি!

শ্রীমতীর অভিযোগের প্রথম কারণ—তাঁহার মুখের সহিত চন্দ্রের ও পদ্মের তুলনায় কবিকুল কখনও বা "মুখচন্দ্র" এবং কখনও বা "মুখপদ্ম" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমতীর ঘোরতর মানহানি ঘটিয়াছে।

শ্রীমতীর পক্ষের উকিল আরজী পেশ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"হুজুর, কবিকুলের কি বেয়াদবী দেখুন! একটা চক্রাকার চন্দ্র আর একটা হাঁ-করা পদ্ম—এই কি হইল

শ্রীমতীর মুখের উপমা! চাঁদ থাকে—শূন্য আকাশে। পদ্ম থাকে—'এঁদো' পচা পুকুরে। শ্রীমতীর শ্রীমুখের কি সেই অপকৃষ্ট স্থান। এমন ভাবে সৌন্দর্য্য-হানির ও অপমানের চেষ্টা, কি ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, হুজুরকে তাহা বুঝান বাহুল্য মাত্র। অতএব, দণ্ডবিধির ৫০০ক ধারা অনুসারে কবিকুলকে দণ্ড আমলে আনা হউক।"

পঞ্চানন্দ গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"আইনে আছে, যদি কেহ আকারে ইঙ্গিতে অথবা লেখায় বা বক্তৃতায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহাকেও নিন্দা করে, আইনের উক্ত ধারা আমলে তাহাকে ধরা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কবিকুল দণ্ড আমলে আসিতেছে বটে।"

এই বলিয়া পঞ্চানন্দ কবিকুলের কি সাফাই আছে, জানিতে চাহিলেন।

কবিকুলের পক্ষীয় উকীল জবাব দাখিল করিলেন,—"হুজুর! শ্রীমতীগণের মুখের সহিত পদ্মের বা চন্দ্রের তুলনায় গুণেরই জাহির করা হইয়াছে। উহাতে মানহানির কোনও হেতুবাদ আসিতে পারে না। চন্দ্র স্নিগ্ধ; সুতরাং, মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনায় শ্রীমতীর মুখের স্নিগ্ধত্বের বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্র—সুধাকর; শ্রীমতীর মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনায় তাঁহার মুখকে সুধার বা মধুর আধার বলা হইয়াছে। পদ্মের তুলনায় সেই গুণের

ভাবই পরিস্ফুট। পদ্মের কমলদল-সদৃশ বর্ণ কি বাঞ্ছনীয় নহে? অতএব এ মানহানির মকদ্দমা কোনক্রমেই টিকিতে পারে না।"

শ্রীমতীর পক্ষের উকীল প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"হুজুর, এ সব উপমা সে-কালের রমণী-মুখের তুলনায় খাটিতে পারে। কিন্তু এখন এ সব চলিতে পারে না। চাঁদ ও পদ্ম—অচঞ্চল সামগ্রী। সে কালের রমণী-মুখ অচঞ্চল ছিল বটে; তখন সাত চরেও রা সরিত না বটে;—বুক ফাটিত তো মুখ ফুটিত না। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন বক্তৃতার চোটে খৈ ফোটে, গালি-বর্ষণে পুরুষ-বেচারাদের বুক ফাটে। আর এক হিসাবেও সে-কালের শ্রীমতীগণের মুখ অচল ছিল, বলিতে পারা যায়। গৃহের সকলের, অতিথি-অভ্যাগত জনের সকলের আহারের পর, শ্রীমতীগণ কখন্ জলগ্রহণ করিতেন, সে-কালে কেহই দেখিতে বা জানিতে পারিত না। সুতরাং সে-কালে জড় চাঁদের বা পদ্মের সহিত সে মুখের তুলনা চলিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু এখন, কাকের পুরীষ ভক্ষণের অগ্রেই সে মুখ চলিয়া থাকে। ঘুম না ভাঙ্গিতেই গরম গরম পেয়ালা পেয়ালা চা ও বিস্কুট উদরসাৎ হয়। তার পর, এটা খাওয়া, সেটা খাওয়া—খাওয়া-খাওইতেই সারাদিন শ্রীমতী-গণের মুখ চলে। সুতরাং, অচঞ্চল চাঁদ-পদ্মের সহিত শ্রীমতীগণের মুখের তুলনা করায় শ্রীমতীগণের প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

তার পর, তিথি অনুসারে চন্দ্র দৃশ্য-অদৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এখনকার মুখচন্দ্র একেবারেই অদৃশ্য হইতে জানে না; শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে, কিছু দিন পরে, বোধ হয়, ঘোম্‌টা শব্দটাকে অভিধানের পৃষ্ঠা হইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে হইবে। সূর্য্য-প্রণয়িনী পদ্ম সূর্য্যের অবিদ্যমানে মুদিত হয়। কিন্তু এখনকার মুখপদ্ম আর স্বামীর পরোয়া করে না বা কোনও কালেই মুদিত হয় না। বর্ণেও এখন পদ্মের তুলনা খাটে না। কেন-না, এখন সাবান-বিমর্দ্দিত পাউডার-ঘর্ষিত মুখে আর পদ্মাভ বর্ণ নাই। এখন সে মুখ হইয়াছে—ছাই-মাখা সন্ন্যাসীর দেহ অথবা মিউনিসিপালিটীর অনুগৃহীত কাঁচা রাস্তা।"

পঞ্চানন্দ বাধা দিয়া কবির পক্ষের উকিলকে কহিলেন,—"অভিযোগ বড় গুরুতর। আপনার আর কিছু বলিবার আছে?"

কবিকুলের উকীল কহিলেন,—"হুজুর, আর দুটো কথা কহিতেছি। লাবণ্যের ও প্রভার কথা বিচার করিয়া দেখিবেন। চন্দ্রে ও পদ্মে যে লাবণ্য বা প্রভা আছে, কবি তাহারই সহিত শ্রীমতীগণের মুখের তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং কবিকুলকে কোনমতে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না।"

শ্রীমতীর পক্ষের উকিল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"হুজুর, ঐ কথা বলাও ঘোর মানহানিকর। পূর্ব্বে ছিল বটে—লজ্জা স্ত্রীলোকের লাবণ্য। পূর্ব্বে ছিল বটে—পাতিব্রত্য ধর্ম্মই রমণীর

আভা-প্রভা-বিভা-শোভা প্রভৃতি। কিন্তু এখন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে সে সব উল্টাইয়া গিয়াছে। লজ্জা এখন সকল অনর্থের মূল। সুতরাং, সে আর লাবণ্যের মধ্যে গণ্য নয়। নামে কোথাও লাবণ্যময়ী, লাবণ্যকুমারী, লাবণ্যবতী থাকিতে পারে; কিন্তু সে লাবণ্যটুকুও ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। পতিব্রতা নারী এখন আর বড় একটা নাই। এখন বরং পুরুষ পত্নীব্রত হইয়াছেন, বলা যাইতে পারে। হুজুর, আরও দেখুন, দিবসে পদ্ম ফুটে, আর রজনীতে চাঁদ উঠে। কিন্তু মুখচন্দ্রের ও মুখপদ্মের দিবস-রজনী নাই—উদয়াস্তেরও সময়াসময় নাই। আবশ্যক হইলে, চব্বিশ ঘণ্টাই অস্তগত বা স্থানান্তরে সমুদিত। আকাশের চাঁদ সকলেরই দুর্লভ এবং অগাধ জলের কণ্টক-বিশিষ্ট নালের পদ্মও সহজলভ্য নহে। কিন্তু মুখচন্দ্র বা মুখপদ্ম তাদৃশ দুর্লভ নহে। এইরূপ, যে যে রকমেই চাঁদ-পদ্মের সহিত তুলনা করা হউক না কেন, সকল রকমেই শ্রীমতীর মানহানি করা হইয়াছে। অতএব, হুজুর, সুবিচার করুন;—কবিকুলের নাক-কাণ কাটিবার হুকুম দেন।”

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—“দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়ে কি বলিবার আছে, বলুন। এক সঙ্গে দুই অভিযোগেরই বিচার সাব্যস্ত হইবে। অভিযোগ যখন একই শ্রেণীভুক্ত, তখন বিচার এক সঙ্গে হওয়াই আইন-সঙ্গত।”

এবার শ্রীমতী স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া হুজুরে হাজির হইলেন।

উকিল মহাশয় বাধা দিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু শ্রীমতী বাগ মনিলেন না। তিনি বিচারক-পুঙ্গবের সম্মুখীন হইয়া হাত-পা নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন,—

"দেখুন দেখি, আস্পর্দ্ধাটা একবার! আমরা হ'লেম কিনা গজেন্দ্রগামিনী! গজ কিনা হস্তী—হাতী! তবেই আমাদের পা দু'খানা হ'লো কিনা হাতীর পায়ের মত—বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত—গ্যাঁজ বেরুনো গোদের মত! আমরা চলি কিনা—আস্তে, আস্তে, আস্তে—থপ্, থপ্, থপ্। আ মর মিন্‌সেরা! একেবারে চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্ নাকি? দেখুন দেখি হুজুর, আমাদের কেমন সরু সরু গোলগাল পা-দুখানি! এত ক'রে চেপে চেপে কত সরু সরু জুতোগুলি পায়ে দিয়ে, কেমন নিটোলটী গোল-গালটী পা-দুটী দাঁড় করান গিয়েছে! তারই কিনা বলে হাতীর পায়ের মত থপ্‌থপে্ পা! সে-কালে বল্‌লেও বরং কতকটা খাট্‌তো! কারণ, তখনকার কতকগুলা অসভ্য 'বারবারাস' মাগীরা 'নেকেড' পায়ে থাক্‌তো। কিন্তু এখন কি আর সেদিন আছে। এই দেখুন, আমার কেমন 'সু'-পরা পা; আমি চলি কেমন—খট খট্ খট্! আমাদের পা হাতীর পা! বল্‌তে একটু লজ্জা করে না! যদি হাতীর পায়ের মতন দু'মণ দশ মণ ভারি পা হ'তো, তা হ'লে কি আর এই পায়ের তলায় পুরুষ-রতন এত গড়াগড়ি যেতে পার্‌তো! দ্বাপরের শেষের সেই কেষ্ট-ঠাকুর থেকে আর

তুমিটী তিনিটী পর্য্যন্ত, পোড়ারমুখো কবিরা হতচ্ছাড়া 'অথর'রা, বল্ দেখি দিব্যি ক'রে, তোরা দিনের মধ্যে কত বারই এই পায়ের তলায় গড়াগড়ি গিয়েছিস্? আমাদের পা যদি হাতীর পায়ের মত হ'তো, তা হ'লে এক তিল বাঁচ্‌তিস্ কি? আর কি উপমার যায়গা পাও নাই, হতচ্ছাড়ারা! পায়ে ধ'রে অপমান করা!"

বিচারক পঞ্চানন্দ প্রতিপক্ষের উকিলকে জবাব দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কবিকুলের উকিল গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—"হুজুর, শ্রীমতীগণকে গজেন্দ্রগামিনী বলায় কোনই অপরাধ আসিতে পারে না। গুরুত্ব হিসাবে তুলনা হইতে পারে। হস্তীর গমন ধীর মৃদু সতর্কতাপূর্ণ। সে হিসাবেও তুলনা চলিতে পারে। অতএব, এ উপমায় আমার মক্কেলগণের কোনই দোষ হয় নাই।"

শ্রীমতীর পক্ষের উকীল গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"গজেন্দ্রগামিনী বলা কবির বেজায় বেয়াদবী, উৎকট ধৃষ্টতা। গুরুত্বে যে তুলিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। পদদ্বয় যে গুরুভার নয়, তাহা পুরুষ-মাত্রেই অবগত আছেন; কারণ, তাহা হইলে এত দিন কেহই বাঁচিতেন না। শ্রীমতীগণের গমন যে ধীর মন্থর ও সতর্কতাপূর্ণ নহে, তাহারও প্রমাণ আবশ্যক করে না। এখনকার রমণীরা ঘোড়ার পিঠে, ষ্টীমারে, গাড়ীতে, রেলে, বেলুনে

সর্ব্বত্র নিষ্পরোয়ায় গমন করিতে পারেন। এখন কি ঘরে শ্রীমতীর পা স্থির থাকে? এখন, এখানে ওখানে সেখানে সদাই তিনি বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। আজ তিনি এক সংসারের, কল্য হয় তো দ্বিতীয় সংসারের, পরশ্ব হয় তো তৃতীয় সংসারের, তৎপর দিবস হয় তো তিনি একেবারেই সংসার-ছাড়া। সুতরাং, কোনক্রমেই বলা যায় না যে, তিনি গজেন্দ্রগামিনী। কেবল সমাজে শ্রীমতীগণকে অপদস্থ করিবার জন্যই কবিকুল ঐ সকল উপমার অবতারণা করিয়াছেন।"

শ্রীমতীর পক্ষের উকীল বক্তৃতা করিতে করিতে টেবিল চাপড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। বিচারক পঞ্চানন্দ রায় লিখিবার উপক্রম করিলেন।

শ্রীমতীর কিন্তু তথনও নিবৃত্তি হইল না। শ্রীমতী আগ্‌বাড়া হইয়া কহিলেন,—"আমার অভিযোগের কথা আরও অনেক আছে। হুজুর, আর একটু অনুধাবন করুন।"

শ্রীমতী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সুধুই কি আমাদের গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া রেহাই আছে। কবিরা বলে কিনা, আমরা 'তমালে জড়িতা লতা'! কেন?—মর্‌তে লতা হ'তে গেলাম কেন? আ মর্, পোড়ারমুখোরা! আমরা লতা—না, তোরা লতা? তোরাই আমাদের জড়িয়ে থাকিস্?—না, আমরা তোদের জড়িয়ে থাকি! আমরা আশ্রয় না থাক্‌লে, তোরা দাঁড়াতিস্

কোথায়, বল দেখি? আপিশের সাহেবদের তাড়া খেয়ে এসে, কার কোলে মাথা রেখে জিরুতে পার্‌তিস। আমাদের অঞ্চল না ধ'র্‌লে, কোন্ কাজটা তোরা ক'র্‌তে পারিস্, বল্ দেখি! তবু আমরা হ'লেম লতা?—তোদের জড়িয়ে তবে দাঁড়াতে পারি? দেশে কি লোক নেই এক জন! শুন্‌তে পাই—দিন দিন রক্তবীজের বংশের মত দেশে শত শত নারী-হিতৈষী নরবরের জন্ম হচ্ছে। কিন্তু অবলাদের প্রতি কবিকুলের এই অপমান! এর প্রতিকার কি কেউ ক'র্‌তে পারে না!"

শ্রীমতীর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়া বিচারক পঞ্চানন্দ ভীত হইলেন। কবিকুলের উকিল বাধা দিয়া কহিলেন,—"হুজুর, বাদিনীর আর-জিতে এ সব কথা নাই। এখন এ সব কথার উল্লেখ অবান্তর—Irrelevent! সুতরাং, হুজুর, এ সকল বিষয় অগ্রাহ্য করুন।"

শ্রীমতীর পক্ষের উকীল আপত্তি জানাইয়া কহিলেন,—"আনুষঙ্গিক প্রমাণ স্বরূপ এ সকল উক্তি পরিগৃহীত হইতে পারে। এ সকল ঘোর মিথ্যা কথা—শ্রীমতীর মানহানিকর। হুজুরই বলুন দেখি, সংসারে কে কাহাকে জড়ায়? একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; হুজুরই বিচার করুন। বলুন দেখি, বর কন্যার বাড়ী বিবাহ করিতে আসে, কি কন্যাই বরের বাড়ী বিবাহ করিতে যায়! ভাবুন দেখি,—সে হিসাবে রমণী পুরুষকে জড়াইতে যায়, কি পুরুষ রমণীকে জড়াইতে আসে! ফলে,

রমণীই এখন বল-বুদ্ধি-ভরসা। সুতরাং, তাঁহাকে না জড়াইলে পুরুষের সকল দিক ফর্‌সা। বলুন দেখি, পাছে আপনার ললিত-লবঙ্গ-লতা তমালত্যাগিনী হইয়া শিমূল-গ্রাহিণী হন, সেই ভয়ে আপনি নিয়ত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন কি না? ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক, পুরুষ মহাশয়কেই এখন রমণী-লতাকে জড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে জড়ায়, সে তো তমাল নয়, সেই লতা। সুতরাং পুরুষই এখন লতা, আর রমণীই তমাল।

পঞ্চানন্দ কহিলেন,—"আপনার পক্ষের প্রমাণ ষোল আনা রকম লওয়া হইয়াছে। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নাই।"

কিন্তু শ্রীমতী ও শ্রীমতীর পক্ষের উকীল না-ছোড়বন্দা হইয়া আরও কত কথাই কহিবার চেষ্টা পাইলেন। অবলা, সরলা, কুলবালা প্রভৃতি রাশি রাশি শব্দ বাহির করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া পঞ্চানন্দ সে দিনকার মত মজলিস ভঙ্গ দিলেন। আর একদিন বিচার হইবে বলিয়া, আর্‌জী সংশোধনের জন্য বাদিনীর পক্ষের উকীলকে আদেশ প্রদান করিলেন। নিজেও আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন।

ওল, কচু, মান।

দ্বন্দ্ব।

মান—মান—মান!
মান ল'য়ে হুড়াহুড়ি, চারি দিকে উঠে রব,
মান—মান—মান!
কচু, ঘেঁচু, ওল, মান, কেহ নাহি কম যান,
সবে বলে, মান—মান—মান,
সকলেই বড় হ'তে চান।

আর্‌জী।

মানের নালিশ এই—আমি হই মান।
নামেই গুণের মোর আছয়ে বাখান॥
আমারে লঙ্ঘিয়া যেবা হইবে প্রধান।
হুজুর! আপনি তার কাট নাক-কাণ॥

কি আস্পর্দ্ধা।—ওল-কচু-কুল,
হ'তে চায় মম সমতুল ?
হবে তারা আমার সমান !
দেশে কি বিচার নাই,
ক্ষুদ্র বড় হয় তাই,
হুজুর ! তাদের কাট নাক-কাণ !

অথ গুণ-ব্যাখ্যান।

আমার সমান দেহ,
বল দেখি ধর কেহ,
জাঙ্গালে জঙ্গলে তেজ কত !
মহিমা তখন ছুটে,
ছুঁলে মুখে ফেণা উঠে,
যেই খায়, সেই থতমত ॥

সাফাই।

ওল কচু কহে তাই,
মিছে এ বড়াই, ভাই !

ওল্, কচ্, মান।

ভেদ বটে আকার প্রকার।
গুণেতে কসুর নাই,
সমজাতি তিন ভাই,
যাহার উদরে যাই;
চট্‌পট্‌ মুখ ধরে তার॥

রায়।

মূলে ছাই মুখেতে বড়াই,
লাফিয়ে বাড়িলে বাড়া নাই।
রূপে গুণে সমান সবাই,
কেহ ছোট কেহ বড় নাই।
ওল কচু মান,
তিনই সমান।
অতঃপর মল সবে নিজ নিজ কাণ॥

বহুরূপী।

(নাট্যরঙ্গ)

পাত্রপাত্রীগণ।

কেনারাম মুখভারতী—ভণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলনকারী।

বলভদ্র সমাজপাতি—ভণ্ড সমাজ-সংস্কারকারী।

হারাধন ধর্ম্মধ্বজী—ভণ্ড পরমহংস।

মরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবীণ প্রতিবেশী।

গঞ্জনামণি দাসী—রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর পত্নী।

সর্ব্বরঙ্গিণী দেবী—সমাজপাতির পত্নী।

মনোময়ী ব্রহ্মচারিণী—ধর্ম্মধ্বজীর পত্নী।

ভূতনাথ, গদাধর, বামী বৈষ্ণবী, চেলাগণ, দর্শকগণ, পুলিশ ইত্যাদি।

* * *

প্রথম দৃশ্য।

(বীডন স্কয়ার—কেনারামের প্রবেশ।)

কেনারাম।—(স্বগত) এইবার যে মতলব এঁটেছি, সেরা মতলব। এ বিদ্যে-বুদ্ধিতে আর কিছুই তো জুট্‌বে না! হাতের লেখাটা ভাল নয়; কেরাণীগিরি জুট্‌লো না। মাষ্টারীর যোগাড়
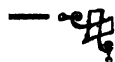
ক'র্লাম; ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই ব'লে তাড়িয়ে দিলে। ব্যবসা ক'র্বো; পুঁজি কোথায়? সব দিক দেখ্তে গেলে, এইবার যে পথ ধরেছি, সেই পথই সেরা পথ! পরিশ্রম চাই-নে। পয়সা-কড়ি চাই-নে। চাই—মাত্র একটু গলাবাজি। একটু পরেই এখনই স্কুলের ছেলেপিলে বাগানে জমাট হবে। দেশোদ্ধারের নামে ভাল করে একটু চেঁচাতে পার্লে, তারা যে যা পারে, দিয়ে দেবে। হাবু দাদা সেদিন কি কের্দানিটিই খেল্লে! ছেলেরা টপাটপ্ কেউ গায়ের কাপড়খানা, কেউ হাতের আংটিটী, কেউ চেন-ঘড়িটী খুলে দিলে! পয়সার তো ছড়াছড়ি হ'লো!

(নরনাথের প্রবেশ)

নরনাথ।—(কেনারামকে দেখিয়া) কে হে, কেনারাম যে! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি ভাব্ছো?

কেনারাম। (চমকিয়া উঠিয়া) না-না, তেমন কিছুই নয়। (স্বগত) বেটা কি তবে বুঝ্তে পেরেছে! কিন্তু ভাঙ্গা হচ্ছে না কিছুতেই।

নরনাথ।—তোমাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখ্ছি কেন?

কেনারাম।—(স্বগত) বেটা বোধ হয় বোঝে-নি! (প্রকাশ্যে) দেশের ভাবনা ভেবে ভেবে শরীরটা শুকিয়ে গেল! আহা-হা!—

নরনাথ।—তোমার নাকি মাষ্টারিটীও গেছে?

কেনারাম।—(একটু লজ্জিতভাবে) হাঁ সেটা—(সামলাইয়া

লইয়া) যাবে কি! দেশের জন্যে আমি সব ছেড়ে দিয়েছি। হায় হায়! দেশ যে গেল! এ সময় কি আর মাষ্টারী-ফাষ্টারী করলে চলে?

নরনাথ।—সে কি রকম হলো? দেশ গেল কি?

কেনারাম।—আপনাদের এত বয়স হল, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেক্‌লো, আপনারা এখনও একবার দেশের দশাটা বুঝ্‌লেন না! সর্ব্বনাশ হ'লো যে! সর্ব্বনাশ হলো!

নরনাথ।—কি যে বক্‌ছ তুমি, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে!

কেনারাম।—তা পার্‌বেন কেন? তা পার্‌লে কি আর এত দিন এ দেশের উদ্ধারের বাকি থাক্‌তো!

নরনাথ।—দেশ!—উদ্ধার! এ সব বড় বড় কি ছাই ব'ক্‌ছো? আপনার বাল-বাচ্ছার উদ্ধারের উপায় কিছু ক'রেছ কি?

কেনারাম।—(স্বগত) বেটা মজালে দেখ্‌ছি। বেটা এখানে থাক্‌লে সব মাটী হবে! এই সময়টা দু'চার জন গোলা লোক আস্‌তো! স্কুলের ছেলে দু'চার জন, কেরাণী দু'পাঁচ জন, আস্‌বার কথা ছিল। দু'পাঁচ টাকা বেশ রোজগার ক'র্‌তে পার্‌তাম! তা নয়, বেটা এসে ঘোর অনর্থ ঘটাতে ব'স্‌লো! (প্রকাশ্যে) সে সব কথা এক দিন আপনাকে ভাল ক'রে বোঝাব।

নরনাথ।—তা আজই কেন বোঝাও না, বাপু! শুনেই যাই। (স্বগত) মাথাটা নিতান্তই খারাপ হয়েছে দেখ্‌ছি।

কেনারাম।—(স্বগত) বেটা যাবে না। থাকলেও ভাস্তি নেই। যাই, তবে আমিই সরে পড়ি। (কেনারামের প্রস্থান।)

নরনাথ।—(স্বগত) ছোঁড়াটা একেবারে বেহেড হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি। বল্‌লেও বুঝ্‌বে না। চার-পাঁচটা ছেলেপিলে; সংসার চলে না। নিজের উদ্ধারের উপায় নাই; দেশ উদ্ধার ক'রতে যায়! আমাকে দেখ্‌লেই সরে পড়ে! ফেরানোও যে দায়!

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—— * ——

(কেনারামের গৃহ—পত্নী গঞ্জনামণির প্রবেশ।)

গঞ্জনামণি।—(স্বগত) আর চালাতে পারি না। বাড়ীওয়ালী যে রকম তাগাদা আরম্ভ ক'রেছে; তাতে, দু'তিন দিনের মধ্যে ভাড়ার টাকা না দিতে পার্‌লে, শীগ্‌গিরই একটা নালিশ-ফ্যাসাদ ক'রে ব'স্‌বে! এতো ক'রে বলি, একটা কাজকর্ম্মের যোগাড় দেখ। মিন্সে তা কিছুতেই শুন্‌বে না। আজ আসুক একবার; একটা হেস্তনেস্ত ক'র্‌বো!

(বাহির হইতে কড়ানাড়ার শব্দ।)

(নেপথ্যে)—দরজা খোল! দরজাটা একবার খোল গো!

গঞ্জনামণি।—আ মর! এতক্ষণে টনক নড়লো!

(বিড় বিড় বকিতে বকিতে গঞ্জনামণির দ্বারোন্মোচন)

(কেনারামের প্রতি) শুধু হাতে এলে যে? জান-না কি, ঘরে এক মুঠা চাল পর্য্যন্ত নাই। এ রকম ক'রে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বেড়ালে সংসার চলে কি ক'রে?

কেনারাম।—(বিনীত স্বরে) আমি কি আর ছড়িয়ে ছ ড়য়ে বেড়াচ্ছি? আমি তো সেই চেষ্টাতেই ঘুরছি!

গঞ্জনামণি।—তোমার মাথা, আর তোমার মুণ্ডু। আজ কি খেয়ে বাঁচ্‌বে, বল দেখি?

কেনারাম।—আজকার দিনটা তুমি কোমও রকম চালিয়ে নেও। কাল আমি নিশ্চয়ই সুদ সমেত পুষিয়ে দেব।

গঞ্জনামণি।—কাল কাল ক'রে, কালে পেল যে! কালও তো এই বলেই বেরিয়েছিলে!

কেনারাম।—আজ ঠিকই যোগাড় হ'তো। কেবল ঐ মরো খুড়ো গিয়ে সব মাটি ক'রে দিলে! ছেলেগুলো সব এসে একে একে জুট্‌ছিলো, আমিও মতলব ঠিক এঁটে নিয়েছিলাম।

গঞ্জনামণি।—তবে আজও কিছু আন-নি? ভাল, রইলো তোমার ছেলে মেয়ে। আমি আজই বাপের বাড়ী চ'লে যাব!

কেনারাম।—(গঞ্জনামণির হাতে ধরিয়া) গিন্নী, চেঁচিও না—চেঁচিও না; একটু সবুর কর। সব ঠিক আছে; একটা দাঁও মার্‌লেই সব 'ক্লিয়ার' ক'রে দেব।

গঞ্জনামণি।—ও সব ঢের শুনেছি। আমি আর পাওনা-দারদের তাগাদা সইতে পারি-নে। যা ক'র্‌তে হয়, কর। এই রইলো তোমার ঘর-সংসার! (চীৎকার-স্বরে প্রস্থানোদ্যতা)

কেনারাম।—(গঞ্জনামণির হস্তধারণে) চেঁচিও না—চেঁচিও না। পাড়ার লোক শুন্‌তে পাবে যে! যা একটু চার ধ'রে-ছিলো, সব ভেঙ্গে যাবে।

গঞ্জনামণি।—(রুক্ষস্বরে) ভেঙ্গে যাবে কি!—আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। তুমিই বা কত বড় মিন্‌সে, আর আমিই বা কত বড় মেয়ে মানুষ, এখনই টের পাবে!

(গণ্ডগোল শুনিয়া হঠাৎ নরনাথের প্রবেশ)

নরনাথ।—কর কি!—কর কি! লোকে ব'ল্‌বে কি? আজকের খরচ-চল্‌বার মত এই নেও আমি একটা টাকা দিচ্ছি।

(গঞ্জনামণির অন্দরে প্রবেশ।)

নরনাথ।—(কেনারামকে লক্ষ্য করিয়া) তোমায় এখনও বল্‌ছি, তুমি মস্তিষ্ক স্থির কর। মোট বয়ে সংসার চালাও; সেও বরং ভাল। তবু বাজে কাজে আর ঘুরো না।

তৃতীয় দৃশ্য।

(কলেজ স্কয়ার—বলভদ্র সমাজপাতির প্রবেশ।)

বলভদ্র।—(স্বগত) আমিই ঠিক বুঝেছি। রাজনীতি

রাজনীতি কিছু নয়। তাতে হাঙ্গামা হুজ্জুতের ভাবনা আছে। সব্‌সে আচ্ছা—সমাজপাতি সাজা। বিরাট্ হিন্দু-সমাজ অসাড় অনাড় হ'য়ে পড়ে আছে। তার যে কোনও অংশে বোসে একটু চুষে নিতে পার্‌লেই ঢের রস পাওয়া যেতে পারে। কত দিকে কত রকম ক'রেই দেখ্‌লাম তো! কিছুতেই তো কিছুই হ'লো না। যদি হবার হয়, এইবার যে পথ ধ'রেছি, তাতেই হ'য়ে যাবে। তবে কোন্ দিক্‌টে ধরি, সেইটে ঠিক করাই দরকার।

(ভূতনাথের প্রবেশ।)

ভূতনাথ।—এই যে সমাজপাতি ম'শায় এখানে! ভালই হ'য়েছে। আপনাকেই খুঁজ্‌ছিলাম।

বলভদ্র।—এস, ভূতনাথ এসো! কি জন্য খুঁজ্‌ছিলে আমায়?

ভূতনাথ।—আজ্ঞে, মেধোর পিসীর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। তার পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

বলভদ্র।—সে যে বিধবা!

ভূতনাথ।—তাইতেই তো আপনার কাছে এসেছি! আপনি সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ সমর্পণ ক'র্‌বেন, বলেছিলেন। তাই আপনার কাছে এসেছি!

বলভদ্র।—আমার কাছে কেন?

ভূতনাথ।—আপনি সে-দিন বড় দুঃখ জানিয়ে বলেছিলেন যে, আপনি নিজে পর্য্যন্ত বিধবার দুঃখ-মোচনের জন্য প্রস্তুত আছেন!

বলভদ্র— (স্বগত) ভুতো বেটা এ বলে কি! আমি না হয় বক্তৃতাতেই ব'লেছি! তাই ব'লে কাজে ক'র্‌তে হবে নাকি।

ভূতনাথ।—আজ্ঞে, তা হ'লে সম্মতিটে দেন!

বলভদ্র।—(স্বগত) লোক এসে ঘিরে পড়্‌লো দেখ্‌ছি। এ সময় যদি সম্মতিটে না দিই, লোকে ভারি টিট্‌কারী দেবে, কথার ঠিক নেই ব'ল্‌বে। (প্রকাশ্যে) আহা! এ তো উত্তম প্রস্তাব! মেধোর পিসী বিধবা। তার বিবাহ হবে,—সে তো আনন্দের কথা! তার বিয়ে আবার আট্‌কাবে কি?

ভূতনাথ।—আজ্ঞে, আপনি তা হ'লে সম্মতি দিলেন?

বলভদ্র।—(স্বগত) বেটা বড়ই বিপদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি। আমি এখনও ভেবেই ঠিক ক'র্‌তে পারি-নি, সমাজ-দেহের কোন্ অঙ্গটায় গিয়ে ঠোক্কর দেব! এরই মধ্যে এই জঞ্জালে পড়্‌লাম! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, দেখা যাবে।

(গদাধরের প্রবেশ।)

গদাধর।—(সমাজপাতির প্রতি) আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত আমি গিয়েছিলাম। বড় শুভক্ষণেই আপনার দর্শন ঘট্‌ল।

বলভদ্র।—আপনার কি?

গদাধর।—আমি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত। দান-পণের দায়ে এ পর্য্যন্ত আমি কন্যার বিবাহের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। সন্ধানে জানিলাম, আপনার একটী পুত্র-সন্তান আছে;

আর আপনি আমাদের পাল্‌টী ঘর। অতএব, দয়া ক'রে এ দায় হ'তে আমায় মুক্ত করুন।

বলভদ্র।—আমার সন্ধান কি করে জান্‌লেন।

গদাধর।—আপনি দেশ-বিখ্যাত সমাজপাতি। আপনার সন্ধান কে না জানে? বিশেষতঃ, সে দিন বক্তৃতায় আপনি পণ-প্রথা নিবারণের যে প্রতিজ্ঞা করালেন, সেই থেকে আপনাকে দেবতা ব'লে আমার ধারণা জন্মেছে। আপনি সেদিন যে ব'লেছিলেন, আপনার পুত্রের বিবাহে আপনি আদর্শ দেখাবেন, সেই কথা শুনে অবধি আমার প্রাণ আপনার পিছু পিছু ব্যাকুল হ'য়ে ফির্‌ছে! আপনি ভিন্ন আমার কন্যাদায় উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই।

বলভদ্র।—(স্বগত) সাধ ক'রে কি আর ভাব্‌ছি! সমাজ-সংস্কারের কোন্ ধুয়াটা ধরি, আজ পর্য্যন্ত ভেবেই ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লেম না। যে দিক দিয়েই যাই, সেই দিক দিয়েই নিজের গায়ে এসে আঁচ লাগে! (প্রকাশ্যে) ভাল, পরশু আমার বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন!

(নরনাথের প্রবেশ।)

বলভদ্র।—(স্বগত) ঐ, আবার বুড়ো বেটা এসে হাজির! এ বেটার জ্বালায় আর কিছু ক'র্‌বার যো নাই। এ বেটা সব তাতে বাধা দেয়! আজ বড় বেগতিক। এখন সরে পড়ি।

(প্রস্থানোদ্যত)

নরনাথ।—কি সমাজপাতি ম'শায়! চল্লেন যে?

বলভদ্র।—না, আসি। একটু কাজ আছে।

নরনাথ।—তবু ভাল। ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে এখন কাজ বুঝেছেন!

ভূতনাথ ও গদাধর।—(সমস্বরে) আজ্ঞে, সমাজপাতি ম'শায়ের যে কথা, সেই কাজ!

নরনাথ।—তা হ'লেই ভাল। তাই হওয়াই দরকার।

(সকলের প্রস্থান।)

* * *

চতুর্থ দৃশ্য।

—— * ——

বলভদ্রের বাটী।

সর্ব্বরঙ্গিণী।—তুমি না রূপরাম রায়ের মেয়ের সঙ্গে মণির বিয়ে ঠিক ক'রেছ?

বলভদ্র।—আমায় কি তেমনই কাঁচা লোক ঠাওরালে? তার অবস্থা কি আমার জান্‌তে বাকি আছে?

সর্ব্বরঙ্গিণী।—শুন্‌লাম, কন্যাদায় ব'লে তোমায় খুব ধ'রেছিল; আর তুমি বিনা দানপণে ছেলের বিয়ে দিতে স্বীকার ক'রেছ?

বলভদ্র।—সে কথা শোন কেন? আমি কি এতই বোকা, মনে করেছ?

সর্ব্বরঙ্গিণী।—তবে কথাটা কি মিছে রাষ্ট্র হয়েছে! ঘট্‌কী ঠাকরুণ ব'ল্লে, [illegible] প্রতিজ্ঞা করে এসেছে।

বলভদ্র।—ও সব কথা শোন কেন? সে সব বক্তৃতা—সে সব বক্তৃতা! আমার ছেলের বিয়ে আমি পাঁচ হাজার টাকার এক পয়সা কমে দেব না। সভায় তো বরাবরই ব'লে আস্‌ছি! তবে সভায় দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা করি, স্বাক্ষর করি, প্রতিজ্ঞা করি, সে সব না ক'র্‌লে আসর জমে না, নাম-ডাক হয় না, তাই কর্‌তে হয়। তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি কেন কথা কও! তোমার সে সব বুঝ্‌বার ক্ষমতা নাই।

সর্ব্বরঙ্গিণী।—তবে বামুনকে এত হাঁটা-হাঁটি করাচ্ছ কেন?

বলভদ্র।—আমি তো তাকে স্পষ্টই বলেছি, আমার ছেলের বিয়েয় আমার কোনও হাত নাই। সে সব কথা কইতে হলে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঠিক ক'র্‌তে হবে। তোমার ভাইকেও বেশ ক'রে শিখিয়ে রেখেছি। সে পাঁচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই রাজী হবে না।

(নেপথ্যে)—সমাজপতি মহাশয় বাড়ী আছেন?

(সর্ব্বরঙ্গিণীর প্রস্থান, গদাধরের প্রবেশ।)

বলভদ্র।—(স্বগত) এ বেটা আবার জ্বালাতে এলো!

(প্রকাশ্যে) আপনাকে কাল একটা কথা ব'লতে ভুলে গিয়েছি। আমার ছেলের বিয়েয় আমার কোনই হাত নেই। জানেনই তো, আমি টাকা-পয়সা নেওয়ার ঘোর বিরোধী! আমার সম্বন্ধীর কাছে গিয়ে আপনি প্রস্তাব করুন।

গদাধর।—(আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) আজ্ঞে তিনি—

বলভদ্র।—তার জন্য কোনও চিন্তা নাই। সেখানে গেলেই সব পাকা হবে।

গদাধর।—আজ্ঞে, আপনি—

বলভদ্র।—(বাধা দিয়া) আমি কি ক'র্‌বো? আমার কোনও হাত নেই। আমি দেশের কাজ নিয়েই সময় পাই-নে। শাস্ত্রেই তো আছে—"নরাণাং মাতুলক্রমঃ।" মাতুলের দ্বারাই সব কাজ করাইবে। যান যান—আপনি তাঁর কাছে যান।

গদাধর।—আপনি একটু বলে দিলে ভাল হয়।

বলভদ্র।—সে আমার বলাই আছে। আপনি এখন তাঁর কাছে যান। সমাজের ভাবনায় আমি অস্থির। আমার একটুও সময় নেই। আর সময় নষ্ট ক'রাবেন না।

(বলভদ্রের অন্দর-প্রবেশ, গদাধরের প্রস্থান।)

* * *

পঞ্চম দৃশ্য।

—— * ——

(জগন্নাথ ঘাট—হারাধন ধর্ম্মধ্বজীর প্রবেশ।)

হারাধন।—(স্বগত) বা!—বেশ মানিয়েছে, নয়! বা!—বেশ মানিয়েছে! এখন আমাকে হারাধন ব'লে চেনে কোন্ শালা? যাই, ঐ গাছতলাটায় গিয়ে ব'সে পড়ি। রং-বেরঙের নানা লোক এসে হাজির হবে; কেউ না কেউ মজ্‌বেই মজ্‌বে। (বৃক্ষতলে উপবেশন) চেলা-বেটারাও ঠিক আছে। ঐ যে সব এসে জুটেছে দেখ্‌ছি! চার ঠিকই পাতা হ'য়েছে।

(সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে বামী বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বামী বৈষ্ণবী।—একটা সন্নেসী-ফন্নেসী পাই তো একটা মন্তর-তন্তর শিখে নেই। ভিক্ষে ক'রে আর গান গেয়ে দিনগুজরান তো আর হয় না! যখন বয়েস ছিল, তখন এক রকম চলেছিলো বটে। যার দোরে গিয়ে দাঁড়াতাম, সেই যেন কৃতার্থ হ'য়ে যেতো। পুরুষ মানুষ হ'লে, একটা দেশোদ্ধারী-ফেসোদ্ধারীর ঢঙ্ ক'র্‌লেও চল্‌তে পার্‌তো। এখন যা দাঁড়িয়েছে,

তাতে একটা মন্তর-ফন্তর না হলে আর চ'ল্‌ছে না। ক'ল্‌কাতা সহরে এখন সব ব্যবসাই মাটি হ'য়েছে। কেবল ঐ একটাই চল্‌তি আছে। ঘুরতে তো কারো বাড়ী বাকি নেই! তুক-তাক, মন্তর-তন্তরই লোকে এখন চায়! বোসেদের ন-গিন্নী আমায় সেদিন স্পষ্টই বল্‌লে,—'তুই যদি আমায় স্বামী বশ ক'র্‌বার মন্তর শিখিয়ে দিতে পারিস্‌, আমি তোকে হাজার টাকা দিতে পারি।' এ রকম কতই জোটে! তা ছাই এত ঘুরছি, একটা সন্নেসী-ফন্নেসাও পাচ্ছি-নে!

(বৃক্ষতলে উপবিষ্ট পরমহংসকে দেখিয়া)

এই যে, বাবা-ঠাকুর এইখানেই বসে আছেন! বেশী খুঁজতে হ'ল না। যেখানকার কথা শুনেছিলাম, ঠিক সেইখানেই মিলেছে! আজ আমার সুপ্রভাত! ইনি যাকে যা বলেন, সব ফলে যায়। যাই, ধ'রে তো বসি! যদি দয়া হয়!

(বামী বৈষ্ণবীর অগ্রসর হওন ও পরমহংসের পদধারণ)

ঠাকুর, যদি দয়া ক'রে দেখাই দিলেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

পরমহংস।—(উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ও-উং।

বামী বৈষ্ণবী।—প্রভু, শরণাগত হচ্ছি। একটা উপায় বলে দেন।

পরমহংস।—(উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে) বম্‌—বম্‌—বম্‌।

বাম্নী বৈষ্ণবী।—ঠাকুর, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ছি না। আপনি প্রসন্ন হউন। আমার উপায়, আপনাকে কর্‌তেই হবে।

প্রথম চেলা।—(পরমহংসের পদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া) আমি যা স্বপ্ন দেখেছি, তাই ফল্‌লো! প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় চেলা।—প্রভুর চরণ-স্পর্শে আমার বিষম শূল-ব্যাধি আরোগ্য হ'য়েছে। প্রভুর আমার অপার মহিমা! (উচ্চৈঃস্বরে) প্রভু আমার সাক্ষাৎ শিব-শম্ভু। যার যা শরীরের ব্যাধি আছে, যার যা মনের পীড়া আছে, প্রভুর শরণ লও—প্রভুর শরণ লও; সব দূরে যাবে।

(সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের সমাগম)

তৃতীয় চেলা—প্রভু দিনকে রাত ক'র্‌তে পারেন, রাতকে দিন ক'র্‌তে পারেন; টাকাকে ধূলা কর্‌তে পারেন, ধূলাকে টাকা ক'র্‌তে পারেন। প্রভু আমার স্বয়ং ভগবান।

দর্শক।—(পরমহংসের চরণপ্রান্তে একটা টাকা রাখিয়া) প্রভু!

প্রথম চেলা।—(বাধা দিয়া) আহা, কর কি—কর কি! প্রভু যে টাকা স্পর্শ করেন না। সরিয়ে নেও—সরিয়ে নেও!

(নরনাথের প্রবেশ)

পরমহংস।—(দূর হইতে নরনাথকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) এ বেটা ভারি ঘাগী। চিনে ফেল্‌তে পারে। বেটা এই দিকেই

আস্‌ছে যে। সবে মাত্র চার ধরেছিল, দুই এক টাকা আস্‌বার সুরু হয়েছিল। দেখ্‌ছি,—সব মাটি হল।

নরনাথ।—(জনান্তিকে) ওদিকে গাছ-তলায় আজ আবার কিসের ভিড়।

দর্শক।—ভারি এক মহাপুরুষ এসেছেন। যাকে যা ব'ল্‌ছেন, তাই খেটে যাচ্ছে।

নরনাথ।—বটে! তবে একবার দেখা উচিত।

পরমহংস।—(নরনাথকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া স্বগত) বেটা যে এই দিকেই আস্‌ছে দেখ্‌ছি। উপায়! মুখ লুকোবো! যদি বেটা কাছে এসে বসে! ছলা করে চম্পট দেওয়াই এখন ঠিক।

(পরমহংসের দ্রুতপদে পশ্চাৎদিক দিয়া পলায়ন)

প্রথম চেলা।—পেয়ে নিধি হারালে সব, পেয়ে নিধি হারালে! এ কোলাহলে প্রভুর মন স্থির থাক্‌বে কেন? যে বিরক্ত ক'র্‌তে অরাম্ভ করেছ? প্রভু তাই চলে গেলেন।

বামী বৈষ্ণবী।—(রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে) ঠাকুর, একটু দাঁড়ান—একটু দাঁড়ান। বড় আশা ক'রে এসেছিলাম,—বড় আশা ক'রে এসেছিলাম! আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না—আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না।

দ্বিতীয় চেলা।—ও সব মহাপুরুষ ক্কচিৎ কথনও দেখা দেন! বড় ভাগ্যবান না হলে কি ওঁদের ন্যায় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ

পাওয়া যায়! কি আশ্চর্য্য,—কি আশ্চর্য্য! ছুঁতে না ছুঁতেই শূল-বেদনা সেরে গেল।

(বিষণ্ণ-বদনে হায় হায় করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

নরনাথ।—লোকটাকে ভাল ক'রে দেখ্তে পেলাম না! আমার বোধ হয়, হায়া বেটাই হবে। শুনেছি, সে নাকি ভারি বুজরুকবাজ হয়েছে। দেখ্তে পেলে, বোঝা যেত।

(নরনাথের প্রস্থান)

* * *

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—— * ——

কুম্ভমেলার এক প্রান্ত।

(সমাজপাতির প্রবেশ।)

সমাজপাতি।—(স্বগত) এখানে আসাটা ঠকা হয়েছে! এখানে এ সব সমাজ-সংস্কারের কথা টিক্‌বে না। যাকেই ব'ল্‌তে যাই, সেই হেসে উড়িয়ে দেয়, দেখ্‌ছি। কলেজ স্কয়ারই এ মন্ত্রের সাধনার স্থল। রেধো বেটার পরামর্শে এখানে এসে, বড় ঠকাই ঠকেছি।

(অদূরে মেধোর পিসীর হস্তধারণে সমাজপাতি-পুত্রের প্রবেশ।)

সমাজপাতি।—(সাশ্চর্য্যে) একি হ'ল! নরোটা নয়? হাঁ,

সেই তো বটে! ও ছুঁড়িটার হাত ধ'রে আস্‌ছে কেন? কে ও ছুঁড়িটা? মেধোর পিসী! হাঁ—হাঁ, সেই তো বটে। এ কি রকমটা হলো! আচ্ছা, একটু লুকিয়ে বুঝি, ব্যাপারখানা কি?

(অন্তরালে গমন)

জনৈক স্নানার্থী।—(নরেন্দ্রকে দেখিয়া) এ কি, নরেন এখানে যে?

নরেন্দ্র।—(অপ্রতিভ-ভাবে) আজ্ঞে, গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে এসেছি!

স্নানার্থী।—গঙ্গাস্নান! তোমার আবার গঙ্গাস্নান কি হে? তুমি বিধবা-বিবাহ কর্‌লে,—সমাজ-ধর্ম্মের মুখে কালী দিলে! তোমার আবার গঙ্গাস্নান!

নরেন্দ্র।—(সপ্রতিভ ভাবে) আমি তো হিন্দুমতেই বিবাহ করেছি?

স্নানার্থী।—(ঈষৎ হাসিয়া) তোমার বাবা যেমন সমাজ-পাতি, তুমিও তেমনি ধর্ম্মধ্বজ। তুমি বাপের উপর টেক্কা দিয়েছ! বামুন হয়ে শূদ্রের ঘরের বিধবাকে বিবাহ ক'র্‌লে; কুলে কালী দিলে—বংশের নাম ডোবালে! (প্রস্থান)

সমাজপাতি।—(স্বগত) শেষ এই সর্ব্বনাশ হলো! আমারই ঢিল আমারই গায়ে লাগ্‌লো! চার হাজার টাকা পর্য্যন্ত নিয়ে সাধাসাধি! কত সব সুন্দরী মেয়ে! সব ছেড়ে দিয়ে, শেষ

আমার অদৃষ্টে এই হ'ল? বেটার মুণ্ডুটা নিয়ে ভাঁটা খেলালেও যে রাগ যায় না!

* * *

কুম্ভমেলার অপর এক প্রান্ত।

(গঙ্গাতীর—সশিষ্য পরমহংস সমাসীন। পার্শ্বে জনসঙ্ঘ।)

প্রথম চেলা।—বিরক্ত কর্‌বেন না, বিরক্ত কর্‌বেন না! ঠাকুর কথা কন না। সন্দেশ খেতে দেবেন? মুখে দেন। দয়া করেন—কৃপা হয়, গলাধঃকরণ হবে।

(দর্শক কর্ত্তৃক ঠাকুরের মুখে সন্দেশ প্রদান এবং ও-উঃ শব্দ উচ্চারণে ঠাকুর কর্ত্তৃক গলাধঃকরণ)

চেলাগণ।—(সমস্বরে) ঐ হয়েছে!—ঐ হ'য়েছে! আপনি বড় ভাগ্যবান—বড় ভাগ্যবান! দেন্! প্রণামী দেন—প্রণামী দেন।

(যাত্রিগণের যাথাসাধ্য প্রণামী দান।)

জনৈক ভদ্রলোক।—কৈ, আমার টাকা তো এখনও ডবল হল না! কবে আমার টাকা আমি পাবো!

প্রথম চেলা।—টাকা ঠিকই আপনি পাবেন। ঠাকুরের কৃপা হ'লেই আপনার ঘরে গিয়ে পৌছিবে। সে জন্য আপনার একটুও ভাবনা নেই।

(বামী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।)

পরমহংস।—(স্বগত) বেটিটা আবার এখান পর্য্যন্ত এয়েছে! তবে তো ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি!

বামী।—তবে রে আঁটকুড়োর পুত! ঠকাবার আর জায়গা পাও-নি! আমি বামী বৈষ্ণবী, সাত হাটের কাণাকড়ি! আমাকে ঠকিয়ে আসা? বাঁধ—জমাদার সাহেব, বাঁধ। এই সেই ভণ্ড হারা বেটা! আগে যদি আমি চিন্‌তে পার্‌তেম!

(পুলিশ কর্ত্তৃক পরমহংস গ্রেপ্তার)

* * *

কুম্ভমেলার অপর এক প্রান্ত।

(পুলিশ-বেষ্টিত কেনারাম)

কেনারাম।—(কাতর-স্বরে) দোহাই পুলিশ বাবা, আমায় বেঁধ না। আমি কিছুই জানি না।

পুলিশ।—তুম্ পাক্কা বদ্‌মাস হ্যায়। তুমকো পুলিপোলাও জানে হোগা।

কেনারাম।—দোহাই বাবা, আমার কোনও দোষ নাই! আমি পেটের দায়ে যা কিছু করি। মনে আমার কোনই গোলযোগ নাই।

পুলিশ।—নেই মাংতা। আভি চল।

(কেনারামকে লইয়া প্রস্থান।)

* * *

সপ্তম দৃশ্য।

—— * ——

থানাঘর—দারোগার রিপোর্ট লিখন।

(চেলাগণ সহ ভণ্ড পরমহংসকে লইয়া একজন জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার।—এই সেই ধর্ম্মধ্বজী, হুজুর! এই টাকা ডবল করে দেবে বলে, লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে বেড়িয়েছে! এরই নামে তিনখানা ওয়ারেণ্ট এসেছে। বামী বৈষ্ণবী একেই সনাক্ত ক'রেছে।

(বলভদ্রকে লইয়া দ্বিতীয় জমাদারের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় জমাদার।—হুজুর, এই বেটার নাম বলভদ্র সমাজপাতি। এ লোকটা মেলায় একটা স্ত্রীলোকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীলোকটাকে হাঁসপাতালে পাঠান হ'য়েছে!

(কেনারামকে লইয়া তৃতীয় জমাদারের প্রবেশ)

তৃতীয় জমাদার।—হুজুর! এরই নাম কেনারাম মুখ-ভারতী। 'সিডিসন্' করার জন্য এরই নামে হুলিয়া আছে। ক'লকাতার 'সি-আই-ডি' একেই সনাক্ত ক'রেছে।

দারোগা।—(জবানবন্দী লইয়া ও রিপোর্ট লিখিয়া) তিন জনকেই আজ হাজতে রাখিয়া দেও।

* * *

অষ্টম দৃশ্য।

(কালীঘাট—মহামায়ার মন্দির-পার্শ্ব।)

কেনারাম।—(বলভদ্রের প্রতি) কি হে বলভদ্র, কবে এলে?

বলভদ্র।—আর ভাই, ব'ল্‌ব কি আর সে দুঃখের কথা! জেল থেকে ব্যারাম হ'য়ে হাঁসপাতালে যাই। তার পর, আজ ক'দিন হ'লো, বাড়ী এসেছি। তুমি কেমন আছ?

কেনারাম।—আছি যা, বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছো? আমারও ভোগ ফুরিয়েছে—পরশু দিন। আজ তাই মার কাছে নাকে-কাণে খৎ দিতে এয়েছি।

(সমাজপাতির প্রবেশ।)

সমাজপাতি।—বড় দেখা হ'য়ে গেল! এখানে কি মনে করে?

উভয়ে।—আর ভাই, তুমি তো ক'মাস খেটেই নিষ্কৃতি পেলে। আমাদের হাড় সেঁকে দিয়েছে। এখন কি কর্‌ছ তুমি?

সমাজপাতি।—করি-নি আর কিছু। সেই ক'মাসের ধাক্কাই এখনও সাম্‌লাতে পারি-নি। পথটা বড় ভাল ধরা হয়-নি, বোঝা গেল।

কেনারাম।—আমারও তাই।

বলভদ্র।—আমারও তাই।

সমাজপাতি।—নাকে কাণে খৎ। এমন কাজে আর যাব না।

কেনারাম।—আমারও নাকে কাণে খৎ।

বলভদ্র।—আমারও নাকে কাণে খৎ।

(সহসা নরনাথের প্রবেশ)

নবনাথ।—আগেই তো বলেছিলাম। এই নাকে খৎ যদি একটু আগে দিতে, তা হলে আর এ জেলের যন্ত্রণা অপমানটা ভোগ হত না। মনে রেখ, ভণ্ডামীর রাজত্ব বেশী দিন টেঁকে না। সত্যপর সরলপ্রাণ হলে তার অন্ন ভগবান জোটান। ভণ্ডামীতে শেষ ঠক্‌তেই হয়। তোমাদের পরিণাম দেখেও যদি লোকের চক্ষু ফোটে। যা হবার হয়েছে। এখনও মানুষ হবার চেষ্টা কর।

(যবনিকা পতন।)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব।

(পুরাতন চিত্রাবলম্বনে।)

কালেতে হইতে পারে সকলি নূতন।
কালবশে নবসাজে সাজে পুরাতন॥
কালে পত্নী পতি ত্যজে, কালে বেশ্যা সতী সাজে,
কালে নর নারী সবাই স্বাধীন।
কালে নর-পশু সবে, সমাজেতে একভাবে,
নিরাকার ভজে নিশিদিন।
কালের মাহাত্ম্যে তাই হইছে এবার।
ঊনবিংশ শতাব্দীর পূজা চমৎকার॥
'বেল্লিক-তন্ত্রের' মতে পূজার বিধান।
চূড়ামণি শিরোমণি সবার বিধান॥
মদ দিয়া হয় পূজা, 'ড্যাম' গঙ্গাজলে।
মদের হয়েছে ভোগ মদের বোতলে॥
মদের অঞ্জলি মদে, আর আচমন।
প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মদ মদনমোহন॥

আহা! কিবা অপরূপ মদের মহিমা।
বহিছে মদের নদী, নাহি কূল-সীমা॥
আকুলি-বিকুলি কোলাকুলি ঢলাঢলি।
কাড়াকাড়ি ধরাধরি অপূর্ব্ব সকলি॥
কেহ বা বোতল চুমে, নক্কারিছে কেহ ভূমে,
মুড়ি রেখে কেহ মারে কোপ।
পূজার নৈবেদ্য লয়ে, করে কাড়াকাড়ি দু'য়ে,
কেহ কহে—'চোপ-চোপ-চোপ॥'
কেহ বা কাহারো গালে, আদরে চুমোর ছলে
দংশিয়া করিছে রক্তপাত।
কেহ বা কাহারো গায়, ঢলিয়া পড়িয়া যায়,
কেহ ভূমে আছে চিৎপাত।
বাড়ীর জামাই যিনি, তাকে তাকে থাকি তিনি,
পালান পাঁঠার মুড়ি লয়ে।
সম্বন্ধী শালাটা তারে, তেড়ে গিয়ে হাত ধ'রে,
অপমান ক'রে রুষ্ট হয়ে॥
এইরূপ কত রঙ্গ কতই বাহার।
ঠিক যেন ব'সে গেছে বেল্লিক বাজার॥
কবি নই, বর্ণিবারে সে ক্ষমতা নাই।
যা' কিছু পারিনু, শেষ চিত্রে দেখ ভাই॥

পঞ্চানন্দের পঞ্চরত্ন্ ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব

ঘরের সুশিক্ষা।

—— * ——
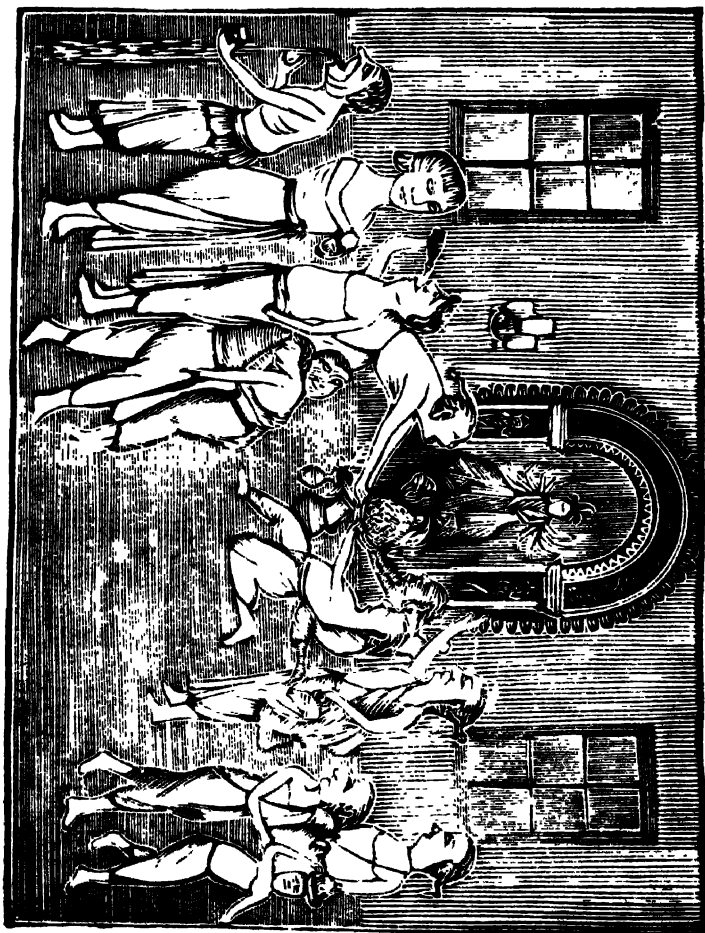
প্রথম দৃশ্য।

[শ্রীযুক্ত আদর্শ-চরিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তস্য পত্নী শ্রীমতী সুরঞ্জিতা আসীন। সময়—প্রাতঃকাল ৮।৯ ঘটিকা।)
স্থান—দ্বিতলের কক্ষ।]

পত্নী (কিঞ্চিৎ কোমল-কঠোর ভাবে)।—"ছেলেটা কি ক'রে না ক'রে, তাও কি একবার দেখ্‌বার অবসর পাও না ?"

স্বামী।—"দেখ্‌বো আর কত! দেখ্‌লেই যে আত্মাহারা হ'য়ে হাবুডুবু খাই! ছেলের জন্যে মাষ্টার আছে, তুমি আছ, স্কুল আছে—সবাই তো দেখ্‌ছে ?"

পত্নী।—"আছে চুলো, আর আছে যম!"

স্বামী।—"যাক্, আর কাজ নেই! ও রে গুণধর, বই নিয়ে আয় তো দেখি!"

[পুঁথি লইয়া শান্তভাবে আসিয়া শ্রীমান্ গুণধরের উপবেশন।]

আদর্শবাবু।—"মাষ্টার তোকে কি পড়িয়েছে—পড়্ তো ?"

গুণধর (সাধা গলার চীৎকারে)।—"সদা সত্য কথা কহিও।

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরী করা হয়। কাহাকেও গালি দিও না।"

আদর্শবাবু।—"থাম্, থাম্! ও সবের অর্থ কি, জানিস্? 'সদা সত্য কথা কহিবে'—অর্থাৎ কি না, 'অল্ওয়েজ' সত্য কথা বলিস্, কখনও যেন ভুলেও মিছে কথা বলিস্ না! মিছে কথা মহা পাপ। আর পরের জিনিষ নিতে হ'লে, যার জিনিস— তার মত নিয়ে, তবে নিতে হয়। না ব'লে নিলে, বড় দোষ। কখনও না ব'লে কারুর জিনিস নিও না, বাবা! আর, কা'কেও মন্দ কথা বল্‌তে বা গাল্ দিতে নেই। গাল দিলে, লোকে নিন্দে ক'রে; যাকে গাল দেওয়া যায়, সে মনে কষ্ট পায়। (অপর দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া) আহা, কি সুন্দর উপদেশ! সুরঞ্জিতে! একবার দেখে যাও, তোমার গুণধরকে আজ কত শেখালাম! এখন আপিসের বেলা হ'য়েছে, উঠি। আপিস থেকে এসে আবার দেখ্‌বো। যা রে, তুই এখন যা।"

(পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতাও উঠিলেন।)

সুরঞ্জিতা (পুত্রের প্রতি)।—"আয় রে, বাবা গুণধর, তোর জন্যে একটু ক্ষীর রেখেছি, খাবি আয়। বাছা আমার-আজ অনেক পড়েছে। পড়ে পড়ে বাছা আমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!"

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[সময়—সন্ধ্যা। স্থান—প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর। আদর্শবাবু, আপিসের পোষাক ছাড়িতেছেন ; পত্নী নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন।]

আদর্শবাবু (ক্লান্তির স্বরে)।—"আপিসের খাটুনী, আর—"

(দূরে একটা কিসের পতন-শব্দ হইল।)

আদর্শবাবু (ত্রস্তভাবে)।—"অ্যাঁ, কিসের শব্দ! হরিবাবুর বাগানে একটা বেল্ পড়্‌লো না! ওরে গুণো, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে আয় তো! দেখিস্—যেন কেউ জান্‌তে না পারে!"

[দৌড়িয়া পুত্রের গমন; পত্নী প্রফুল্ল; কিছুক্ষণ পরে বেল লইয়া পুত্রের প্রবেশ।]

আদর্শবাবু।—"হাঁ রে কেউ টের পায়-নি তো? দেখিস্, কাউকে বলিস্-নে।"

[পুত্রের আহ্লাদ-গদগদ ভাব—যেন আলেকজান্দার দিগ্বিজয় করিয়াছেন। এমন সময় সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।]

গুণধর (উপরের জানালা দিয়া দেখিয়া)।—"বাবা, সেই মুদী, টাকার জন্যে এসেছে।"

আদর্শবাবু।—"চুপ্, চুপ্! বল্ যে, তিনি বাড়ী নেই।"

গুণধর (জানালায় দাঁড়াইয়া)।—"তিনি এখন বাড়ী নেই।"

আদর্শবাবু (চুপি চুপি)।—"বল্ যে, তিনি আজ আর আস্‌বেন না, ব'লে গেছেন।"

গুণধর ।—"তিনি বল্‌ছেন, তিনি আজ বাড়ী আস্‌বেন না !"

মুদী (নিম্ন হইতে) ।—"কেন আস্‌বেন না ? সকালে যে আমায় বল্‌লেন—নিশ্চয়ই বিকালে টাকা দেবেন। ভদ্র-লোকের কি এই কথা ! আজ আমি এই দরজায় আছি, দেখি, তিনি আসেন কিনা !"

[হরি বাবুর ঝির প্রবেশ ।]

হরিবাবুর ঝি নিম্ন হইতে চীৎকার করিতে করিতে কহিল,—"বাবু, আপ্‌নার ছেলে আমাদের বাগান থেকে বেল চুরী ক'রে এনেছে ; গিন্নি-মা দেখেছেন ।"

গুণধর (উপর হইতে) ।—"বটে ! বটে ! আমি আবার কখন গেলাম। আমি তো এই বাবার কাছেই আছি। মিছে কথা বলিস্‌-নে ?"

(বলিতে বলিতে তাহার ক্রন্দন-স্বর)

স্থরঞ্জিতা ।—"দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, লোকের আক্কেলখানা দেখ্‌লে ?"

আদর্শবাবু ।—"ওগো, আস্তে, আস্তে ! মুদী বেটা যে ওখানে আছে ! বেল্‌টা না হয় ফিরেই দাও না ছাই ।"

হরিবাবুর ঝি (নিম্ন হইতে) ।—"বাবু, আপনার ছেলে রোজ রোজ কেন আমাদের বাগানে চুরী কর্‌তে যায় ? গিন্নি-মা বলেছেন, এবার পুলিশে দেবেন ।"

সুরঞ্জিতা (স্বামীর প্রতি)।—"কি শুন্‌ছো ব'সে? দেখ্‌লে মাগীর আস্পর্দ্ধাটা!"

আদর্শবাবু।—"বটেই তো? ও মাগী আবার পুলিশের ভয় দেখায়! (জানালায় দাঁড়াইয়া, ঝির প্রতি)—হারামজাদী, বজ্জাত, তোকে পুলিশে দেবো। তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে!"

ঝি (ক্রন্দন কোলাহলে)।—"ও গো আমায় মেরে ফেল্লে গো! মুদী মহাশয়, তুমি সাক্ষী গো—"

আদর্শবাবু।—"বটেরে হারাম্‌জাদী, মিছে কথা বলিস্! তোর নাক কেটে দেবো!"

[ঝির চীৎকার শব্দ ; বাবুর সক্রোধে তাড়িয়া যাওয়া,
পশ্চাতে লাঠি-হস্তে পুত্রের গমন।]

মুদী।—"হাঁ ঠাকুর মহাশয়, তুমি না বাড়ী নেই? আমায় ঠকাবে? আমি এখুনি টাকা আদায় কর্‌বো।"

আদর্শবাবু।—"আমি বাড়ী থাকি আর না থাকি, তোর কি? তোর টাকা পেলেই তো হ'লো? তুই চুপ্ কর্-না?"

[ঝির পুনরায় উচ্চ চীৎকার, বাবুর ক্রোধ-বৃদ্ধি, ঝিকে প্রহার,
মুদীর পলায়ন, পত্নীর আহ্লাদ, পুত্রের
আনন্দ-নৃত্য ইত্যাদি।]

পুত্রের শিক্ষা সমাপন ও যবনিকা পতন।

* * *

বাঙ্গালীর ব্যবসায়।

— * —

এক অঙ্ক।

[স্থান—নিভৃত কক্ষ। পঞ্চপাণ্ডবসদৃশ পঞ্চবন্ধুর পরামর্শ।]

নির্ব্বিবাদ।—"কি জান, আমি অতশত বুঝি না। টাকা পাঁচশো আমি দিচ্ছি; যা কর্‌তে হয়, তোমরাই কর্‌বে।"

বচন সর্ব্বস্ব।—"সে কথা ঠিকই তো! সকলকেই কি আর দেখ্‌তে হ'বে? টাকা সকলেই দেয়, আর কাজ একজনেই করে। ইউরোপের উন্নতি তো এই জন্যই। হা হতভাগ্য বঙ্গদেশ! তোমরা ব্যবসা কর্‌তে শিখ্‌লে না! অহো ক্ষোভ!"

হিসাব-দোরস্ত।—"আমি সে-কালের লোক। সেই সে আমলে, ডুলার কোম্পানী যখন প্রথম আপিস খোলে, তখন থেকে হিসাবে দোরস্ত হ'য়ে আস্‌ছি। হিসাবে এ ব্যবসার উন্নতি ঠিক কর্‌বো। সে বিষয়ে চিন্তা কিছু নাই—নির্ব্বিবাদ বাবু! তবে সবাই যখন সমান টাকা দেব, তখন 'সেয়ার্‌টা' সকলেরই সমান থাকা চাই!"

হক্-কথা।—"দেখুন, দোরস্ত মহাশয়,! সে কথা বল্‌বেন না! আমি যে টাকা দেব, সে জন্যে সমান সেয়ার না হয় পেলাম; কিন্তু আমি যে খেটে বাঙ্গালার শিল্পের উন্নতি কর্‌বো, তার জন্যে আমার আরও কিছু সেয়ার তো থাকা উচিত! নইলে, পারেন, আপনারা করুন।"

শান্তবাবু।—"বটে! আমিও দেব পাঁচ-শো টাকা, আরও বুদ্ধি দেবো; আমি কি কেবল পাঁচ ভাগের ভাগ নিয়ে ছাড়্‌বো? আমার চাই অন্ততঃ অর্দ্ধেক; নইলে দেখি একবার, কে ব্যবসা করে, করুক!"

নির্ব্বিবাদ।—"আহা, গোল করেন কেন? টাকা তো সবাই দিচ্ছি! তবে আর সেয়ারে কম-বেশী কেন? এ বড় গোলের কথা।"

হিসাব-দোরস্ত।—"এ সব বড় বে-হিসাবের কথা! সেই ভুলার সাহেবের কারবার যখন—"

হক্‌কথা।—"সে কথা রাখুন, মহাশয়! এই আমি যে টাকাও দেব, খেটেও দেব,—কেন বলুন দেখি? আমার চাই—বার আনা অংশ! নইলে, এক পয়সা দেবো না। এমন রামতনু বাঁড়ুয্যের ছেলেই আমি নই।"

শান্তবাবু।—"ননসেন্স! আমি কি ঘাস কাট্‌ব? জানেন, আমার বুদ্ধি!"

নির্ব্বিবাদ।—"ইংরেজি কথায় গাল দেবেন না, শান্তবাবু! ভাল হ'বে না বল্‌ছি!"

বচন-সর্ব্বস্ব।—"আহা-হা, গোল কেন? ভারতের শিল্প, ভারতের উন্নতি, ভারতের বিদ্যা—সবই আমরা দেখাব।"

হিসাব-দোরস্ত।—"মহাশয়, ঢের ভারত দেখেছি। আগে একটা রেজেষ্টারী চাই; সেই ডুলার কোম্পানী——"

হক্‌-কথা।—"আগে 'টার্ম্মস সেটেল' হোক, তবে তো রেজেষ্টারী? আপনাদের সঙ্গে দেখ্‌ছি আমার 'গুড টার্ম্মস্' আর থাক্‌বে না।"

শান্তবাবু। (নির্ব্বিবাদের প্রতি)—"নেই মাংতা। জানেন,—আমি আপনাদের টাকাকে একদম 'ডোণ্ট-কেয়ার' করি। বুদ্ধির্য্যস্য বলং তস্য।"

নির্ব্বিবাদ।—"মহাশয়ের আর এত পণ্ডিতী ফলাতে হবে না। আমি আর টাকা দেব না?"

শান্তবাবু।—"রাখ—রাখ—রাখ! তোমার টাকায় পেচ্ছাব ক'রে দিই—"

নির্ব্বিবাদ।—"কি সব ছোট লোকের মত কথা!"

শান্তবাবু।—"কি আস্পর্দ্ধা, আমার বৈঠকখানায় ব'সে আমাকেই ছোট লোক বলা! বেহারা—"

[বেহারার প্রবেশ, তাহাকে দেখিয়া নির্ব্বিবাদ বাবুর ক্রোধবৃদ্ধি।]

নির্ব্বিবাদ।—"বেটা পাজী, শূয়ার! তোর বৈঠকখানায় মুত্রত্যাগ করি।"

[ক্রমশঃ সকলের কোমর বাঁধা। প্রথমে মুখো-মুখি, পরে হাতা-হাতি; পরিশেষে রক্তারক্তি; সর্ব্বশেষে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি।]

"হায় শিল্প! হায় ভারত! হায় বিদ্যা! সব গেল—সব গেল! বলিহারী ব্যবসা!"—বলিতে বলিতে বচন-সর্ব্বস্বের পতন ও মূর্চ্ছা।

[চারিদিকে হৈ-হৈ ব্যাপার। যবনিকা পতন।]

* * *

নূতন নাটক।

নূতন নাটক-লেখক (থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রতি)।—"মহাশয়, আমার তিন অঙ্কের নূতন নাটকখানি কেমন দেখ্‌লেন?"

ম্যানেজার।—"হাঁ, সেখানি তিন জন সমালোচকের হাতে দেখ্‌তে দিয়েছিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকে, উহার এক একটী অঙ্ক বাদ দিতে বলিয়াছেন। তা আপনি ঠিক ক'রে দিলে, 'প্লে' কর্‌তে আপত্তি নাই।"

শ্রীমান্ ও শ্রীমতী।

(পালা—মানভঞ্জন ; স্থান—বঙ্গান্তঃপুর।)

দৃশ্য—সজ্জিত কক্ষ।

(শ্রীমতী চেয়ারে পা দোলাইয়া সূচীকার্য্যে ব্যস্ত। রজনী গভীরা। প্রাচীর-প্রলম্বিত ঘটিকা-যন্ত্রের টক্ টক্ শব্দ, সম্মুখে টেবিলোপরি কাচাবরণে আবৃত পুষ্পাধারে বিবিধ-বর্ণাভ কৃত্রিম পুষ্প-সমূহ।)

শ্রীমতী ঘটিকা-প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত-নেত্রে কহিলেন,—

"এগারটা ! এ-গা-র ! পোড়া-কপাল !"

(নীরব পদক্ষেপে শ্রীমানের প্রবেশ ও চকিতে যাইয়া হস্তদ্বারা শ্রীমতীর চক্ষু আবরিত করণ।)

শ্রীমতী (ক্রোধ-ভঙ্গিমায়)।—"এলে !"

(শ্রীমতীর উত্থান, শ্রীমতীর দিকে শ্রীমানের অগ্রসর হওন।)

শ্রীমতী।—"এখন যেতে দেবে কি ?"

(দ্বারদেশে শ্রীমানের প্রবেশ)

শ্রীমতী।—"যেখানে যেতে হয়, যাও ; নয়, আমাকে যেতে দাও!" (শ্রীমতীর ব্যগ্রতা।)

(শ্রীমতীর মুখ-প্রতি শ্রীমান বিহ্বল-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।)

শ্রীমতী কুণ্ডলাকার গোল দোদুল্যমান নাসিকাভরণটী নাড়িয়া কহিলেন,—"তা বটেই তো? একটা, দু'টো, সাঁঝ নেই, সকাল নেই,—পোড়া আমোদ কি আর চোকে না? এখন পথ ছাড়।"

(এই বলিয়া শ্রীমতীর চাঞ্চল্য-প্রকাশ।)

শ্রীমতী কহিলেন,—"তা আর কাজ কি! সব চুকে যাক্। আমি বাপের বাড়ী যাচ্ছি। তুমি আমোদ নিয়ে থাক।"

(এই বলিয়া চঞ্চল-চরণে শ্রীমতীর বহির্গমন, শ্রীমানের তাঁহার অনুগমন-চেষ্টা, পশ্চাদ্দিক হইতে স্প্রিংযুক্ত কপাট হঠাৎ রুদ্ধ, শ্রীমান্ বিস্ময়াবিষ্ট।)

শ্রীমতী প্রকোষ্ঠে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"শেষ একটা কথা বলে যাই ; সকালে আর আমায় এ বাটীতে দেখ্‌তে পাবে না।"

(শ্রীমানের আহ্লাদ ভাব, যেন পরিত্রাণ পাইলেই বাঁচেন।)

শ্রীমতী (ব্যথিত-ক্রোধদীপ্ত স্বরে)।—"তা বটেই তো, তা হ'লে অক্লেশে আমোদ করতে পার। আমি রাত দুপুর পর্য্যন্ত, আর তুমি—"

(শ্রীমানের ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি, শ্রীমতীর ব্যঙ্গভাব।)

শ্রীমতী।—"মাপ করুন, আপনার ঘড়িটি আধ ঘণ্টা স্লো।"

(শ্রীমান পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া তুলিতে উদ্যত।)

শ্রীমতী (অভিমান-ব্যঙ্গস্বরে)।—"বলি, তাতে আর তোমার কি? তোমার আর সময়ে আসে-যায় কি? রাত-দুপুর, একটা, দুটো, তিনটে, ইয়ার্‌কি তো আর মেটে না?"

(শ্রীমানের নির্দ্দোষিতা-প্রমাণসূচক মুখভঙ্গি।)

শ্রীমতী (অভিমান-স্বরে)।—"তা বল্‌বেই তো! ইয়ার্‌কির কথাটা তো আর বল্‌বার যো নেই! সেদিন অমনি রাত দুটো, তিনটে পর্য্যন্ত—"

(শ্রীমানের মুখপ্রান্তে ঈষৎ হাসির বিকাশ।)

শ্রীমতী।—"তা হাস্‌বে বৈ আর কি! লজ্জা তো করে না!"

(শ্রীমানের মুখে হাসির পরিব্যাপ্তি।)

"সে চুলোটা কোথায়?"

(শ্রীমানের বিস্ময়।)

শ্রীমতী।—"জানি গো, সব জানি! তোমায় আর ধর্ম্ম দেখাতে হবে না!"

(শ্রীমানের যুক্তিপ্রদর্শক ভ্রূভঙ্গি।)

শ্রীমতী।—"আর আধ ঘণ্টা ধরে তর্ক কর্‌তে হবে না!"

(শ্রীমান মস্তক নাড়িলেন।)

শ্রীমতী।—"তবে এখন বল্‌বে কি, কোথায় গিয়েছিলে?"

(শ্রীমানের কলিকাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ।)

শ্রীমতী।—"তবে এলে কেন ?"

শ্রীমতীর প্রতি শ্রীমানের দর্শন-লালসা-সূচক দৃষ্টি।)

শ্রীমতী।—"আর অত ভালবাসা জানাতে হবে না। আমার যেমন পোড়া কপাল !"

(শ্রীমানের গদগদ ভাব ও পকেট মধ্যে হস্তপ্রদান, এবং সুদৃশ্য কৌটা মধ্য হইতে সুবর্ণ কঙ্কণ প্রদর্শন।)

শ্রীমতী (সানন্দ বিস্ময়-নেত্রে)।—"এই জন্য ? তুমি তো জান, তোমায় একদণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারি-নে ! (কঙ্কন হস্তে লইয়া) তা এটা না হয় আমি রেখে দিচ্ছি। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও ; আমি বাতাস কর্‌ছি।"

[যবনিকা পতন।]

চুটকী কথা।

"পৃথিবীতে কে সর্ব্বাপেক্ষা লগ্ন ঠিক করিতে পারে?"

"পাওনাদার! যখনই আসিতে বল, ঠিক তখনই আসিবে।"

* * *

দুলালের পিতা।—দেখ হরিদাস, তুমি দুলালকে বেশ ক'রে বুঝিও! সে যে দিনদিনই অধঃপাতে যাচ্ছে!

হরিদাস।—সে কি আমার কথা শোনে? সে কেবল গাধা বেটাদের কথাই শোনে। সুতরাং, আপনি বোলে দেখ্‌বেন।

* * *

সাতকড়ি বাবুর পুত্রদ্বয়, বালক-স্বভাব-সুলভ ঝগড়া-বিবাদ করিয়া থাকে। একদিন সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—"দেখ, অমন ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কর্‌তে আছে কি!"

অষ্টম বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লাননে কহিল,—"ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কর্‌বো না, তবে কি রাস্তার লোক ডেকে ঝগড়া কর্‌বো?"

* * *

কোনও সভা ভঙ্গ করিবার এক নূতন উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একটি চাঁদার খাতা লইয়া, তথাকার প্রত্যেক লোককে চাঁদা স্বাক্ষর করিতে বলিলেই, সব ভাঙ্গিয়া যাইবে।

* * *

এবার ভারতে বড় দুর্ভিক্ষ; তাই পঞ্চানন্দ, তাহা নিবারণ জন্য একটি সহজ উপায় স্থির করিলেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক হিন্দুরই 'চাতুর্মাস্য ব্রত' গ্রহণ করা উচিত। এই ব্রত পালনার্থ, কোনও একটি আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অন্ন পরিত্যাগ করিলে, সকল ল্যাঠা মিটিয়া যায়। দুর্ভিক্ষও দমন হয়, রাশি রাশি পুণ্যও সঞ্চয় হয়।

* * *

(আগন্তুকের প্রতি)—"মহাশয়ের বাড়ী কোথায়?" আগন্তুক,—"কলিকাতার কাছে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর। আর মহাশয়ের?"

রসিক বাবু,—"এই গঙ্গার পুলের উপর—সাঁত্রাগাছি।"

আগন্তুক,—"কি রকম? সাঁত্রাগাছি তো গঙ্গার পুল থেকে অনেক দূর শুনেছি!"

রসিক বাবু,—"দূর বটে! তবে আপনার খানাকুল-কৃষ্ণনগর যদি কলিকাতার কাছে হয়, তা হ'লে সাঁত্রাগাছি তো পুলের উপরই হবে।"

* * *

জজ।—আদালতের ভিতর এত গোল করিতেছ কেন?

উত্তর।—আমার একটা 'কোট' খোয়া গিয়াছে।

জজ।—(সহাস্যে) সামান্য একটা 'কোট' খোয়া গিয়াছে, তাই তুমি এত গোল কর্‌ছ! এই আদালতে কত লোক কত 'সুট' (Suit) খোয়াইয়াও নীরবে চলিয়া যায়।

* * *

শ্রীমতী প্রমোদিনী (স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া) কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি এখনই নদীর জলে ডুবে মর্‌বো।"

স্বামী (ধীরভাবে)।—আচ্ছা বেশ, যেতে পার; অপত্তি নাই।

স্ত্রী।—এখন ঝড়-বৃষ্টি পড়্‌ছে, পরণের কাপড়খানি ভিজে যাবে। জল ছাড়্‌লেই আমি যাচ্ছি; দেখো, ডুব্‌তে পারি কি না।

* * *

সংসার-বিরাগী মহাজনেরা বলিয়া থাকেন যে, শ্রাদ্ধ আর বিবাহ, একই রকম। লুচি-মণ্ডা ধুম-ধাম লোকজন উভয়ই আছে। কিন্তু তাহা শ্রাদ্ধের সময় টের পায় না—যার শ্রাদ্ধ; আর বিয়ের সময় টের পায় না—যার বিয়ে! শ্রাদ্ধ ও বিবাহ—উভয়েই ধরাধরি করিয়া 'নাবান-উঠান' আছে, পাড়াপড়সীর রাত্রি-জাগরণ আছে। তাই পঞ্চানন্দ ভাবিতেছেন, এখন বিবাহ করি, কি মরি!

* * *

রঙ্গালয়ের এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে,—"থিয়েটারের মধ্যে থিয়েটার!"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি রকম ব্যাপার?"

রসিক বাবু,—"এ আর বুঝ্‌লে না! মানুষের পেটের ভেতর যেমন মানুষ!"

* * *

নাতিনী শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছে। ঠাকুর-মা উপদেশ দিতেছেন,—"দেখ দিদিমণি! শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বিধিমতে স্বামীর অনুগমন করিও।"

নাতিনী।—"তোমার নাত্-জামাই কেবলই টো-টো কোম্পানীত ঘুরে বেড়ায়! আমাকেও তাই কর্‌তে বল নাকি?

* * *

পূজার সময় এক ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পথ ভুলিবার ভয়ে, তিনি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গলির নাম ও নম্বর লিখিয়া লইয়াছিলেন।

একদিন সেই লিখিত ঠিকানাটি দেখাইয়া, রাস্তার এক ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, কোন্ পথে যাইব?"

ঠিকানাটি যে দেখিল, সেই হাসিল। সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেয় দেখিয়া, কলিকাতার লোকের উপর তাঁহার বড় রাগ ও ঘৃণা হইল। এমন সময় একটি ভদ্রবাবু সেই লেখাটি পড়িয়া

বলিলেন,—"বাপু হে, তুমি কি লিখিতে কি লিখিয়াছ? তুমি লিখিয়াছ—Commit no nuisance. এতে কি আর ঠিকানা খুঁজে পাবে? উহার অর্থ,—প্রস্রাব করিও না।"

* * *

পূজার ছুটিতে পিতা বাড়ী আসিয়াছেন। গুরু মহাশয় বক্‌সিশের জন্য উপস্থিত। কারণ, তাঁহার পুত্র ক-খ শিখিয়াছে।

পিতা, পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ক খ এর্‌ পর কি অক্ষর বাবা?"

পুত্র।—বাকি সবগুলি।

* * *

ভাটপাড়ার গুরুদেব একবার পূজার সময় মাঠপাড়ার শিষ্যালয়ে গিয়াছেন। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরুদেব এসেছেন।

শিষ্য অগ্নিশর্ম্মা বাবু, একটু চটিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—"কৃতার্থ হ'লাম আর কি।"

চাকর গিয়া, গুরুদেবকে বৃত্তান্ত জানাইল। গুরুদেব অসিয়া অগ্নিশর্ম্মাকে বলিলেন,—"চাকরের সাম্‌নে এমন কথাটা বল্‌লে।"

অগ্নিশর্ম্মা—"আজ্ঞে, কৃতার্থ ই তো হয়েছি!"

গুরুদেব—"বাপু, কথাটা একই বটে; কিন্তু বল্‌বার ধরণটাই যা কেমন কেমন।"

* * *

জগৎ-সৃষ্টি।

প্রথম দৃশ্য।

[হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার বিলাত যাইতেছে। স্বয়ং মহাদেব ক্যাবিন্‌টি রিজার্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুচর চেলাবৃন্দ, নিম্নের ডেকে অবস্থিত। হঠাৎ স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্র পারিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই ষ্টীমারে উঠিয়া, বরাবর ক্যাবিনের দিকে গেলেন। পারিষদবর্গ ডেকে রহিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল—ভোঁ—ওঁ—ওঁ।]

ডেক্‌ পরিপূর্ণ। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনীগণ, বৃহল্লাঙ্গুল বাহাদুরদিগের প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"তোরা কে বটিস্‌? লেজ গুটাইয়া বস, নয় পালা।"

বৃহল্লাঙ্গুলাচার্য্য।—জানিস্‌, মোরা লঙ্কা থেকে সীতা উদ্ধার করেছি! এই লাঙ্গুলের জোরেই লঙ্কা দগ্ধ হয়েছে!

ছিন্নমুণ্ড।—তাই মুখ পুড়েছে। ও সব বিষয়ের পেটেণ্ট আমরা। (বুক চাপড়াইয়া) এই দেখ্‌, শম্ভু স্বয়ং 'ফায়ার-প্রুফ' হ'য়ে তবে শিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। ঐ নিমতলায় যা, আগে 'ফায়ারপ্রুফ' হ'য়ে আয়, তবে এখানে বসিস্‌।

(চারিদিকে ভূতগণের হর-হর-বম্‌-বম্‌ শব্দ।)

জনৈক সাগরলঙ্ঘী (লাঙ্গুলে ভর দিয়া কিছু উত্থিত হইয়া)।

—আমাদের ইতিহাস জান কি? এই লাঙ্গুলের পাল্লায় প'ড়ে রাবণ সাত সমুদ্রের জল খেয়েছিল। (জয়রাম-শ্রীরাম শব্দ।)

দীর্ঘদন্ত (ত্বরিতে ত্বরিতানন্দে টান দিয়া)।—রে মর্কটাধম, বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই; আয়, তোর লাঙ্গুল-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।

রম্ভানন্দ (দগ্ধ-হস্ত প্রসারণান্তর দীর্ঘদন্তের গণ্ডে চপেটাঘাত করতঃ)।—এই পরীক্ষা দেখ। দেখ্, তোর দীর্ঘ দন্ত হ্রস্ব হইয়াছে কিনা! (জয়রাম-শ্রীরাম শব্দ।)

গঞ্জিকা-কান্ত (বিকট-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া)।—রে দগ্ধানন, বৃষবাহন মহাদেবের শিষ্য আমরা। এখনই ব্রহ্মাণ্ড রসাতল দেব!

[মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত। ষ্টীমার টল্‌মল্। ভূতগণের অন্তরীক্ষে নিমতলায় গমন ও অস্থিকঙ্কালসহ সদলবলে, রামানুচরগণকে আক্রমণ। কিস্কিন্ধ্যা-নন্দনগণের উল্লম্ফনে তীরে গমন, সদ্যোৎপাটিত বৃক্ষ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওন ও ভূতগণের আক্রমণ। বম্-বম্ হর-হর-রব ও জয়-রাম রবের একত্র সম্মিলন। বায়ুমণ্ডল প্রকম্পিত; মেদিনীমণ্ডল বিচালিত; ষ্টীমার আলোড়িত।]

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কাবিন্ কক্ষ। ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে যোগনেত্রে মহাদেব উপবিষ্ট। জটাভার এলাইয়া পড়িয়াছে। ফণিরাজ চক্র-বিস্তারে টল্‌টলায়মান। শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ।]

মহাদেব।—সুপ্রভাত আজ আমার! হরি হে! তোমার দর্শন পেলাম! কোটী কামনা আজ সফল হইল!

রামচন্দ্র।—প্রভু, সৌভাগ্য কার? সৃষ্টিলয়ের কর্ত্তা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের দর্শন! সৌভাগ্য কার? আমিই ধন্য হইলাম।

মহাদেব।—হে ভূভারহারী গোলোকবিহারী, ঐ প্রসাদ-রজঃ এই ক্ষুদ্র আতিথ্যালয়ে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। হে বাসনাপূর্ণকারি, আমার হৃদয়-বাসনা পূর্ণ করুন; এই স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী আসন গ্রহণে কৃতার্থ করুন।

রামচন্দ্র।—জীবসৃষ্টির ক্ষুদ্র অণু আমি, আপনারই মহত্ত্ব-ঔদার্য্যের নিকট চিরাবনত।

মহাদেব।—হে পূর্ণব্রহ্ম! আজ আপনারই মহত্ত্ব আপনি প্রদর্শন করাইয়া, দীনকে ধন্য করিলেন।

রামচন্দ্র।—এ চিরাধীন ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বকে আর অধিক লজ্জা দিবেন না, প্রভু! আমি আপনারই দাসানুদাস।

[ক্যাবিনাভ্যন্তরে এইরূপ আলাপন, কিন্তু বাহিরে অনন্ত কোলাহল,
প্রতিধ্বনিতে শান্ত-জগৎ অশান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। "কে বড়—
আমি বড় : কে ছোট—তুমি ছোট" এই রবে অনন্ত
ছাইয়া ফেলিল! তাহা হইতেই

জগৎ সৃষ্টি হইল।]

সঙের বিচার ।

আমরা সব এক এক জন
দেশোদ্ধারকারা।
মুখ দেখে সব চিনে নেও,
নামেই মোদের জারি॥
পঞ্চানন্দের বদমায়েসী
করে মোদের মানহানি।
বঁটি দিয়ে নাক কাট তার,
কিম্বা তারে টানাও ঘাণি॥

(পঞ্চানন্দের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান,
সঙের বিচার।)

সঙ্ কহে—অভিযোগ বড়ই বিষম,
সাফাই আছে কি কিছু, নরম গরম ?

সঙের বিচার।
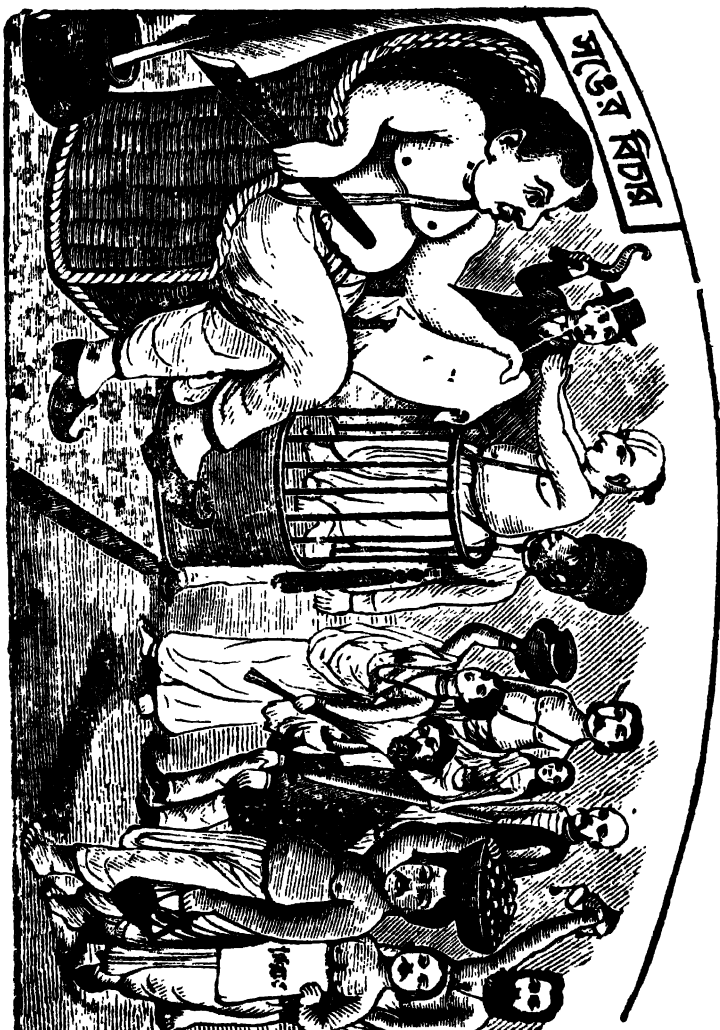
(সাফাই।)

পঞ্চানন্দ কহে,—প্রভু, ঘোর কলিকাল।
কাহারে রাখিয়া বল কারে দেই গাল ?
কাণাকে কহিলে কাণা বাধায় জঞ্জাল !
খোঁড়াকে কহিলে খোঁড়া ঝাড়ে যত ঝাল ॥

হক কথা কহিবার কাল এই নয়।
ব্যবসা আমার প্রায় মাটি হয় হয় ॥

খুঁজে খুঁজে বাহির করেছি অবশেষ।
যাদের মাহাত্ম্য-কথা ভরিয়াছে দেশ ॥

বিচার করহ প্রভু !—
তারাও করিবে যদি মানের নালিশ !
তা হ'লে না বুঝি হয় কে ঊনিশ বিশ ॥

জানা ছিল এঁরা সব স্তুতিনিন্দাতীত।
বিষখোর বিশ্বম্ভর—ইঁহাদের রীত ॥

সদানন্দ ভাবে তাই করি সদানন্দ।
মনেতে কুভাব কভু নহে পঞ্চানন্দ ॥

(সঙের রায়)

ঠিক ঠিক ঠিক কথা কহিলে ধীমান্।
তুমি আমি ভাই ভাই সমানে সমান ॥
তোমার সাফাই বড় যুক্তিপূর্ণ হয়।
উহারাই যোগ্যপাত্র নাহিক সংশয় ॥
অতঃপর করিলাম সূক্ষ্ম-সুবিচার।
গালি দিলে মানহানি হইবে না আর ॥
যাহারা দেশের সেরা শুন পঞ্চানন্দ।
তাদিগে লইয়া তুমি রহ সদানন্দ ॥
অতঃপর কেহ যদি কহে গেল মান।
পঞ্চানন্দ, তুমি তার কেট নাক কাণ ॥